Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামলীলা

PRESENTED

২য় ভাগ

LIBRARY
No. 7/315
BANARAS

শাস্ত্রী—শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল,
এড্ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY ... Ashram BANARAS

শ্রীশ্রীবামলীলা

(বামাক্ষ্যাপাবাবার জীবনী ও সাধ্যসাধনতত্ত্বকথা)

(মধ্য ও অন্ত্যলহরী)

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—২য় ভাগ

শাস্ত্রী—শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্
এড্ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট।

সঙ্কলিত।

সন ১৩৬৩ সাল

অন্বেষা লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ-স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

(সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত)

মূল্য—২৸৹ আনা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক, বামামিশন।
৫১নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী।

মডার্ণ প্রিণ্টাস
২৪।১, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্,
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

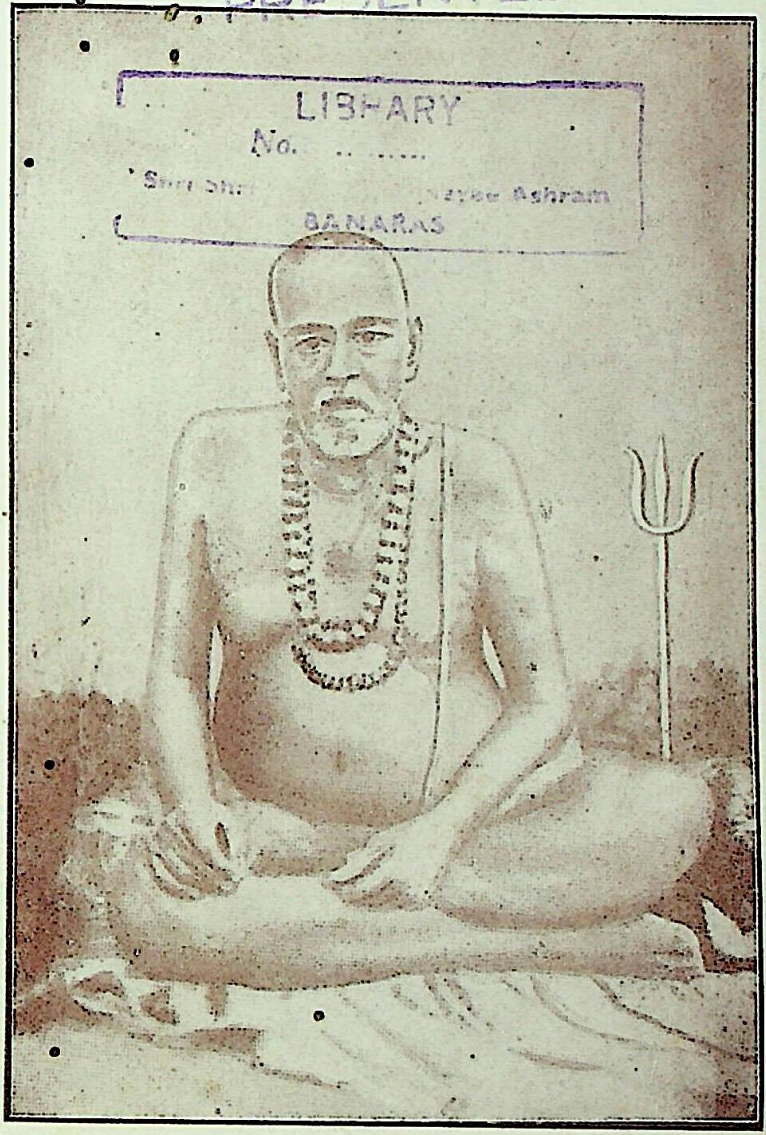

LIBRARY
No. .. ..
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীরামলীলা।

অন্ত্যলহরী

LIBRARY
No. ৭/৩১৫
Shree Shree Anandamayee Ashram
BANARAS

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
৪। অন্ত্যলহরী	...	. ২৫১—৪৮৮
(১) মাতৃবিরহ	... ...	২৫১
(২) মাতৃদর্শন	... ...	২৫৮
(৩) আকর্ষণ	... ...	২৬৩
(৪) যাত্রা	... ...	২৬৯
(৫) ইঙ্গিত	... ...	২৭৭
(৬) স্বরে পরিচয়	... ...	২৮২
(৭) প্রথম মিলন	... ...	২৮৬
(৮) আশীর্ব্বাদ	... ...	২৯২
(৯) কৃতজ্ঞ	... ...	২৯৭
(১০) জলকেলি	... ...	৩০০
(১১) শিমূলতলায়	... ..	৩০৮
(১২) অন্তর্যামী	... ...	৩১৭
(১৩) চক্র	... ...	৩২০
(১৪) কলিকাতার অভাব	... ...	৩২৯
তারামা শ্মশানে	... ...	৩৩৪
নানাকথা	... ...	৩৩৯
শ্যামায়শ্যাম	... ...	৩৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠা
গৌরাঙ্গরূপ	...	...	৩৪৭
আরত্রিক	...	...	৩৫২
শ্রীপদসেবা		...	৩৫৪
সদালাপ	...	...	৩৫৮
ভক্ত বৎসল	...	...	৩৬১
প্রার্থনাপূরণ	...	...	৩৬৪
পূজাপাঠ	...	...	৩৬৯
দীনভাব	...	...	৩৭৩
সংশয়	...	...	৩৭৬
দয়ার সাগর	...	...	৩৮২
বালকভাব	...	...	৩৮৫
অযাচিত কৃপা	...	...	৩৮৮
ভাবীর ভাব	...	...	৩৯৪
ভাবহিল্লোল	...	...	৩৯৮
রাজযোগ	...	...	৪০৩
গুরুপূজা	...	...	৪০৭
ষোলআনা দিলি	...	...	৪১২
বিদায়	...	...	৪১৬
ভবিষ্যচ্ছায়া	...	...	৪২১
শোকহারী	...	...	৪২৫
আচার নিয়োগ	...	...	৪২৯
চিত্তশোধন	...	...	৪৩৫
প্রতিনিধি প্রেরণ	...	...	৪৪২
পিতৃবিয়োগে	...	...	৪৪৯
পুনরাহ্বান	...	...	৪৫১
বলির গুণাগুণ	...	...	৪৫৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 7/315 ... Ashram BANARAS

বিষয়			পৃষ্ঠা
বলির দোষ	...	...	৪৫৭
ব্রহ্মে মিলন	...	...	৪৬৩
শক্তিসঞ্চার	...	...	৪৭১
বরদান	...	...	৪৭৬
উপাধি লাভ	...	...	৪৮০
চিত্রদর্শন	...	...	৪৮৪
মহাপ্রস্থান ও সমাধি	...	...	৪৮৯
গান	...	...	৪৯৪

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫৩	১৪	শেলসহ	শেলসম
২৫৩	২১	দুঃখ	দুখ
২৫৬	২১	দুঃখ	দুখ
২৬১	১২	কর্ণকোত্তম্ কান্তিকান্তম্	কনকোত্তম কান্তিকান্তম্
২৬১	১৩	প্রহাতমাপ্তরুষা	প্রহৃতমাপ্তরুষা
২৬৪	১৮	শুনিত্তে	শুনিতে
২৭২	৪	বড়পাল	বড়শাল
২৭৯		কমার	কুমার
২৮৩	৯	সস্ত্রম্	শস্ত্রম্
২৮৭	১২	কিমির	কিমিব
২৯০	৯	কি তে	কিং তে
২৯০	৯	নরৈকসৌখ্য	অনৈকসৌখ্য
২৯১	৩	নকৈকসৌখ্য	অনৈকসৌখ্য
৩৩৭	১৯	লিখিত	নিখিল
৩৪০	২১	সর্গরিষ্টি	সর্ব্বরিষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪২	১২	বৈজ্ঞব তন্ত্রাদিতে	বৈষ্ণব তন্ত্রাদিতে
৩৫৯	১৩	জশ	জপ
৩৬৭	১৩	মাকে	যাকে
৩৬৯	৬	লালচুড়ি	লালচুসি
৩৭১	৮	পাবকং তেজসা	পাবকতেজসা
৩৭৯	২১	শূণ্য	শূন্য
৩৮২	৪	মহতোদৃপভাষতে	মহতোইপভাষতে
৩৮২	১২	স্ফুরিতোওরাধয়ঃ	স্ফুরিতোষ্ঠাধরঃ
৩৮৩	৫	মূর্খ্য	মূর্খ
৩৮৩	২২	প্রাণাত্যয়ে	প্রাণভয়ে
৪০০	১৮—২১	ওণৈকভূমিঃ	গুণৈকভূমিঃ
		বিমিন্থাঃ	বিবিন্থা
		মন্তাপহন্তা	সন্তাপহন্তা
৪০১	১১	সবকণত্ব	সবসনত্ব
৪০১	২০	সবল	সরস
৪০৮	১	সঙ্গমি	সংযমী
৪১৮	৪—৭	সংস্পৃষ্টবুৎকণ্ঠয়া	সংস্পৃষ্টনুৎকণ্ঠয়া
		স্নেহাদরণ্যোকসঃ	স্নেহাদরণ্যোকসীঃ
		মীড্যন্তে	পীড্যন্তে
৪২১	৬	মা	মাঠ
৪২৫	৮	সঙ্গএল	সঙ্গ অনল
৪২৫	১৮	ফিরইবার	ফিরাইবার
৪২৮	৪	স্নপিত	স্নাপিত
৪৩৩	৭	মনোপূর্ব্বাঙ্গযো ধর্ম্মঃ	মনৌ পূর্ব্বাঙ্গমো ধর্ম্ম
৪৩৩	১৮	দর্পিত	দর্শিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 91315
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীবামলীলা

অন্ত্যলহরী

১। মাতৃবিরহ।

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
অন্তরে কৃপা রূপং চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
বাহিরে নিষ্ঠুরতা চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

দুর্দ্দান্তশত্রু মহিষাসুরবধে আনন্দিত দেবগণ মার স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—"মা! তোমার এই পরাক্রমের তুলনা নাই। এরূপ ভয়ঙ্কর রূপই বা কোথায়? আবার তোমার কৃপার ধারাও বিচিত্র। তোমার অন্তরে কৃপা, বাহিরে সমর-নিষ্ঠুরতা। ত্রিভুবনে এরূপ তোমাছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। জগতের শান্তির জন্য তুমি অসুরগণকে সবংশে নাশ করিতে উদ্যতা। আবার ভীমসাজে অসিকরে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা। তোমার অস্ত্রপ্রহারে লক্ষ লক্ষ মুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে। তাদের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত। এ অপেক্ষা আর নিষ্ঠুরতা কি হইবে মা! কিন্তু অন্তরে তাদের জন্য তোমার করুণা অপার। হায়! অবোধ সন্তানগণের উদ্ধার কিরূপে হইবে ভাবিয়া আকুল। তাই তুমি তাহাদিগকে স্বহস্তে নিধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া উদ্ধার করিতেছ।" সত্যসত্যই জীবের আসুরিকভাবে —মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, কাম, ক্রোধাদি—করুণাময়ী মা ভিন্ন কে নাশ করিবে? সেইভাব নষ্ট না হইলেই বা জীবের কিরূপে উদ্ধার হয়? তাই জীবের জীবভাব নাশে মার এত কঠোরতা। অসুরসমরের এই তত্ত্ব। মার চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা জীব একটু অনুধাবন করিলেই প্রতিপদে দেখিতে পাইবে। এই অধম মাতৃবিরহে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 'বাম' যে দীনদয়াল পতিতপাবন অধমতারণ তাহা অধম মাতৃশোকেই জানিতে পারে। মাতৃশোকই তারপক্ষে তারণদ্বার।

সন ১৩১১ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রে আমার স্নেহময়ী জননী ইন্দ্রবালা দেবী জনাইগ্রামে স্বামীপুত্রাদি সাক্ষাতে সাতদিনের জ্বরবিকারে হিন্দুরমণীর স্পৃহনীয় মরণ প্রাপ্ত হন। উষার আলোকে তাঁহার শবদেহ শ্মশানে আনা হয়। মা আমার উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী পরমাসুন্দরী।

মাতৃবিরহ

শ্মশানে যখন তাঁকে বসাইয়া স্নান করাই, শ্মশান যেন তাঁর রূপে আলোকিত হইল। শ্মশানের অদ্ভুত মহিমা। তথায় শোক থাকে না। পল্লীগ্রামের নিয়ম তারা দেখিয়া গৃহপ্রবেশ। তাই দাহের পর দ্বিপ্রহরে বাগানবাটীতে আসিলাম। হৃদয় শোকাকুল। ধৈর্য্য রহিল না। যুবা হইয়াও বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। বোধ হইল সোণার প্রতিমা চিরকালের জন্য নিরঞ্জন করিয়া আসিয়াছি। আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRE-VIEWED

LIBRARY No.

পূর্ব্বে একটী ভগ্নী জন্মেন বটে, কিন্তু এই সংসারে আগমনির্গম সমসাময়িক। আমিই মাতার বাৎসল্যরসের একমাত্র পাত্র। আমাকে লইয়া তাঁর সংসার। আমার স্নানের সময় মাথার কেশ ছিঁড়িলে তাঁর ক্লেশ হইত। আমি মাটিতে চলিয়া গেলে তাঁর হৃদয়ে ব্যথা লাগিত। বাল্যকালে রোগে আমাকে তিনি আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়া বাঁচাইয়াছিলেন। আমি কর্ম্মোপলক্ষে বাটীর বাহিরে কয়েক ঘণ্টার জন্য যাইলেও তিনি সহিতে পারিতেন না। যাত্রাকালে প্রতিদিন আমার মস্তকে রক্ষামন্ত্রজপ করিতে করিতে তিনি পাগলিনীর ন্যায় সদর পর্য্যন্ত আমার সহিত আসিতেন এবং পরে অনেকক্ষণ নিরাপদে প্রত্যা-গমন কামনায় জপ করিতেন। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে না আসিলে তিনি অধীরা হইতেন। যশোমতী বৈষ্ণবগণের আদর্শ পুত্রবৎসলা। আমার জননী যশোমতীর প্রত্যক্ষ মুর্ত্তি। এরূপ মাতার চিরবিদায় যে শেলসহ লাগিবে বলা বাহুল্য। আমার শোকের গুরুত্বের আরও এক কারণ এই যে যেমন আমি মাতার স্নেহের একমাত্র অধিকারী সেইরূপ শোকেরও একমাত্র অধিকারী হইলাম। ঐ শোকের অংশ পাইবার কেহ ছিল না। কবি চূড়ামণি ঠিক বলিয়াছেন।

সিণিদ্ধজন সংবিহত্তং হি তুক্খং সদ্ম বেঅনং হোই

শোক [স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি] যখন আপনার লোক দুঃখ বাঁটিয়া লন তখনই দুঃখ সহনীয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃদেব আমার জন্য চিন্তিত তিনি নিজের শোক আমার মুখপানে চাহিয়া চাপিয়া রাখিয়াছেন। নূতন বস্ত্রাদি ও দুগ্ধ বাগানে পাঠাইয়াছেন। আমি তখন তক্তাপোষে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছি। কে বস্ত্রপরে কেইবা দুধ খায়। আমার একজন পিতৃষ্বসা সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। উঠিলাম, স্নানে গেলাম। 'কাচা' লইয়া আবার বাগানে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সেই রোদনের মধ্যে হঠাৎ কে যেন কাণে কাণে বলিল—"১০৮ রূপ চণ্ডী পড়্ তোর্ মাকে ফেরৎ পাবি।" বলা বাহুল্য এ কোন শরীরীর বাণী নহে। সেই বিশ্বমা যাঁর "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা" তাঁরই এ আশ্বাসবাণী।

আশ্বাসবাণী

এই কথায় মনে আশা জন্মিল। আশার সঙ্গে সঙ্গে শোক একটু কমিল। সঙ্কল্প করিলাম—"আগামীকল্য হইতে অর্গলাদি সপ্তশতী ১০৮ দিনে ১০৮ রূপ পড়িব।" তারপরদিন হইতে সমস্ত চণ্ডী একরূপ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

সঙ্কল্প

মাতাঠাকুরাণীর উপগুরু নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমায় বলিলেন—"বাবু, আপনার অশৌচান্ত হয় নাই, এখন কাম্য চণ্ডীপাঠের বিধান নাই। সঙ্কল্প না করিয়া চণ্ডীপাঠে ফল নাই।" আমি তাঁকে সদাচারাদির জন্য শ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু এ কথায় আমি চণ্ডীপাঠ হইতে বিরত হইলাম না। শ্রাদ্ধাদি একরূপ অবস্থানুযায়ী হইল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

পদধূলি পড়িল। কলিকাতায় পিতৃদেব প্রভৃতির সহিত ফিরিয়া আসিলাম। তখন আমি চুঁচুড়া আদালতে ওকালতি করি। কলিকাতা হইতে নিত্য তথায় যাতায়াত করি। দুঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ চণ্ডী নিত্যপাঠান্তে আহারাদি করিয়া হাওড়ায় ৯টায় রেলগাড়ী ধরিতে হয়। বাঁধা পাল্‌কীতে হাওড়া যাই ও সন্ধ্যাবেলায় হাওড়া হইতে বাসায় ফিরি। পথে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহি না। কেবল ভগবানকে ডাকি আমার মাকে বাঁচাইয়া দাও। মাকে দুইতিন রাত্রে স্বপ্নেও দেখিতে পাই। প্রথমদিন স্বপ্নে দেখিয়া তাঁর চরণ ধরিতে যাই। তিনি সরিয়া যান আমি অনুগমন করি। তিনি পুনরায় আসিব বলিয়া আকাশে মিশিয়া যান।

চণ্ডীপাঠ

আমার তাৎকালিকভাব অবর্ণনীয়। হৃদয়াকাশ চতুর্দ্দিকে শোকঘনে ঘেরা। কিন্তু সেই কাদম্বিনীর মাঝে আশা সৌদামিনী খেলিতেছে যে ১০৮ রূপ চণ্ডী পড়িলে মাকে পাইব।

প্রাণের কি জ্বালা কি জানাইব। পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা প্রফুল্ল ছিলাম। হাসির ফোয়ারা অন্তর হইতে অবিরাম উছলিয়া উঠিত। কলিকাতার ভীষণ মড়কেও বলিতাম—"বছর বছর যাহারা মরে তাহারাই মরিবে।" গাহিতে না জানিলেও পথে ঘাটে মাঠে আহারে বিহারে মুখে গুণ্ গুণ্ লাগিয়া থাকিত।

প্রাণের জ্বালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজাইতে না জানিলেও টেবিল, বেঞ্চি চাপড়াইয়া তেরেকেটেতাক্ সাধিতাম। রেলগাড়ীতে চুঁচুড়া আদালত যাইবার ও তথা হইতে আসিবার সময় আমাদের কুক্কুট রাগিনী ও তক্কাচাপ-ড়ানীর চোটে অপর যাত্রীগণ অস্থির হইতেন। কেহ কেহ ছেব্‌লা বলিতেন। এক চাবুকের ঘায়ে এক মাতৃশোকে সব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুখে হাসির পরিবর্ত্তে বিষাদ কালিমা, রাগভাঁজার স্থলে বিলাপের বিনুনি, বাচালতার পরিবর্ত্তে মুকতা, বাজনা সাধার পরিবর্ত্তে করাঙ্গুলিতে জপ।

উকিলখানায় নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কথা কহি না। আদালতে হাকিমদের সহিত যতটুকু কাজের জন্য আবশ্যক বলি। উকিলখানায় চুপ করিয়া থাকি। মনে মনে কখনও মাকে ভাবি। কখন আবেগ আসিলে—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যেত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ ইত্যাদি—

স্তুতি গদগদ কণ্ঠে দেশকালাপত্রাদির বিচার না করিয়াই পড়ি। আমার ভাব দেখিয়া কেহ কেহ বা সহানুভূতি, কেহ কেহ বা তামাসা করেন। হুগলীর উকিল শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় যত্ন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের শ্রীগুরুর বিষয় অলৌকিক উপাখ্যান শুনাইয়া অন্তর্জগতের কথায় আমায় সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পান। একদিন উকিল শ্রীললিতমোহন মিত্র (বড় ললিতবাবু) আমার ভাব দেখিয়া বলেন—"Heavenly manna is to

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

FRESERVED

be showered on you soon." শীঘ্রই স্বর্গের শান্তিসুধা তোমার উপর বর্ষিত হইবে। তিনি এক্ষণে হাইকোর্টের উকিল। আমাকে ভালবাসেন। তাঁর একথা মনে নাই। আমার প্রাণে প্রাণে সেকথা গাঁথা আছে। শ্রীরাম ভাবিঘটনার ছায়া তাঁর মুখ দিয়া বাহির করেন।

বাটীতে উদ্দামভাবে চণ্ডী পড়ি। প্রাতে নিত্য একরূপ, কোন কোন দিন আবার কাছারি হইতে আসিয়া রাত্রে একরূপ সমগ্র সপ্তশতী অর্গলাদিসহ পাঠ করি। মনে মনে বিশ্বাস ১০৮ রূপ চণ্ডী পড়িলেই মাকে পাইব।

ভাবোন্মাদ

যতশীঘ্র ১০৮ রূপ পাঠ শেষ হয় বলিয়া ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শোক চাপিয়া রাখিতে না পারায়, বালকের ন্যায়—'মা মা কোথায় গেলি' বলিয়া কাঁদিয়া শোকভার লঘু করি। পিতৃদেব স্বনামধন্য মহাভারত ও চরকাদির ইংরাজী অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার জন্য বড়ই চিন্তিত। আমার উদ্দাম চণ্ডীপাঠে তাঁর আশঙ্কা যে আমার ভাবোন্মাদ ব্যাধি আসিতে পারে। এই ব্যাধির চিকিৎসা আবশ্যক এরূপও দুএকদিন বলিয়াছেন। পত্নীশোকে তাঁর হৃদয়ও জর্জ্জর। কিন্তু আমার জন্য তিনি শোক প্রকাশ করিতে পারেন না। কোন কোন দিন তাঁর প্রাণের ব্যথা ফুটিয়া উঠিলে তিনি ঘনরামের ভাষায় বলিতেন—"পত্নীশোক যেন কাঁচা বাঁশে ঘুণ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। মাতৃদর্শন।

উদ্যোতয়ন্মুদ্রিতনেত্রয়োর্মম
স্নেহৈকমূর্ত্তিং জননীং দিবং গতাম্।
ত্বং বাম মাং বিস্ময় শোকজর্জ্জরং
মৃত্যুঞ্জয়ে ধামনি গূঢ়মানসঃ॥

হে বাম! তুমি আমার মুদ্রিতনয়নে (সেই) স্নেহময়ী স্বর্গগতা জননীকে (অদ্ভুতভাবে) উদ্ভাসিত করিয়া শোকে ও বিস্ময়ে অভিভূত আমাকে আমার অজ্ঞাতসারে তোমার সেই ধাম যথায় জন্ম মৃত্যু জরাদি নাই তথায় আনয়ন করিয়াছ।

সংস্কৃত সাহিত্যাদি কিঞ্চিৎ শুকবৎ পড়িয়াছিলাম বটে কিন্তু "বিদ্যাদদাতি বিনয়ম্" আমার অদৃষ্টে বিদ্যার সে ফল ফলে নাই। কুফলই ফলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাঙ্কণে আমি একটা 'কেওকেটা' নয় জ্ঞান হইয়াছে। আবার দুপাতা সাঙ্খ্য, বেদান্ত, ন্যায় উল্টাইয়া আমি একজন পণ্ডিত বোধ আসিয়াছে। হৃদয় দম্ভে পূর্ণ। অদ্বৈতবাদীর নিকট অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, দ্বৈতবাদীর নিকট অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করি। কোন বাদেই বিশ্বাস নাই। পরলোকাদিতে আস্থা নাই। ইহলোককেই সর্ব্বস্ব জানি। আত্মবিচার কাকদন্ত পরীক্ষা বলিয়া ধারণা।

বিদ্যার কুফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। তবে তাঁদের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে বিস্মিত। তাঁদের ত্যাগ ও তপস্যাদি মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক মনে হয়। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেং', 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' ইত্যাদি লোকায়তিকমতই মত। ভোগই জগতের সার এই বুঝি। তখন নবযৌবন। পরীক্ষাদি উত্তীর্ণ হইয়াছি। বাপের ভাতে আছি। সংসারের ভাবনা নাই। পিতামাতার কোলে যত্নে লালিত।

'জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ॥'

ইহার উপর আবার ওকালতিতে কিছু কিছু পাইতেছি। পিতামাতা সে টাকা চান না। পুস্তকাদি কেনা ও নিজের

বিপথে

ভোগ বিলাসে সে টাকা ব্যয় করি। মনুষ্য অবস্থার দাস। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা। ক্রমে সন ১৩০৭ সাল হইতে কুভোগে মন গেল।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

"শাস্ত্রৈকদেশাঃ শুকবদ্‌গৃহীতা উপাধিলাভায় ময়া কথঞ্চিৎ।
রাম ! স্মৃতঃ তেন পাদারবিন্দং আশা মমৈকা করুণাময়স্ত্বম্‌॥
কালুক্যমূর্ত্তেঃ স্মরকিঙ্করস্য শাস্ত্রে শ্রমঃ শূন্যজলাঙ্কনং মে।
রাম ! স্মৃতং তেন পাদারবিন্দং আশা মমৈকা করুণাময়স্ত্বম্‌॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তশাস্ত্রের একদেশমাত্র উপাধিলাভের জন্য শুকের ন্যায় অবোধপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছি। হে রাম! তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করি নাই। (নাথ! আমার গতি কি হইবে) তবে আমার এই ভরসা যে তুমি করুণাময়।

আমি মূর্ত্তিমান্ পাপ, কামের কিঙ্কর, আমার শাস্ত্রপরিশ্রম, শূন্যে জলাস্ফণের ন্যায় বৃথা, হে রাম! তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করি নাই। তবে আমার এই এক ভরসা যে তুমি করুণাময়!

জীবনের এই মহা সন্ধিস্থলে আমি দণ্ডায়মান। আমাকে ফিরাইবার জন্যই মাতৃশোক দিলেন। তাই বলি ভাই—তাঁর 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা'। শোকে মনের

শোকের সুফল

গতি অন্যদিকে গিয়াছে। চাপ্ না পড়িলে কেউ বাপ্ বলে না। পঠদ্দশায় পরীক্ষার ভাবনায় মানের কান্নায় 'কোথা হরি দয়াময় লজ্জানিবারণ', বলিয়া প্রতিরাত্রেই শয়নের পূর্ব্বে শয্যায় কাঁদিতাম। উদ্দাম যৌবনেও বিপদে পড়িলে 'কোথা বিপদভঞ্জন হরি'! তরাও আমায়' বলিতাম। এক্ষণে মাতৃশোকে সেই ভয়ঙ্কর বিপদে শয্যায় ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শুনিয়াছি 'মহাপুরুষ আছে'। আমার বিশ্বাস নাই বটে; কিন্তু আমি তাপিত জীব, তোমরা তাপহারী। আমাকে কি দয়া করিবে না? আমার তাপিত প্রাণে কি শান্তিবারি ঢালিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

কি আশ্চর্য্য এইরূপ দিন কয়েকমাত্র কাঁদিবার পর মহাপুরুষ শ্রীরাম হাত বাড়াইয়া দিলেন। ৩০।৩২ রূপ মাত্র চণ্ডী পড়া হইয়াছে। শক্রাদি স্তুতি কলিকাতার বাসা-বাটীতে প্রাতে পড়িতেছি। একটু ভাবোদয় হইয়াছে। চক্ষুমুদ্রিত, ভক্তিরসে হৃদয় ঈষৎ আপ্লুত। হঠাৎ সম্মুখে রক্তমণ্ডলের মধ্যে স্নেহময়ী জননীর মূর্ত্তি আবির্ভূত। সেই আকৃতি সেই অবয়ব, সেই মাথায় ঘোমটা টানা আমারদিকে স্নিগ্ধকরুণদৃষ্টিতে হাসিতেছেন। আমি চমকাইয়া উঠিলাম। নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত। গদগদস্বরে ঐ জননীকে উদ্দেশ করিয়া স্তুতি পড়িতে লাগিলাম :—

রামের দয়া

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কর্ণকোত্তম কান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহাতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥

জ্ঞাননয়নে মাতৃমূর্ত্তি

চণ্ডী শেষ হইল। হৃদয়ে বিস্ময়ানন্দ জর্জর কি এক—ভাব। কাহাকেও এ ঘটনার কথা বলিলাম না।

আমার জীবন নাটকের এই অঙ্ক রাম পরে এইপ্রকার অঙ্কিত করাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীতা দিবা স্নেহময়ী চ মাতা
প্রজ্বালিতো মে হৃদি শোকবহ্নিঃ।
রাম! ত্বয়ৈবামৃতবর্ষণার্থং-
পাপে ময়ীদৃক্ করুণা কুতস্তে ॥ ১ ॥

জীবনের এই অঙ্ক

শতাষ্টবারং পঠতাত্ত চণ্ডী
মুজ্জীবিতাম্বা তব ভাবিনীতি।
বিশ্রাবিতা মে ভবতা হি বাণী
পাপে ময়ীদৃক্ করুণা কুতস্তে ॥ ২ ॥

শোকার্ত্তকামী করুণং রুরোদ
কঃ কুত্রতো দর্শয় মাতরং মে।
ত্বঞ্চার্ত্তনাদ মশৃণো দয়ালঃ
পাপে ময়ীদৃক্ করুণা কুতস্তে ॥ ৩ ॥

উদ্দাম চণ্ডীমপাঠয়শ্চ মাসং
ত্বং দর্শয়ামাসিথ রক্তবৃন্তে।
মাগিন্দ্রবালাং জননীং সহাসাং
পাপে ময়ীদৃক্ করুণা কুতস্তে ॥ ৪ ॥

তুমিই রাম। অমৃতবর্ষণের জন্য স্নেহময়ী মাতাকে স্বর্গে লইয়া আমার হৃদয়ে শোকানল জ্বালিয়াছ। কেন এ ঘোর পাতকীর উপর তোমার এত করুণা।

একশত আটবার চণ্ডী পড়িলে আমার মাকে পুনরায় পাইব এই আশ্বাসবাণী তুমিই আমায় শুনাইয়াছিলে। কেন এ ঘোর পাতকীর প্রতি তোমার এত করুণা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. .... ৭|৩১৭ BANARAS

শোকাকুল কামনার দাস আমি কাতরভাবে কাঁদিলাম—কে কোথায় আছ আমার মাকে দেখাও? তৎক্ষণাৎ তুমি দয়াল সেই আর্ত্তনাদ শুনিলে। (চিত্তশুদ্ধির জন্য) আমাকে একমাস উদ্দামভাবে চণ্ডী পড়াইলে। আর রক্তমণ্ডলের মধ্যে আমার সেই স্মিতাননা জননী ইন্দ্রবালা দেবীকে দেখাইলে। কেন এ ঘোর পাতকীর প্রতি তোমার এত করুণা।

৩। আকর্ষণ।

বামেতি নাম্নি প্রথমং শ্রুতেঽপি মে॥
রতিশ্চ বামে সহসা সমীরিতা-
শ্রীরাধিকায়া ব্রজসুন্দরে যথা॥

বাম এই নাম শ্রবণমাত্র আমার মানসনয়নে বামের মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল এবং সহসা ব্রজসুন্দরে শ্রীরাধিকার ন্যায় সেই বামে আমার রতি প্রবুদ্ধ হইল।

মাতৃমূর্ত্তি দর্শনের দুই একদিন পরেই বোধ হয় ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার চুঁচুড়া আদালতে শুনিলাম তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপা নামে এক মহাপুরুষ আছেন। তাঁর শ্মশানে বাস, শবশিবাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহচর, শবমাংসভক্ষ্য, সহজে ধরা দেন না। লোককে চিমটা লইয়া মারিতেও যান। কার মুখে শুনিলাম মনে নাই। কিন্তু শুনিবামাত্র ক্ষ্যাপাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ছুটিল। বৈষ্ণব কবিগণ যে গাইয়া থাকেন—শ্যাম নাম রাধার হিয়ার পাঁজর কাটিয়া বসিয়া যায়—সেই নাম শ্রবনেই রাই পাগলিনী হইয়া কৃষ্ণদর্শনে ব্যাকুলা হন। বামের কৃপায় এই পাষণ্ড কামদাসও সেই বিশুদ্ধ শ্রীরাধাভাবের আভাস পাইয়াছে। শ্রীবাম তাঁর মনের ভাব নিম্নলিখিত গীতে পত্রে বিবৃত করাইয়াছেন।

"কে তুমি হে পুরুষ রতন!
শুনি তাঁর নাম শিহরিল প্রাণ মন হ'ল উচাটন।
শুনি তুমি বামা ক্ষ্যাপা ভয়ঙ্কর
শৃগাল কুক্কুর লয়ে সহচর
পূর্ব্বরাগ শ্মশানে বেড়াও শবমাংস খাও
ধরা নাহি দাও সহজে কখন।
তবে কেন নাম শুনি হল এত আকর্ষণ।
না জানি কি গুণ আছে ঐ নামে
শুনিতে শুনিতে বৈঠল মরমে
টুটিয়ে আমার সরমভরমে
জাগাল আকুল পিয়াসা পরাণে
হেরিতে তোমার ওরূপ কেমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায় মহাজনে শ্যামনাম শুনে
পাগলিনী রাই পাসরে আপন
তোমার কৃপায় আভাস যে পায়
সে ভাবেরও কিছু এ পামর জন।

প্রাণের ব্যাকুলতা চাপিতে না পারিয়া আমার পরম হিতৈষী শ্রীফণিভূষণ রায় চৌধুরীকে বলিলাম—কল্যই তারা-পীঠে যাইব। তারাপীঠ পথের পরিচয় পাইলাম। রামপুর হাট দিয়া যাইতে হয়। রামপুরহাটে একরাত্রি থাকিতে পারি এমন লোক একজন তাঁর পরিচিত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। ফণিবাবুর বহুলোকের সহিত আলাপ। যে জেলার বা যে গ্রামের কথা উঠুক তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর একজন না একজন কুটুম্ব বা পরিচিত আছেন বলিয়া থাকেন।

যাত্রাসঙ্কল্প

এস্থলেও তাই ঘটিল। ফণিবাবু ভাবিয়া বলিলেন—"হাঁ বাবু! হুগলীতে মোক্তারী করিতেন, নগেন্দ্র মুখুয্যে বাবু এখনও রামপুরহাটে মোক্তারি করেন।" আমি নগেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিতে বলিলাম। ফণিবাবু আমায় বড় ভালবাসেন। তিনি বলিলেন, তিনিও আমার সঙ্গে তারাপীঠে যাইবেন। নগেন্দ্রবাবুকে আমাদের আতিথ্য নিমন্ত্রণ দিলেন। বৃহস্পতিবার যাইব স্থির হইল।

আমার মহাপুরুষ দর্শন লালসা যে নিষ্কাম তাহা কেহ মনে করিবেন না। জন্ম জন্ম কামের দাস কি সহজে নিষ্কাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে। নাম শুনিবামাত্র মনে হইল এই মহাপুরুষ আমার মাকে বাঁচাইয়া দিতে পারিবেন। তাই তাঁকে দেখিতে যাইতে এত ব্যাকুলতা।

উদ্দেশ্য

ফণিবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া চুঁচুড়ার উকিলখানায় ছোটঘরে আসিয়া বসিয়াছি। চোখ বুজিতে না বুজিতে রক্তমণ্ডলের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষমুর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিখানি বসা কোমর পর্য্যন্ত, লাল গেরুয়ার জামা গায়। মুখখানি প্রসন্ন। কতকটা তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় কিন্তু অত স্থূল নহে। মূর্ত্তি অল্পক্ষণ থাকিয়া গলিয়া গেল। কে চিনিতে পারিলাম না।

অলৌকিক দর্শন

কিরূপে চিনিব? ঐ মহাপুরুষকে পূর্ব্বে দেখি নাই। বিস্মিত হইলাম। কিন্তু মনে উদয় হইল না, যে মহাপুরুষের নাম এই শুনিলাম ও যিনি টানিলেন ইহা তাঁর মূর্ত্তি হইতে পারে। আমার মন অত্যন্ত স্থূল হইলেও দয়াময় দয়া করিয়া ঐ পটে নিজগুণে নিজচিত্র ফেলিলেন কিন্তু আমি স্থূলবুদ্ধি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিস্ময়পূর্ণহৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে আদালত হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছি। রেলগাড়ী চাতরা পার হয় হয় এমন সময় আবার আমার মুদ্রিত নয়নের সম্মুখে রক্তবর্ণমণ্ডলের মধ্যে সেই বসা পুরুষমূর্ত্তি। আমি চমৎকৃত হইলাম।

আবার সে মূর্ত্তি

কিন্তু তখনও মর্ম্ম বুঝিলাম না। তখন আমি জানিতাম না যে মহাত্মা অল্‌কট্‌কে ভারতে টানিয়া আনিবার জন্য তাঁর হৃদয়হারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

কুথ্‌মীবাবাও ঐরূপ নিজ ছবি বার বার দেখাইয়াছিলেন। তাই আমার সংশয়ও হইল না যে আমার হৃদয়াপহারক আমাকে তাঁরই ছবি দেখাইয়া তাঁরই নিকট টানিয়া লইতেছেন। বাম এমনি করুণাময় যে আমি বুঝিতে না পারিলেও বুঝার ফল ফলাইলেন। তাঁর প্রতি অনুরাগ জন্মিল। তারাপীঠ গমনের সঙ্কল্প অটল। কলিকাতার বাসায় আসিয়া পিতৃদেবের নিকট তারাপীঠ যাইবার বাসনা জানাইলাম। তাঁহার মাতামহীর সপত্নী সত্যভামা দেবী প্রতিবাদ করিলেন। তিনি আমাদের প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁর কাছেই ঘর করিতে আসেন ও তাঁর কোলেই ইহধাম ছাড়িয়া যান। তিনিই আমাদের সংসারের কর্ত্রী। বিশেষতঃ মার পর সংসারের সমস্ত ভার তাঁর উপর পড়ে। তিনি স্নেহের বশেই আমার গমনের বাধা দিতে চেষ্টা করেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন—"কিশোরি! হরিচরণ মার শোকে পাগলের মত হয়েছে। শুনেছি বামাক্ষ্যাপা পাগল, শ্মশানে থাকে তার কাছে গেলে হরিচরণ আর সংসারে ফিরবে না।" দয়াময়ি! তুমি স্নেহের চক্ষে হরিচরণের হৃদয়কে নির্ম্মল বৈরাগ্যের ক্ষেত্র দেখিতেছিলে। তার ন্যায় নরাধম আর কে আছে? সে যে সংসারকীট কামজালে জড়িত। ঘোর বিলাসী। তার হৃদয়ে কি যথার্থ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। এ যে শ্মশান বৈরাগ্য! তুমি বৃথা ভয় পাইতেছ, সে সংসার শৃঙ্খল

যাত্রাপ্রস্তাব

প্রতিবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাটিবে। সে যে সংসারপীড়নে কাঁদিতেছিল ভগবৎপ্রেমে নয়। তখন তার সংসার অসার বোধ হয় নাই। এখনও সে সংসার বন্ধনে বদ্ধ। তবে তার বিশ্বাস যে রাম তাকে জগাই মাধাই অপেক্ষা লক্ষগুণে অধম জানিয়া শ্রীচরণ দিবার জন্য টানিয়াছিলেন; যে রাম ঘোরতম নারকীর উদ্ধারলীলা দেখাইবার জন্য ঐ লীলা সূত্রপাত করেন সেই রাম একদিন না একদিন তাকে মুক্ত বিহঙ্গম করিবেন। মহাকাশের মধ্য দিয়া ব্যোমাতীত ত্রিগুণাতীত তমঃপারে তুরীয় ধামে কোলে করিয়া রাখিবেন। রামের কি কৃপা! এই পাতকীকে শ্রীচরণ দর্শনে ফিরাইবেন

অনুমতি

সুতরাং পিতৃদেব এইরূপ প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমায় বিনা দ্বিরুক্তিতে যাইতে অনুমতি দিলেন। বলিলেন—"দিদি! হরিচরণের মন খারাপ হয়েছে। তা মহাপুরুষ দেখতে যাক্‌না, দোষ কি?" আমাকে বলিলেন—"বাবা! কবে ফির্‌বি?" আমি বলিলাম—"তিন চার দিন মধ্যেই।" পিতামাতা পরমগুরু তাঁদের অনুমতি বিনা মহাপুরুষগণ দীক্ষা দিতে চান না। শাস্ত্রেও ইহা নিষিদ্ধ। তাই আমার দয়াল ঠাকুর সহজেই পিতৃদেবের অনুমতি দেওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমার কি অবোধ মন। তখনও ভাবি নাই যে শ্রীগুরু আমাকে পাতকী জানিয়া কোল দিবার জন্য টানিতেছেন। আমার মনে আহ্লাদ হইল যে মহাপুরুষের নিকট যাইলে জননীকে প্রত্যুজ্জীবিতা পাইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

গীত।

কে তুমি হে হৃদয়রতন।
শুনাইয়া নাম চকিতে হরিলে প্রাণমন।
কোথা তুমি বাম কোথা হে শ্মশান
ভাবি নাই যাহা স্বপনে কখন।
টানিতেছে ডুরি থাকিতে কি পারি
প্রাণের ভিতরে করিছে কেমন।
পাছে নাহি যাই দেখা দিলে তাই
কে আছে দয়াল তোমার মতন?
(তাই) তোমারে ভেটিতে পাইয়ে ত্বরিতে
পিতৃ অনুমতি ছুটিল চরণ।

৪। যাত্রা।

৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া আদালতে আমার একটী মোকর্দ্দমা থাকে। ২০৲—৩০৲ টাকা পাইলাম। বাটী হইতেও কিছু টাকা লইয়া যাত্রার উপযোগী সাজসজ্জাসহ প্রাতে চণ্ডীপাঠাদি করিয়া ৯টার গাড়ীতে আদালত চলিলাম। মোক-র্দ্দমা উঠিল। ২টার মধ্যে শুনানি হইল। ফণিবাবুর বাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইলাম। তিনিও সাজসজ্জা এবং কিছু টাকা লইলেন। বাবার জন্য কিছু ফল ও ১ বোতল বিলাতি কারণ (whisky) লওয়া হইল। বেণ্ডেল ষ্টেশনে বৈকাল ৪ টায় লুপমেলে উভয়ে শ্রীধাম যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে তত ভিড় নাই। আমি (Bunkএ) উপরে শুইয়া চণ্ডী পড়িতে লাগিলাম। গাড়ী হুহু করিয়া ছুটিতেছে। বর্দ্ধমানে সীতাভোগ প্রভৃতি মিষ্টান্ন লওয়া গেল।

রামপুরহাটে

রাত্রি ৮টার সময় রামপুরহাট পৌঁছিয়া নগেন্দ্র বাবুর বাটী অতিথি হইলাম। তাঁর বাসা ষ্টেশনের সন্নিকটে। তিনি পত্র পাইয়াছিলেন। আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আসিলে তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলিয়া প্রতিবেশীর বাটীতে গিয়াছেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। অতিথি সৎকার যত্নের সহিত সম্পাদিত হইল। তিনি বলিলেন, দারুণ বর্ষা, এ সময় গরুর গাড়ী তারাপীঠে যায় না। পথ বিষম দুর্গম। এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে। আমার হাঁটা অভ্যাস নাই। শরীরেও বাল্যকাল হইতে তাদৃশ বল নাই। রামপুরহাট হইতে তারাপীঠ প্রায় ৪ ক্রোশ দূর। তার উপর দুরন্ত বর্ষা। পথও চেনা নাই, দেশও অজানা। কিন্তু এ সব বিভীষিকায় মন টলিল না। স্থির হইল প্রাতে একাকী মুটে লইয়া যাওয়া হইবে। রাত্রেই মোক্তারবাবু মুটে ডাকাইয়া দিলেন। বাম ও তারাপীঠ সম্বন্ধে তাঁর সহিত কথাবার্ত্তা হইল। তাঁর পাণ্ডা নুট বিহারী। তাহাকেই আমাদের পাণ্ডা করিতে বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রিশেষে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া (৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার) একবার চণ্ডী আদ্যোপান্ত পড়িলাম। ফণিবাবু আবশ্যক দ্রব্যাদি একটী ব্যাগে ভরিয়া লইলেন। বিনামা প্রভৃতি মোক্তার বাবুর বাটীতেই রহিল। আমার পরিধানে ছোট একখানি সাদা ধুতি। মাথায় একখানি লাল ডুরে নূতন গামছা। বগলে একখানি ছাপান ও একখানি হাতেলেখা চণ্ডী লাল চেলির টুকরায় জড়ান। ফণিবাবু বাবু সাজেই চলিলেন। কেবল শুধু পা, চাদর কোমরে জামার উপর জড়ান এবং মাথায় ছাতি। রামপুরহাট পার হইতে না হইতেই কাদা আরম্ভ হইল। এখানে পা দেই ত ওখানে হড়কিয়া

পথে যাই। উধাও প্রাণে ছুটিয়াছি। জ্ঞান নাই। কি এক বল আসিয়াছে। ফণিবাবু ও মুটে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার অবিরল ধারা। মাথায় উপরে দিয়া ৩।৪ পসলা জল হইয়া গেল। কাপড় ভিজিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল গড়াইতেছে। হৃদয়ে মাতৃ-শোকানল এত ধূ ধূ জ্বলিতেছে যে শত শত বর্ষার ধারাও সে অনলকে নিভাইতে পারে না। মহাপুরুষ টানিতেছেন। বর্ষা বা পিছল পথ কি সে টানে বাধা দিতে পারে? অন্য কোন লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য সেই বাম। কতক্ষণে তাঁর নিকট পৌঁছিব। মাতৃশোকের কথা জানাইব। অমনি দয়াময় আমাকে দয়া করিয়া তাঁর মহাশক্তি-প্রয়োগে মাকে বাঁচাইয়া দিবেন। এই চিন্তাই হৃদয়ে জাগরূক। আমার সেই পাগলভাব দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে গ্রামবাসীরা বলাবলি করিতেছে একজন গোঁসাই তারাপীঠে যাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা না করিতে করিতে আমার পথ বলিয়া দিতেছেন। কোথাও পথে কোথাও মাঠে হাঁটুভোর কাদা কোমরভোর জল ভাঙ্গিয়া বড়পান, গোপালপুর, সাতঘরে পার হইয়া দেখুড়িয়া হইয়া দ্বারকা নদীর ঘাটে আসিলাম। কোথায় ফণিবাবু, কোথায় বা মুটে!

তখন চটকা ভাঙ্গিল। দ্বারকা বর্ষায় পরিপূর্ণ, খরস্রোত। ঘাটে দেখি কোন নৌকা নাই। জানিলাম এ নদীতে কয়েকদিন মাত্র বান ডাকিলে জল থাকে। অপর সময় হাঁটু ডুবে না। তাই নৌকা চলে না। এদেশে নৌকা নাই। জোড়া তালের ডোঙ্গাতেই পারাপার চলে। ডোঙ্গাও ঘাটে একখানি মাত্র, একটী মাত্র পাটনী। ঘাটে ৫।৬ জন লোক জুটিলে খেয়া দেয়। একগাছি বড় লগিই হাল ও দাঁড়ের কাজ করে। ডোঙ্গা এ পার হইতে ছাড়িতে স্রোতে ওপারে ২০০।৪০০ হাত দূরে লাগে। ফণিবাবুর জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চারিদিক দেখিতেছি; তাঁরা সোজাপথে গোপালপুর হইতে উদয়পুরের ঘাটে পঁহুছিয়াছেন। আমি বাঁকিয়া দেখুড়িয়া গিয়াছি। উদয়পুর ও দেখুড়িয়া পাশাপাশি গ্রাম। উদয়পুর হইতে তারাপীঠ কাছে।

দ্বারকা পার

কিন্তু দেখুড়িয়া পার ঘাট। ফণিবাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া হাঁক দিলেন। মুটে সঙ্গে দেখুড়িয়াতে আসিলেন। আমার নিকট একটী কপর্দ্দকও ছিল না যে পার হই। তিনজনে ডোঙ্গায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিলাম। ডোঙ্গা সাঁ সাঁ করিয়া তারাপীঠের উল্টাদিকে চলিল। বৃষ্টিও পড়িতেছে, নদীতে এত জল যে লগি থই পায় না। পাটনী এক লগিতেই দাঁড় ও হালের কাজ করিয়া আমাদিগকে নিরাপদে পার করিয়া দিলেন।

সরলপুরে

সরলপুরে উঠিলাম। ঘাটের উপর দুইচারিখানি ঘর গরীবদের বাস। তারা মজুরি করিয়াই খায়। তখন কোন অনুসন্ধান করি নাই। তারাপীঠের দিকে ছুটিলাম। গ্রামের পথ কাঁচা, উচুনীচু। কোথায় ঘরের ছাঁচ দিয়া গিয়াছে, কোথাও বাঁশতলা দিয়া গিয়াছে। গরুর গাড়ী চলিতে পারে। কাদা বেশ। বাঁশতলা কোমরভোর জল। আমার কাপড় ভিজে, জলের ভিতর দিয়া ছুটিতেছি। ফণিবাবু বাবু সাজে সুতরাং আঁকিয়া বাঁকিয়া যতটা সম্ভব কাপড় বাঁচাইয়া আসিতেছেন। পথে ধর্ম্মরাজের মন্দির। গ্রামখানির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য দিগর। গোবিন্দবাবু অতি সজ্জন, বাবার ভক্ত। সে যাত্রায় তাঁর সহিত পরিচয় হয় নাই। এক্ষণে তিনি আমাদেরই। গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। দ্বারকার বানে মাঠ ভাসিয়াছে। চব্‌চব্‌ করিয়া হাঁটুভোর জল ভাঙ্গিয়া চলিতেছি। ক্লান্তি বোধ নাই। গন্তব্য নিকট। তাই শোকের মধ্যে প্রফুল্লতা আসিয়াছে। এই শোকানন্দের যাত্রা শ্রীবাম পরে এইরূপ লেখাইয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বাম) ধাই তোমারই পানে।
জানিনা কে তুমি কেন বা ডাকিলে
কেন বা আকুল করিলে প্রাণে।
মাতৃশোকানল জ্বলিছে হৃদয়ে
তব দরশনে ফিরে পাব মায়ে
কামেরি কিঙ্কর এ কামনা লয়ে
ছুটেছে চরণ পাগল পারা।
সুখে লয়ে গেলে রামপুরহাট
বিষম দুর্গম পথ তথা হ'তে
পিছল কাদায় আমারে ছলিতে
অবিরল ঝরে শ্রাবণেরি ধারা।
তোমারি প্রসাদে কিবা বল পাই
বাহ্যজ্ঞান নাই, শুধু তোমা চাই
পরা সাদা ধুতি করে চণ্ডীপুথি
জল কাদা ভাঙ্গি তোমারই টানে॥

অবিলম্বে তারামার মন্দির দেখিতে পাইলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ দূর হইতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা মাত্র দর্শনে তথায় শ্রীগোপালমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া ভাবে বিভোর হন। শ্রীমুখ দিয়া এই অর্দ্ধশ্লোক স্ফুরিত হয়।—

শ্রীমন্দির-দর্শনে

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্তারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

দেখ, দেখ নিতাই, ঐ শ্রীমন্দিরের চূড়ায় কি সুন্দর বালগোপালমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিকসিত বদন কমল আমাকে দেখিয়া কেমন হাসিতেছেন।

শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবেগে যে আর্ত্তি যে ক্রন্দন যে ভূমিলুণ্ঠন ঘটিয়াছিল তাহার আভাস বৃন্দাবনদাস ঠাকুর দিয়াছেন। আমার হৃদয়ে তারামার মন্দিরচূড়া দর্শনে কোন ভক্তিভাবই উঠিল না। হৃদয়ে কেবল এইভাব কতক্ষণে সে মহাপুরুষকে দেখিব ও তিনি আমার মাকে বাঁচাইয়া আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।

গুরো! তোমার কি করুণা। এরূপ কামকামীকেও কৃপা করিবার জন্য কামের ছলনায় টানিলে। একেই বলে অহেতু

সেধে দেখা

করুণাসিন্ধু। আমি কখনও তোমায় জীবনে চাহি নাই। স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুমি এ অভাগাকে আগে ডাকিলে। আমি না ডাকিতে মানসপটে তোমার ছবি দুইবার দেখাইলে। কবি তুমি ঠিক গাহিয়াছ।

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
তুমি সেধে দেখা দিয়েছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখনই এই সঙ্গীত এ অধমের কাণে পৌঁছায় তখনই তার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। রামের কৃপা মনে পড়ে। সে ইহাতে আকর দেয়।

তোমার আগে কারে বা গণি
তুমি দয়ালের শিরোমণি।
জয় জয় গুরো ! জয় জয় গুরো।
জয় জয় গুরো ! জয় জয় জয়।

এরূপ প্রেমের আকর্ষণ জীবনে আর পাই নাই। এ বাঁশরী আর হৃদয়ে বাজে নাই।

বুঝি তেমন বাঁশী বাজেনা হেথায় (তাদের মথুরায়)
বাঁশী শুনে আকুল প্রাণে, কুল ত্যজেছে গোপীকায়।
শুন্‌তো বাঁশী সারিশুকে
এ বাঁশী আর শুন্‌তো কোকিল অধোমুখে
বাজিল না ভুলে যেত গুঞ্জরিতে কুঞ্জমাঝে ভ্রমরায়
শুন্‌তো সে মোহন বাঁশী
গগনের রবিশশী
তেমন বাঁশী প্রাণ উদাসী বাজে কি যথায় তথায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। ইঙ্গিত।

সরলপুরের দক্ষিণেই চণ্ডীপুর। বশিষ্ঠের তারাসিদ্ধিক্ষেত্র বলিয়া তার নাম 'তারাপীঠ'। দ্বারকার পূর্ব্বদিকে উত্তর দক্ষিণ লম্বা প্রধান পথ দিয়া তারাপীঠে প্রবেশ করতঃ মহাশ্মশানের কতকাংশ দেখিতে পাইলাম। কিছু অগ্রসর হইয়া ডানদিকে একটী ঝোপ ও বামদিকে একটী বড় পুষ্করিণী দেখিলাম। ঐ ঝোপই প্রাচীন শ্মশান বা সিমুলতলা, পুষ্করিণীটীই জীবৎকুণ্ড। পুষ্করিণীর দক্ষিণেই তারামার মন্দির। প্রধান পথের উপর ঐ কুণ্ডের পশ্চিমপাড়ে একটী বাঁধান ছোট ঘাট। সেই ঘাটের নিকট কল্‌কেফুলের ঝাড়। তার তলায় একজন শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিলেন।

অগ্র সম্ভাষণ

তিনিই অগ্র সম্ভাষণ করিলেন—"আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?" আমি উত্তর দিলাম 'সম্প্রতি রামপুরহাটের নগেন্দ্র মোক্তারবাবুর বাসা হইতে।' পাণ্ডা বলিলেন—"নগেন্দ্রবাবু যে আমার যজমান।" নগেন্দ্রবাবু আমাদের নিকট ঐ পাণ্ডার নাম করিয়াছিলেন। এই কাকতালীয় মিলনে বিস্মিত হইয়া কহিলাম—"আপনার নাম নটুপাণ্ডা? নগেন্দ্রবাবু আপনার নাম করিয়াছেন।" পাণ্ডা ঠাকুর আনন্দিত হইয়া তাঁহার দাবী স্থাপন করিয়া বলিলেন—"তবে আপনারা আমার যাত্রী হইলেন।" উত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলাম—"বেশ, ক্ষ্যাপা কোথায় ?" মুটবিহারী বলিলেন—"বড় ভিজিয়াছেন, বাসায় চলুন কাপড় ছাড়ুন, তারামাকে দর্শনাদি করিবার পর ক্ষ্যাপার সহিত দেখা করিবেন।" পথে দুই তিন পসলা জল মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। এক কোমর এক হাঁটু জল কাদা ভাঙ্গিয়া কোমর পর্য্যন্ত বস্ত্র ভিজিয়াছে। সর্ব্বগাত্র দিয়া জল ঝরিতেছে। সে দিকে পূর্ব্বে লক্ষ্য ছিল না। কেবল বামকে কতক্ষণে দেখিব, তাই ছুটিয়াছি। কি আশ্চর্য্য যিনি এত টানিতেছিলেন, যাঁর টানে উধাও প্রাণে এই দুর্গমপথ অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া আসিলাম, যাঁকে দেখিতেই তারাপীঠে আসা, যিনি আমার কামনা পূরণের একমাত্র আশাস্থল, যিনি প্রাণমন হরণ করিয়াছেন, সেই চিত্তচোরার সন্নিকটে আসিয়া যেন আকর্ষণ কমিয়া গেল। প্রাণে আর দর্শনের সেই তীব্র অনুরাগ, সেই উৎকট বাসনা নাই। তখন কারণ বুঝিতে পারি নাই। বামের কৃপায় তারাপীঠের গুণ পরে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। তারা শূন্যময়ী ; শূন্যময়ীর ক্ষেত্রে, শূন্যময়ীর সাধকগণের প্রভাবে মাদৃশ ঘোর সংসার কীটের ও হৃদয় শূন্যময় হয় ; ভালমন্দ সকল কামনা দূরে যায়, ঘরবাড়ীর কথা মনে থাকে না, জগৎ ডুবিয়া যায়। জীব যেন কি এক শূন্য পূর্ণময় ভাবে মগ্ন হয়। অন্তরে যেন কি আনন্দস্রোত কুলুকুলু বহিতে থাকে। তাই ক্ষ্যাপাকে না খুঁজিয়া পাণ্ডার কথায় আগে তার বাসায় চলিলাম। কয়েকপদ গিয়া তারামার

শূন্যভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির বাটীতে বার পাউটী সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম। বাঁধান অঙ্গিনা; দক্ষিণে মার প্রকাণ্ড পাঁচ ছয় তোলা উচ্চ শ্রীমন্দির। পূর্ব্বদিকে চন্দ্রচূড়ের মন্দির, পশ্চিমে মার মহোৎসবমঞ্চ দেখিলাম। মাকে প্রণাম করিয়া ঐ মন্দির বাটীর পূর্ব্বদিকের খিড়কীর দরজা দিয়া পাণ্ডা পাড়ায় পড়িলাম।

সেইখান হইতে গ্রামের বস্তি আরম্ভ; গ্রামে বিশ পঁচিশ ঘর পাণ্ডা ও কামার কমার নাপিত কলু তেলি ও লেট আছে। পাণ্ডাদের মধ্যে সরস্বতীর চাষ নাই; চাষের জমি ও প্রণামি হইতে তাদের জীবিকা চলে। যে দিন যার পালা সেদিনকার যাত্রীর প্রণামি তিনি পান। কার্য্যের মধ্যে তারামার পূজার আয়োজনাদি। সেবার ভার নাটোরের ছোট তরফের। নুটু

পাণ্ডার বাটীতে

পাণ্ডার বাটীতে পৌছিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া চণ্ডীর পুথি নামাবলী ও গামছা লইয়া মন্দির বাটীতে আসিলাম। স্নান না করিয়া মন্দিরের ঘাটে জীবৎকুণ্ডে গা মুছিয়া মার মন্দিরে যাইলাম। শুনি একজন তারাষ্টক পড়িতেছেন। তাঁর ভক্তি গদগদ কণ্ঠ বড়ই মধুর লাগিল। তখন তারাষ্টক জানিতাম না। মাকে

মার মন্দিরে

কাতরভাবে প্রাণের কথা জানাইলাম। যেন ক্ষ্যাপার প্রভাবে নিজ জননীকে জীয়াইয়া লইয়া যাইতে পারি। মার মূর্ত্তি দেখিলাম। উচ্চ বেদীর উপর বসা রূপার মুখ, গলা হইতে ঘেরাটোপ ফেলা, তার উপরে বক্ষে দোলান ছোট ছোট রূপার মুণ্ডমালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও চারিটী হাত। মার শিলাময়ী মুর্ত্তি তখন দেখিতে পাই নাই। পূজা করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। এদিকে আমার ফণীবাবু বস্ত্রাদি ছাড়িয়া তারামাকে প্রণাম করিয়া ক্ষ্যাপার অন্বেষণে গিয়াছিলেন। মন্দির বাটীর সদর পৈঁঠা দিয়া পথে নামিলেন ও তথা হইতে শ্মশান ঘাটের পথে নামিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। দেখিলেন মহাশ্মশান এবং সেই শ্মশানে শ্মশানচারী বামলীলানুকারী বাম শবশিবা সন্নিকটে কালু প্রভৃতি সারমেয় সহচর পরিবৃতভাবে আসীন। যদিও আমার ন্যায় উদ্দাম কামনা না থাকায় আমার ন্যায় ফণিভূষণ আকৃষ্ট হন নাই—তথাপি তিনিও আকৃষ্ট; শ্রীবাম তাঁরও মঙ্গলের জন্য তাঁকেও আকর্ষণ করিয়াছিলেন, নচেৎ তিনি অত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাইতেন না; তাঁর হৃদয় আমা অপেক্ষা শুদ্ধ। তাহাতে সাংসারিক বাসনা বিশেষ ছিল না; কেবল মহাপুরুষ দর্শনে, মহাপীঠ গমনে তারা মার পূজার পুণ্য বা আনন্দ তাহার উদ্দেশ্য। সেই বিশুদ্ধ আনন্দের তরে তিনি নিজের ব্যয়ে চলিয়াছিলেন। এই সওদায় তাঁরও বিশেষ লাভ হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বাবা হিন্দীতে বলিলেন—"হুগলী কল্‌কাত্তাসে দো বাবু আয়া, কারণ ল্যায়া বাবা?" আমি কলিকাতা হইতে, ফণিবাবু হুগলী হইতে গিয়াছিলেন। আমি কলকাতায় থাকি হুগলীতে ওকালতি করি; আর ঐ যাত্রায়

শ্মশানে বাম

প্রথম ইঙ্গিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

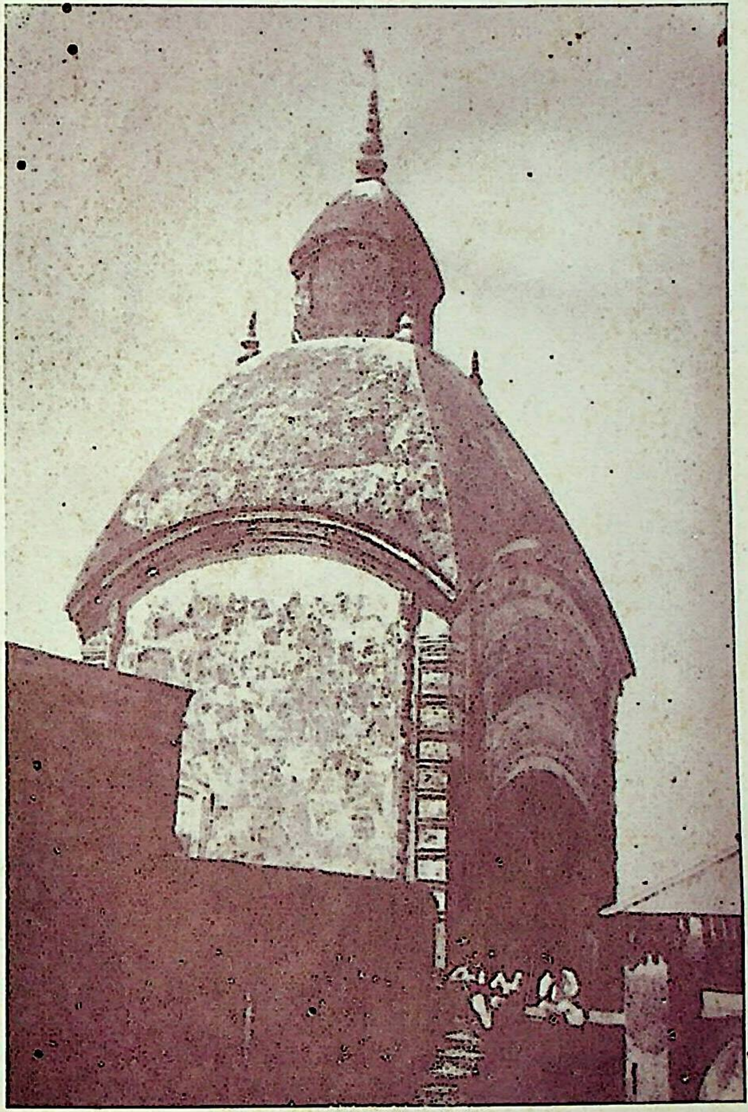

তারাপীঠের তারামার মন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা হইতে হুগলী আদালত হইয়া তারাপীঠে আসিয়াছি সর্ব্বজ্ঞ বাম তাহা জানিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় দিলেন। ফণিবাবু এই সম্বোধনে চমকিত। বামকে কে আমাদের পরিচয় দিল। ভাবিলেন—মহাপুরুষ অন্তর্যামী। ফণিবাবু উত্তর দিলেন—"হাঁ বাবা আপনার জন্য বিলাতী কারণ আনিয়াছি।" বাবা বলিলেন—"না বাবা, এখন আমাকে দেশী কারণ দাও।" বাবার নিকট আর দু একজন কারণ প্রসাদ প্রত্যাশী ছিলেন। তাঁহারা দেশী সরাপের দোকান কোথায় বলিয়া দিলেন। ফণিবাবু এক পাঁইট ধান্যেশ্বরী আনিয়া বাবাকে দিলেন। তিনি বলিলেন—"শুদ্ধি দিবি নি?" ফণিবাবু বুঝিতে পারেন নাই। শ্মশানচারী নররূপী হরের ভূতগণ শুদ্ধির অর্থ করিয়া দিলেন। ফণিবাবু মুড়ি আনিলেন। বাবা নরকপালে একটু কারণ "জয় তারা জয় তারা" মন্ত্রে শোধন করিয়া পান করিলেন। অনুচরেরাও প্রসাদ পাইলেন। কালু প্রভৃতি সারমেয়গণও মুড়ি প্রসাদের ভাগ লইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। স্বরে পরিচয়।

শ্রীবামের অপার করুণা। তিনি এই অধমের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করিবেন বলিয়া—এই মহাপাপীকে শ্রীচরণদানে উদ্ধার করিবেন বলিয়াই ডাকিয়াছেন। একা শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাই উদ্ধার করেন নাই। মহাপুরুষগণ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ঐ লীলা করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গভক্তগণ তাই গাইয়া থাকেন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

আমার গৌররায় আমাকে জগাই মাধাই অপেক্ষা সহস্রগুণে পাতকী জানিয়াই, জগতে নূতন অধমতারণ লীলা দেখাইবেন বলিয়াই অদ্ভুতভাবে টানিয়া আনিয়াছেন।

যুগে যুগে উদ্ধার

আমি না চাহিতেই আমার মানসপটে প্রশান্ত-মূর্ত্তিতে অযাচিতভাবে দেখা দিয়াছেন। আমি অবোধ বুঝিতে পারি নাই। কামকামী বলিয়াই কামনার ভিতর দিয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ পবিত্রক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য তারামার মন্দিরে চণ্ডী পড়াইতে আরম্ভ করাইয়াছেন। তাই করুণাময় নিজেই এই নারকীকে স্বশরীরে সেধে দেখা দিবার জন্য সেই মহাশ্মশান হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিলেন। সহজেই তিনি পরশমণি ; তাঁর তারাময় প্রাণ, তারাময় মন, তারাময় শরীর। তথাপি যদি শরীরে অধ্যাস —থাকে সেইজন্যই বোধ হয় তারামন্ত্রে কারণ করিয়া সম্পূর্ণ তারাময় হইয়া এই ঘোর অসুরকে উদ্ধার করিতে আসিলেন। [এ অপূর্ব্ব অসুর। সুতরাং তাঁর সংগ্রামবিধিও অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব অস্ত্র। শক্রাদিস্তবে দেবগণমুখে মহনীয় মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন—

দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
অসুরনাশ লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতি সাধ্বী ॥

মা! দৃষ্টিমাত্রেই কি তুমি সকল অসুরকে ভস্মীভূত করিতে অক্ষম যে তোমাকে শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হয়। না না! তোমার শস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া শত্রুগণও দিব্যলোক প্রাপ্ত হউক—এই সাধু মতি তোমার হৃদয়ে উঠে বলিয়া অসুরগণের উপর শস্ত্রবর্ষণ কর। সে সব অসুর-সমরে মাকে অস্ত্রবর্ষণ করিতে হইয়াছিল ; শোণিতসাগরে নাচিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ অসুর সংগ্রামে বাম কৃপাদৃষ্টিতে অসুরনাশ করিলেন। অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এ প্রেমের সমর। প্রেমময় পিতা কুপুত্রকে প্রেমদৃষ্টিতে ফিরাইলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। [শ্মশান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ধীর পদে "জয়তারা জয়তারা" রবে দ্বিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তারাপ্রেমে মাতোয়ারা বাম তারামার

শ্রীমন্দিরে

মন্দির প্রাঙ্গণে উঠিলেন। শ্রীকণ্ঠের স্বর পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তথাপি প্রাণ বলিল যে ঐ প্রেমমাখা অদ্ভুত জলদগম্ভীর মধুর তারানাদ সেই তারাপ্রাণ নাদসিদ্ধ মহাপুরুষ ভিন্ন আর কাহারও নহে। ক্রমে ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বোধ হইল বাবা মন্দিরে উঠিলেন। তখন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কবচ পড়িতেছি। তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। স্বরে প্রথম পরিচয় হইল। ভবভূতির সীতা নেপথ্যে প্রাণনাথের জলভৃত মেঘগর্জ্জনের গুরুগম্ভীর ভারতী নির্ঘোষে সমুচ্ছসিতা হইলে তমসা রামাগমবৃত্তান্ত গোপন করিবার জন্য সীতাকে বলেন,—"অয়ি বৎসে! কিমবক্তেঽপি নিনাদ কুতস্তেঽপি ত্বমীদৃশী। স্তনয়িত্নো ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতা স্থিতা।" বাছা সীতা! কোথা হইতে কি একটা অস্ফুট স্বর উঠিল আর

পরিচয় বৈচিত্র্য

তুই মেঘগর্জ্জনে ময়ূরীর ন্যায় চমকিত হইলি? সীতা তাহাতে উত্তর করিলেন—"ভগবতি কি বলিতেছ, অপরিস্ফুট স্বর? আমি যে স্বর সংযোগে বুঝিয়াছি এ সেই আমার আর্য্যপুত্র কথা কহিতেছেন।" রামের স্বর সীতার সুপরিচিত ছিল, সুতরাং সেই স্বরের প্রত্যভিজ্ঞানে বৈচিত্র্য কিন্তু আমার অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীবামের স্বর পরিচয় শ্রীবামলীলার বৈচিত্র্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত।

স্বরে পরিচয়

এ লীলা কেমন ?
দিলেনা প্রথমে কেন দরশন ?
যে পাণ্ডার নাম শুনি রামপুরে
হেরি সে দাঁড়ায়ে গ্রামেরি বাহিরে।
আগুবাড়ি যেন লইতে আমারে
সাদরে করিল অগ্র সম্ভাষণ।
কোথা সেই ক্ষ্যাপা সুধাইতে তারে
বলিল হইবে দেখা খন পরে।
প্রাণের আবেগ কোথা গেল দূরে
তব তত্ত্ব ল'তে পারিল না মন।
মুছি বৃষ্টি জল ছাড়িয়ে বসন
মায়েরি মন্দিরে পশিনু তখন।
অর্গলাবধি পড়িতে পড়িতে-
'জয়তারা' ধ্বনি শুনি আচম্বিতে।
শুনেনি সে স্বর কখনও শ্রবণ
হৃদয় বলিল এই সে হৃদয়ধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। প্রথম মিলন।

শ্রীবামকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। কিন্তু চণ্ডী পড়িতেছি। কিরূপে উঠি কিরূপেই বা থাকি। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' দশা ঘটিল। শ্রীবামের কি লীলা। তিনিও মন্দিরের রোয়াকে উঠিয়া বসিয়াছেন। আমারও চণ্ডীর উপক্রমণিকা পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডী পাঠে বিশ্রামের

মার অনুমতি

স্থল আসিয়াছে, তারামার ভোগও মন্দিরে আনা হইল। পুরোহিত মহাশয় আমাকে বলিলেন—"আপনি যদি একবার যান, আমরা দরজায় খিল দিয়া ভোগ দিয়া থাকি।" আমি বুঝিলাম, আসন হইতে উঠিবার অনুমতি তারামাই দিলেন; শাঁপে বর হইল; অসঙ্কোচিত চিত্তে নিজ ইষ্ট দর্শনে উঠিলাম। মন্দিরের বারাণ্ডা দিয়া রোয়াকে আসিলাম। দেখি পূর্ব্বাস্য হইয়া বাম বসিয়া আছেন। কি সৌম্য প্রেমময় মূর্ত্তি! তারা

শ্রীমূর্ত্তি

প্রেমে টলমল, যেন সাক্ষাৎ শ্যামল শঙ্কর। দীর্ঘাকার লম্বোদর পীণবক্ষ আজানুলম্বিত-বাহু। কিবা চরণযুগল। কি ঢলঢল শ্রীমুখ শোভা, কি নয়নের মধুরিমা। একে আঁখিযুগল তারানুরাগে আপনা আপনি রঞ্জিত, তার উপর কারণ পানে আরও কোকনদচ্ছবি। নয়নে যেন প্রেম শতধারে উচ্ছলিত। কি সকরুণ দৃষ্টি। হৃদয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণাসাগর হইতে যেন এই মহাপাপীর পাপময় হৃদয়কে স্নাপিত করিবার জন্য সপ্রেম করুণ দৃষ্টিধারা ঝরণার মতন ঝরিতেছে। কি অপরূপ ভাতি। সে ভাব এ ক্ষুদ্র হৃদয় কিরূপে ধরিবে, এ ক্ষুদ্র লেখনী কিরূপে প্রকাশ করিবে? এ প্রাণ পাষাণময়। পাষাণ গলাইবার জন্যই আমার রাম তারা-নামামৃতকারণ পানে মাতিয়া আসিয়াছেন। সে ভাবে এ পাষাণও গলিল। আপনা আপনি প্রহ্ব হইলাম। শ্রীরামরূপ প্রথম দর্শনে লবের অবস্থা কবি এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যম্!

বিরোধো বিশ্রান্তঃ প্রসরতি রসো নির্বৃতিঘনা
মহাপুরুষ প্রভাব — স্তদৌদ্ধত্যং ক্বাপি ব্রজতি বিনয়ঃ প্রহ্বয়তি মাম্।
ঝটিত্যস্মিন্ দৃষ্টে কিমির পরবানস্মি যদিবা
মহোর্ঘস্তীর্থানামিব মহতাং কোঽপ্যতিশয়ঃ॥

কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ ইঁহাকে দেখিবামাত্র বিদ্বেষভাব হৃদয় হইতে অপসৃত, তৎপরিবর্ত্তে আনন্দময় প্রেমরস প্রবাহিত হইতেছে। সে ঔদ্ধত্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বিনয় আমাকে নমিত করিতেছে। একি হঠাৎ ইঁহার দর্শনে ইঁহার অধীন হইয়া পড়িতেছি। অথবা ইহাতে বিচিত্র নাই। তীর্থের ন্যায় মহাপুরুষদের কি এক বিচিত্র মহিমা। পঠদ্দশায় বহুবার এ শ্লোক পড়িয়াছিলাম। প্রাণেও ইহা আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। রামের প্রথম দর্শনে মহাপুরুষদের কি মহিমা কতক বুঝিতে পারিলাম। তিনি নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণে অনুরাগ জানাইয়াছিলেন। আকর্ষণেই জ্ঞানের গৌরব ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, দর্শনে তাঁর পরাধীন হইলাম। তখন একরূপ আত্মহারা। তাঁর চরণস্পর্শ করিতে গেলে তিনি যে মারিতে আসেন প্রভৃতি কিংবদন্তী ভুলিয়া গেলাম। প্রাণে ভীতির সঞ্চার নাই, কোন সঙ্কোচ নাই; হৃদয় বিগলিত, আঁখি ছল ছল। কি আনন্দভাব!

এইভাবের প্রতিধ্বনি শ্রীরাম পরে এই যন্ত্রে এইরূপ তুলিয়াছেন।

গীত।

কি হেরিলাম নয়নে
প্রেমে টলমল কিরূপ শ্যামল
উজল অমিয় কিরণে।
হৃদয়ে প্রেমের পাথার অপার
নয়নে উছলে প্রেম শতধার
গলাতে' পাষাণ পরাণ আমার
এসেছেন মাতি অপরূপ ভাতি
তাঁরা নামামৃত কারণ পানে।
পাষাণ গলান করুণা মাখান
হেরিয়ে মূরতি গলিল পরাণ
পড়িনু তখনি আপনা আপনি
ছলছল আঁখি তাঁহারি চরণে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণামের সময় দক্ষিণকরাঙ্গুলি দ্বারা তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করিবামাত্রই বোধ হইল যেন বিরুদ্ধতাড়িতবাহী দুইটী তার ছুঁইলাম। সর্ব্বাঙ্গ ঝি ঝি করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাড়িতের উগ্রতা নাই। কি এক ভক্তিভাব জাগিল। দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। মুখে বাক্য নাই। প্রাণ কামনাশূন্য। প্রেমতটিনী অন্তরে কুলকুল বহিতেছে। মন অহংবুদ্ধি সমস্তই সে প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। জীবনে কখনও এমন অনুভব হয় নাই। পঠদ্দশায় 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর' বলিয়া ভগবানের নিকট প্রতিরাত্রে শয্যায় কাঁদিয়াছি, 'শরীরের পীড়া ভাল কর' বলিয়াও কত অশ্রুপাত করিয়াছি, পুত্রাদির কল্যাণেও চণ্ডী পড়িতে বহুবার নয়নবারি ঝরিয়াছে, মাতৃশোকে বিধুর হইয়াও রোদনের বর্ষা বহিয়াছে। কিন্তু এরূপ রোদন অদৃষ্টে ঘটে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রোদনে ভগবন্মহিমায় কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীবাম চরণস্পর্শে অহেতুক প্রেমের নীরব রোদনে যে আনন্দ পাইলাম তাহা অবাঙ্মানস গোচর। কামী স্বর্গানন্দভোগী দেবগণও ঐ নিষ্কাম প্রেমাশ্রুর আনন্দ পাইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গাদি প্রেমিকগণই তাহা অনুভব করিয়াছেন। পার্থক্য এই শ্রীবামের কৃপায় আমি উহার কণিকার ক্ষণিক আস্বাদ পাইলাম। শ্রীগৌরাঙ্গাদি ঐ আনন্দেই বিভোর। শ্রীবাম ঐ আনন্দের সুপূর্ণ সিন্ধু। ঐ আনন্দের অনুভবেই তিনি আনন্দময়। ঐ আনন্দের প্রভাবেই

চরণস্পর্শে

প্রেমানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের ত্যাজ্য শবশিবা শ্মশানাদি তাঁর গ্রাহ্য। শ্রী আনন্দের কারণে সকলের অমঙ্গল্য তাঁর মঙ্গল্য। নিজ বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দামৃতসিন্ধুর কণা এই তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্যই পদস্পর্শে আমাতে সংক্রামিত করিলেন। দারুময় জগন্নাথের আবির্ভাবে পরমভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন হৃদয়াধিশ্বর দেবদেবের স্তব করিতেছেন।

ত্বাং সচ্চিদানন্দ সুপূর্ণ সিন্ধুম্
প্রাপ্তাস্তু যে জন্মসহস্রভাগৈঃ।
কি তে হি পশ্যন্তি নরৈকসৌখ্য
মনেক দুঃখং বিষয়েন্দ্রজালম্॥

হে দয়াময়! বেদে তোমায় সচ্চিদানন্দ বলিয়া থাকেন কিন্তু তোমার কৃপায় আমার বোধ হইতেছে তুমি সচ্চিদানন্দ নহ, সচ্চিদানন্দের সিন্ধু—কেবল সিন্ধু নহ পূর্ণ আনন্দসিন্ধু সিন্ধু, না না—পূর্ণ সিন্ধু কেন সুপূর্ণ সিন্ধু। আমার ভাষায় যে আর কুলায় না নাথ! তোমাতে পূর্ণানন্দলহরী উঠিতেছে পড়িতেছে। সেই লীলার একাংশ এই ব্রহ্মাণ্ড। সহস্র সহস্র জন্মের সৌভাগ্যকাল যে জন এইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দসিন্ধু পাইয়াছে নাথ! সে কি আর বিষয়ে মজে! বিষয় যে ইন্দ্রজাল স্বরূপ, এই আছে এই নাই। মায়াবীর মায়াজাল। সে বিষয়ে যে দুঃখবাহুল্য সুখের কণামাত্র। সে কণাও যে তোমার আনন্দের ধার করা কণা। অতএব সে বিষয়ে কেন সে মজিবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাম! যে আনন্দকণিকা প্রথমমিলনে শ্রীচরণস্পর্শে দিয়াছ তাহা কেন কাড়িয়া লইলে নাথ! আমাকে ঐ আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া রাখ। কেন অনেক দুঃখপূর্ণনৈকেকসৌখ্য বিষয়েন্দ্রজালে আবার জড়িত করিলে? ভাই! ঐ আনন্দের ছায়াচিত্র যাঁরা পরে এই ক্ষীণ তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন।

গীত

না জানি কি গুণ আছে ও চরণে
তোমার চরণ পাতকীতারণ বুঝিল পাতকী নব পরশনে।
ছুঁইতে চরণ সর্ব্বাঙ্গ আমারি
(যেন) তাড়িত পরশে উঠিল শিহরি
দরদর ধারা ঝরে দুনয়নে।
সরে না যে বাণী কি, প্রেম তটিনী
বহে কুলু কুলু এ মরু জীবনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। আশীর্ব্বাদ।

মাতৃশোকরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপিত এ মরুময় প্রাণ প্রেমতটিনীর আনন্দহিল্লোলে প্লাবিত করিয়া এই স্থূলবুদ্ধির বোধগম্য মৌখিক আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।"

আশীর্ব্বাদ

আমি তখন আত্মহারা হইয়া ফেল্ ফেল্ নয়নে তাঁর শ্রীরূপ দেখিতেছিলাম। কোন কামনা হৃদয়ে ছিল না। কেবল অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরী ছুটিতেছিল। তাঁর আশীর্ব্বাদের ধ্বনিতে সে ভাব ভাঙ্গিল। অমনি মানসক্ষেত্রে অনাদি বাসনা বীজের কামরূপ মাকাল ফল ফলিল। তখন মনে হইল কিজন্য মহাপুরুষের নিকট আসিয়াছি। গর্ভধারিণীকে তাঁর কৃপায় উজ্জীবিত পাইব এই দুরাশা মনকে নাচাইতেছিল। সুতরাং তাঁর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া সকাম হৃদয় কামচরিতার্থতা হইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইল। কিন্তু তাঁর প্রভাবে ভক্তিভাব এতই প্রবল যে কামসর্প একবার ফোঁস্ করিয়াই আবার ভক্তিস্রোতে অতল জলে ডুবিয়া গেল। আবার হাঁ করিয়া শ্রীরূপের শ্রীমাধুরী পান করিতে লাগিলাম। কিছুই বলিতে পারিলাম না। বাবাই বক্তা হইলেন। যাও বাবা! মাকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

আদেশ

শোনাও। মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ, চণ্ডমুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ, তিনরূপ শুনাইবে—আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল পরশু। তিনরূপ না শুনাইয়া যেতে নেই।" তাঁর মুখ দিয়া এই বাণী নিঃসৃত হইল। আর মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ভোগ দেওয়া হইয়াছে। পূজারি ঠাকুর ডাকিলেন— 'বাবু, আসুন'।

গীত

করুণা নিধান

কে আছে শ্রীরাম তোমারি সমান।
পাপী তাপী বলে আপনি ডাকিলে
দেবতা দুর্লভ শ্রীচরণ দিলে
পুণ্যপ্রেমস্রোতে পাপীরে ভাসায়ে
চিনিতে নারিল 'চরণ' অজ্ঞান।
কামেরি কিঙ্কর এ পামর বলে'
প্রকাশ্য বচনে তাই আশীষিলে
পূর্ণ হউক কাম কর চণ্ডীগান।
কি বিস্ময় কথা ও শ্রীমুখবাণী
বাহিরিল যবে পূজক অমনি
শ্রীমন্দিরদ্বার খুলিয়ে তখনি
প্রবেশিতে করে দাসেরে আহ্বান।

আমি মন্দির মধ্যে চণ্ডী পড়িতে গেলাম। তখন প্রেমে টলমল অবস্থা। "মার্কণ্ডেয় উবাচ" পড়িতে পড়িতেই "অন্তর্বাষ্পভারাপরাধসদিতং"। জীবনে চণ্ডী বহুবার চণ্ডীপাঠে পড়িয়াছি। চণ্ডী এত অভ্যস্ত যে স্তবাদি কণ্ঠস্থ ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবার্থও আয়ত্ত। কিন্তু সেই চণ্ডী এক্ষণে পড়িতে পড়িতে নূতন নূতন গূঢ়ার্থ প্রতিভাত হইতে লাগিল। মধু ও কৈটভ কাহারা? কেন তাদের উৎপত্তি? কমলযোনি কে? একার্ণবাকৃতি জগতে ভাসমান বিষ্ণুই বা কি? তামসীই বা কি? মধুকৈটভ যুদ্ধের মর্ম্ম কি ইত্যাদি শ্রীবামের কৃপায় সপ্তশতীর সেই সেই স্থল পড়িতে পড়িতেই বোধ হইতে লাগিল। হৃদয় প্রেমে আকুল। চক্ষে দর দর ধারা, স্বর বদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আর যেন পড়িতে পারি না। বাবা মন্দিরের বাহির হইতে উৎসাহিত করিতেছেন, 'বেশ চণ্ডী পড়িতেছ বাবা'। আমার প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইতেছে। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ আবার অনাবৃত। বাবার তারাগ্রামের তার নাদে তারার মন্দির গম্ গম্ করিতেছে। "তারা মাকে চণ্ডী শুনাও বাবা—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ।" এই বলিয়া শ্রীবাম উঠিলেন। 'জয় তারা, জয় তারা' নিনাদে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণ কাঁপাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁর সেই মধুমাখা স্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অনন্ত আকাশে মিশাইয়া গেল! এখন বেলা ২॥ টা। ভোগ সরিয়াছে। যাত্রীর সমাগম নাই। যাঁহারা প্রসাদ পাইবার তাঁহারাও প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। আমি একা মন্দিরে শ্রীবামের কৃপায় তন্ময় হইয়া চণ্ডী পড়িতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বম্
ত্বমীশ্বরি! দেবি! চরাচরস্য॥

দেবদেব ঘরণি! আর্ত্তব আর্ত্তিনিবারিনি! প্রসন্ন হও। তুমি নিখিল বিশ্বের জননী। তাই বলি মা তুমি সমস্ত বিশ্বের প্রতি প্রসন্না হও। তুমিই বিশ্বের ঈশ্বরী! বিশ্বের সৃজন, পালন, নাশ সমস্তই তোমার ইচ্ছাধীন। তাই বলি মা প্রসন্না হও। বিশ্ব রক্ষা কর। তুমিই মা স্থাবর জঙ্গমের হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী; তুমিই দেবী—দিব্যালোকময়ী—

জ্যোতিষামপিতং জ্যোতি
স্তমপারে ব্যবস্থিতম্— জগতে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি যে তেজোময় পদার্থ আছে তাহাদের জ্যোতিঃ তোমার জ্যোতির কণিকামাত্র। তুমি অনন্ত জ্যোতির আধার। তমঃ তোমাতে নাই।

প্রাণে কি যে ভাব খেলিতেছে তাহা প্রাণও জানে না। জানেন সেই বাম—যিনি এই খেলা খেলাইতেছেন। কখনও স্বর বদ্ধ করিতেছেন, কখনও সর্ব্বপ্রাণব্যায়ে বিচিত্রদশা স্বরলহরী তারাগ্রামের 'মা' পর্দ্দায় তুলিতেছেন। চণ্ডী সমাপ্ত হইতে প্রায় ৩টা বাজিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত।

চরণ পরশে একি ঘটিল।
এ মরু হৃদয়ে কি ভাব প্রবাহ ছুটিল।
অবিরল ঝরে দুনয়নে বারি
অন্তর্বাষ্পভারে কণ্ঠ যায় ভরি
শ্রীচণ্ডী মহিমা পড়িতে না পারি
মন্দির প্রবেশ বৃথা কি হইল ?
সম্বরিয়ে ভাব পড়ি প্রাণপণে
গদ্‌গদ্‌ স্বরে চণ্ডী বহুক্ষণে
নব নব অর্থ জাগিতেছে মনে
কি অদ্ভুত খেলা শ্রীরাম খেলিল।
'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মায়ে তিন দীনে
তিনরূপ বাবা শুনাবে যতনে'
এই উৎসাহচ্ছলে শক্তিদিয়ে দীনে
দয়াল ঠাকুর চলিয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। রুভজ্ঞ।

বাবা আমাকে চণ্ডী পড়িবার শক্তিসঞ্চার করিয়া উৎসাহ-বাণীতে তাহা কতক প্রকাশ করতঃ স্বীয় আশ্রমে ফিরিলেন। আশ্রমটী আনুমানিক সন ১৩০০ সালে প্রস্তুত হয়। ইহা একখানি মেটে খড়ুয়া ঘর। একটীমাত্র পূর্ব্বমুখ দ্বার। তিনধারে চালে ঢাকা দাওয়া। উত্তর ও দক্ষিণদিকের দাওয়া ইটের প্রাচীরে ঘেরা। পূর্ব্বদিকের দাওয়ার মধ্যস্থান প্রবেশ জন্য ফাঁকা, বাকী ইটের প্রাচীরে ঘেরা। দক্ষিণের দাওয়াটীর মেজে মেটে; বাকী দুটী দাওয়ার মেজে সান বাঁধান। দক্ষিণ দাওয়ায় ভক্তগণ বাবাকে খাওয়াইতে চাহিলে পাক করিতে পারেন, চুল্লী আছে। বাবা পূর্ব্বদিকের দাওয়ায় শেষ দশায় শয়ন করিতেন। শীতকালে উহার ফাঁকা প্রবেশপথে ভক্তরা কখনও পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিতেন। বাবার তাতে ইষ্টাপত্তি ছিল না। মন্দিরে আমি চণ্ডী পড়িতেছি, এদিকে ফণিবাবু বাবার আশ্রমে আসিলেন। আরও দুএকজন জুটিল। ছোটবড় তামাক চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে শ্রীমুখ হইতে অর্দ্ধস্ফুট সরল বাণী বাহির হইতেছে। ফণিবাবু অবাক্ হইয়া শুনিতে-ছেন। কথাগুলি বাহ্যতঃ সাধারণ কিন্তু ভাবে পরিপূর্ণ। মহাপুরুষের অনুভাব বশতঃ প্রায়ই ভক্তগণ তাঁর নিকট কথা কহিতে পারিতেন না। মনে মনে নানা ভক্ত নানা বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইতেন। বাবার শিক্ষা মানসিকী। মনে মনে তাঁদের তিনি উত্তর দিতেন। যাঁহারা মানসিক উত্তর ধরিতে পারিতেন না, তাঁদের জন্য ক্বচিৎ দু'একটী কথা বলিতেন। তাহাও এমন যে সকল ভক্তেরই উত্তর হইত। মধ্যে মধ্যে বাবার তারা তারা ধ্বনিতে শ্মশান ঝঙ্কারিত হইতেছে। হঠাৎ আশ্রমের চালী হইতে একটি টিকটিকি ডাকিল। ফণিবাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বাবা অমনি বলিলেন—"বাবা! ওর বিয়া হবে।" সকলে বিস্মিত. মনে করিল ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপামি করিতেছে। ফণিবাবুর কৌতুহল হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা টিক্‌টিকির বিয়ে হবে কি?" বাবা উত্তর দিলেন—"হ্যাঁগো, বর্দ্ধমানে।" হেঁয়ালি আরো বাড়িল। ছড়ায় বলে—"ফড়িঙ্ বাবুর বিয়ে টিক্‌টিকিতে ঢোলক বাজায় ধুচ্‌নি মাথায় দিয়ে।"

কথারভঙ্গী

টিক্‌টিকির বিয়ে। তার উপর টিক্‌টিকি তারাপীঠে, বিয়ে বর্দ্ধমানে। সকলেই ভাবিল এ পাগলের পাগলামি ভিন্ন আর কিছু নহে। কিছুক্ষণ পরেই একজন বাইতি মাথায় মাজুর লইয়া আশ্রমের সম্মুখে আসিল। মাজুরের বোঝা ফেলিয়া বাবাকে প্রণাম করিল ও প্রসাদ পাইবার জন্য বসিল। বোঝার ভিতর হইতে একটী টিক্‌টিকি বাহির হইয়া খর খর করিয়া আশ্রমের ভিতর ঢুকিল ও চালে উঠিল। চালের টিক্‌টিকিও তারদিকে ছুটিয়া আসিল। উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া দাম্পত্যসুখে রত

টিক্‌টিকির বিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। ফণিবাবু অবাক্‌নেত্রে এই ব্যাপার দেখিলেন। সত্যই তো টিক্‌টিকির বিয়ে ঘটিল। তিনি বাইতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা হইতে আসিতেছ?" বাইতি বলিল—"বর্দ্ধমান হইতে।" 'মাজুরের বোঝা কোথা বাঁধিয়াছ' প্রশ্নে উত্তর দিলেন—'বর্দ্ধমানে'। ফণিবাবু তখন ভাবিলেন বাম পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের ভাষাও বুঝেন। পাঠক মনে করিতে পারেন এটা কাকতালীয়ন্যায়ে মিলিয়া গিয়াছে। বাম সেরূপ শিক্ষক নহেন। সর্ব্বসংশয়ছেত্তা। তাই সেদিন মজলিস ভাঙ্গিবার পর বামের সঙ্গে ফণিবাবু সিমুলতলায় গেলেন এবং মনে মনে বাবাকে পারমার্থিক ইষ্টের কথা জানাইলে বাম তাঁর গুরুকরণ কোথায় ও ইষ্ট প্রভৃতির পরিচয় দিলেন। ফণিবাবু আর বিস্মিত নহেন। তাঁর ধারণা হইয়াছে যে বাম সর্ব্বজীবের অন্তর ও ভূতভবিষ্যৎ জানিতে পারেন। বাম বলিলেন—"বাবা তুমি তো সিদ্ধঘরের ছেলে" ইত্যাদি। যথার্থই ফণিবাবু বর্দ্ধমান জেলার ডাইনহাটের নিকটবর্ত্তী আভাইহাটের জগদ্‌গুরু ভট্টাচার্য্যদের শিষ্য। তাঁহারা সিদ্ধ রামানন্দের বংশধর। রামানন্দই জগদ্‌গুরু আখ্যা পান। 'কিরূপ জপ করিতে হয়?' ফণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিলেন—'প্রতি নিশ্বাসে'। ফণিভূষণ সংশয়ী। তিনি বাবার নিকট জানাইলেন—"বাবা, আমার কিরূপে চলিবে?" বাবা উত্তর দিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন—

সর্ব্বজ্ঞ

জপশিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমার মাপা ও জপা।" বাবার কৃপায় ফণিবাবুর 'মাপা ও জপা' ঘটিয়াছে। লেখাপড়া তাদৃশ না জানিলেও উপার্জ্জন আছে। অভাব আসে কিন্তু শীঘ্রই পূরণ হইয়া যায়। তবে ভাঁড়ে তেল থাকিতে গুরু তেল দেন না। ফণিবাবুর হৃদয়ে দয়া আছে, দীনদুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হন। তিনি একজন বাবার পরম ভক্ত।

১০। জলকেলি।

অধম পূজাশেষে পাণ্ডার বাটীতে আসিল। সঙ্গে সুরসাল রসাল লইয়া গিয়াছিলাম। তাই ও স্থানীয় গুড়পাটালি খাইলাম। বাবাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। তাঁর অন্বেষণে ছুটিলাম। মন্দিরবাটী পার হইয়া পথে পড়িলাম। উত্তরমুখে আপনাআপনিই কে টানিয়া লইয়া গেল। কয়েক পা আসিতেই জীবৎকুণ্ডুর সেই রাস্তার ধারে ছোট বাঁধান ঘাট ও কদ্বেগাছতলা পাইলাম। দেখি সেই ঘাটে আমার মনোচোরা স্নান করিতেছেন। কি মধুর মূরতি? তখনও যেন প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে। ডুব গালিতেছেন।

মনোচোরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

গীত।

কি গুণ করেছ শ্রীরাম আমারে ?
কেন মন চায় সতত তোমারে ?
তৃতীয় প্রহর এবে গতপ্রায়
চণ্ডীপাঠ সারি এসেছি বাসায়
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা তোমারি কৃপায়
কেবল পিয়াসা তোমা হেরিবারে
তোমার সন্ধানে শ্মশানের পানে
টানিয়া লইলে এ তাপিত প্রাণে।

হেরি জীবৎকুণ্ডে করিতেছ স্নান।
যেন ভগবান্ দিব্য সরোবরে।
আপনারি ভাবে আপনি রয়েছ
তারামার সনে কি কথা কহিছ
প্রেমে ঢল ঢল কি ভাব সরল
সে ছবি চরণ আঁকিতে কি পারে ?

জলকেলি দর্শন

বিভোর হইয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া বাবার জলকেলি দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিয়া গিয়াছিলাম যে আড়ালে [illegible] পাইলে আমার মাকে জীয়াইবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিব। তাহাতে যদি না হয় ত চরণে ধরিয়া কাঁদিব। কিন্তু সেই রূপ দেখিয়া

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব ভুলিয়া গেলাম। কিশোরী আদ্যা সাধিকা। ভক্তচূড়ামণি বৈষ্ণব মহাজন তাঁর কৃষ্ণ দর্শন নানারূপে নানাভাবে দিব্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীবাম এই তনুবাগ্‌বিভব ভক্তিহীন পামরকে বামকেলিদর্শন এইরূপ লিখাইয়াছেন।

গীত

জলকেলি।

হেরি জলকেলি
নয়ন ভরিয়ে অবাক্ হইয়ে আপনারে ভুলি।
শ্রীরূপ মাধুরী বলিতে না পারি
বিভোর শ্রীবাম ভাবে আপনারি।
কার সনে কিবা করে বলাবলি।
চিত্রাপিতপ্রায় দাঁড়াইয়া ঘাটে
আঁকি ও মূরতি এ হৃদয়পটে
হৃদয়ের কথা বলিতে নিভৃতে।
পাইয়েও তীরে কিছুই না বলি।

জলকেলি করিতে করিতে বাবা কি বলিতেছেন প্রথমে ধরিতে পারি নাই। পরে যতদূর ধরিলাম তাহাতে বুঝিলাম তারা মার সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে। আদুরে

মার সহিত কথা

ছেলে যেমন মার সঙ্গে আবদার করে তেমনই ভাব। বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"ভাঁ বেটী খেতে না দিস্ তোর জোংকুণ্ডুর জল খাব। আর কিই বা খেতে দিস্। নিজেই বা কি খাস্ ডাঁটার ঝাল, খেসারির ডাল, মোটা চালের ভোগ। বৈকালে শক্ত দুই চারখানা লুচি যা কুকুরেও খায় না।" সত্য সত্যই ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের দৃষ্টির অভাবে তারাপীঠে তারামার ঐরূপ দীনদুঃখীর ন্যায় সেবা হয়। রাজা রামকৃষ্ণ সেবার জন্য সম্পত্তি দিয়াছেন। শুনি তার উপরান্তও নাটোর রাজের ব্যয় হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধান ও যত্নের অভাবে মার নিত্য সেবা মোটা ।০ সের আতপ ও খেঁড়োর ডাঁটার ঝাল এবং কোনদিন খেসারির ডাল বা খোষাশুদ্ধ কলাইয়ের ডাল এবং চুণো মাছের অম্বল। মার তালুকে বড় বড় পুষ্করিণী আছে; কিন্তু মার অদৃষ্টে চুণো মাছ! অবশ্য সদর কর্ম্মচারী যাইলে বড় বড় মৎস্য ধরান হয় ও রাজভোগের ব্যবস্থা হয়। আমরা তারাপীঠে বিলাসিতার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু অল্পায়াসে রামপুরহাট হইতে মুগের ও অড়হর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ডাল ও সরু চাল আনান যাইতে পারে। তারাপীঠে মৎস্য মাংস ও কারণ ব্যতীত ভোগ হয় না। কিন্তু মৎস্যের উক্তরূপ ব্যবস্থা। মাংস অষ্টমীতে ও বিশেষ পাল পর্ব্বে ঘটে। কারণ /।০ পোয়া হিসাবে আছে। তার ছিটা ভোগে পড়ে সে কথা ভাল। যে বোতল লয় লউক যাত্রিগণের তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন আত্মবৎ সেবা শাস্ত্রে ব্যবস্থা ও যখন মার বাহ্য সেবার ভার

মার সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজার স্কন্ধে তখন তাঁর আসনাধিকারীর এ বিষয়ে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বাবার জন্য মধ্যাহ্নে ঐরূপ একথালা প্রসাদ রাণীকে স্বপ্ন হওয়া অবধি নিত্য যাইত। সন্ধ্যার আরতির পর আটার মোটা ৪ খানি লুচি ও একটু দুধ আসিত। বাবা একটু মুখে দিতেন, বাকী কুকুরগণই তাঁর সহিত ভোজন করিত। কোন বিকার ছিল না। কুক্কুরেই তাঁর মুখ চাটিয়া আঁচাইয়া দিত। বাবার খাবারের অভাব ছিল না। যাত্রিগণ নিত্য কত ভাল ভাল দ্রব্য আনিতেন। তিনি গ্রহণ করিলে তাঁরা কৃতার্থ হইতেন। কিন্তু বাবা সে সমস্ত ভোজ্যও ব্যবহারে কুণ্ঠিত হইতেন। শ্মশানচারী সর্ব্বত্যাগীর আবার ভোগে কি লালসা থাকিতে পারে? কামকামীর দ্রব্যাদি বদ্ তারা বলিয়া ছুইতেন না।

বামের আহার

আমি বাবার কথার তখন 'ভাসা' অর্থই বুঝিলাম যে তারামার ভোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় তারার ছেলের প্রাণে লাগিয়াছে। কিন্তু তাঁর কৃপায় উহার গভীর অর্থ ক্রমে বুঝিতেছি। উহা নাটোরের সেবার নিন্দা নহে। তাদৃশ মহাপুরুষ পরনিন্দা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ তিনি কৌমার হইতে নাটোরের সেবান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাটোরের নিন্দা কেন করিবেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা রামকৃষ্ণ যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সুখ্যাতি তিনি শতমুখে করিতেন। আমাকেও বলিয়াছেন—"মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ, বাবা, তারামার কি দিব্য সেবাই করিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ যোগীন্দ্র পুরুষ, বাবা, সেবা বেশ করিতেছেন।" বীরেন্দ্র নাথকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেন, বীরেন্দ্র অলৌকিকভাবে তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট। তবে কি বাবা সেবার সংস্কারের জন্য আমাকে ঐ কথা জানাইয়াছেন। তাঁর ন্যায় আত্মারামের বাহ্যসেবায় কি আসে যায়—আর আমার ন্যায় ব্যক্তির দ্বারা সে সংস্কারই বা কিরূপে সম্ভবে?

কথার মর্ম্ম

তিনি বুঝাইলেন প্রথমতঃ—তারাপীঠে বাহ্য প্রসাদের প্রলোভন নাই। সে লোভে এখানে কেউ বসিলে হতাশ হইবে। এ উগ্রতারার ক্ষেত্র উগ্র সাধনা। এখানে বহু কঠোরতা স্বীকার না করিলে থাকা যায় না। যদি সাধকের এরূপ পণ হয় যে জোৎকুণ্ডুর জলেই ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিব তবে সে যেন এখানে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। "যদি খেতে না দিস্ জোৎকুণ্ডুর জলই খাব।" এই বচনে আরও জানাইলেন যে মার নিকট তিনি বাহ্য আহারের পারিপাট্য চান না। তাঁর কুকুরগণও তাহা চায় না। তিনি জীবৎকুণ্ডুর জলেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত। তবে যে প্রসাদ গ্রহণ সে লোকাচার। তিনি এও ইঙ্গিত করিলেন যে সংসারের ভোগ তাঁর কুক্কুরগণেরও নিকট হেয়। যতক্ষণ না সে ভোগে লাথি মারিতে পারি, ততক্ষণ

সাধন কঠিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর কুক্কুরপদ বাচ্য হইতে পারিব না। তিনি স্বয়ং ব্যাসাবতার, কুমার সন্ন্যাসী, ঘোর শ্মশানবাসী, শবচীরধারী। সাক্ষাৎ হর। হরলীলা যে সত্য তাহা দেখাইতে তাঁর অবতার। সেই হরের শ্রীচরণে যদি স্থান চাই, সংসারের ভোগকে ডাঁটার ঝাল বলিয়া ভাবিতে হইবে। তাহাতে আদৌ দৃষ্টি থাকিবে না। সে কুক্কুরেরও ন্যক্কার। জীবং-কুণ্ডুর জলেই অর্থাৎ আত্মানন্দ সরোবরের জলেই যথার্থ তৃপ্তি। আত্মারাম দ্বন্দ্বাতীত রাম সে জল সর্ব্বদাই পান করিতেছেন। তাহাতে তিনি বিভোর ছিলেন। তাহার প্রাপ্ত্যুপায় দ্বিবিধ। ভক্তিবাদিমতে ভগবানের কৃপায়; জ্ঞানবাদিমতে আত্মজ্ঞান। পরমভক্ত শ্রীরাম বলিলেন—"মার কৃপাই প্রধান অবলম্বন। গৌণ অবলম্বন আত্মনিদিধ্যাসন। কিন্তু সে নিদিধ্যাসনেও জীবের কৃতিত্ব নাই। তাহাও মার। তাই বলিলেন—"তোর জীবং-কুণ্ডুর জল খাব।" জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের কি সুন্দর সমন্বয় জ্ঞানভক্তির অবতার রাম সহজ কথায় করিলেন। উপনিষদেরও এই সমন্বয়।

আত্মানন্দেই তৃপ্তি

ভক্তি জ্ঞান সমন্বয়

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীতে আত্মস্বরূপ, আত্মজ্ঞানের ফল ইত্যাদি বলিয়া গুরু যমরাজ শিষ্য নাচিকেতাকে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহু শ্রুতেন।
য মে বৈব বৃনুতে তেন লভ্যস্তমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তনূস্বাম ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বেদাদি পাঠফলে কিম্বা মেধাবলে, বা বহুশ্রুত অর্থাৎ বহুশাস্ত্রালোচনায় পাওয়া যায় না। জীব যে আত্মাকে জানিবার জন্য সর্ব্বপ্রাণে অনুসন্ধান করে সেই আত্মদ্বারা আত্মলাভ হয়। সেই আত্মাই সেই আত্মজিজ্ঞাসুর নিকট স্বীয়তনু প্রকাশ করেন।

আত্মকৃপা

আত্মকৃপাই আত্মলাভের দ্বার। ভক্তসন্তান তাহাকে 'তারামার কৃপা' বলিয়া এই অধমকে নিগূঢ় তত্ত্ব ইঙ্গিত করিলেন।

তারা মা পরমাত্মা। কখনও জীবকে তিনি আপনাআপনি কৃপা করিয়া আত্মতত্ত্বদেন; কখনও জীব বহু আয়াসে তাঁরই কৃপায় আত্মতত্ত্ব পায়।

কোন সাধক বিড়াল শাবকের ন্যায় সর্ব্বদাই মিউ মিউ করিতেছে, কখন মা আসিয়া ঘাড় ধরিয়া লইয়া যায়। আর কোন সাধক বানর শাবকের ন্যায় মাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। উভয়কে কিন্তু মাই লইয়া যান। তিনি না লইলে উপায় নাই।

বাম ! তুমি একাধারে বাবা ও মা। আমরা অধম সন্তান নিজবলে যাইতে পারিব না। তুমি দয়াময় অধমকে কোলে করিয়া লইয়া যাইও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১। সিমুলতলায়।

বাবা আমারদিকে স্রোৎকুণ্ডু হইতে করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। নয়নে কি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। যেন সর্ব্বাঙ্গ কৌমুদী স্নাপিত হইল। ক্ষণেক পরে ক্ষ্যাপাঠাকুর জল হইতে উঠিলেন। পরিধান সামান্য কৌপীন। জলার্দ্রগাত্রে পথ দিয়া উত্তর পশ্চিম মুখে ছুটিলেন। আমাকে পশ্চাৎ যাইতে ইঙ্গিত করায় আমিও ছুটিলাম। কয়েক পা গিয়া পথ পার হইয়া বামদিকে তাঁর আশ্রমকে রাখিয়া উচ্চ জমি হইতে নামিলেন। তখন আমি ইহাকে সিমুলতলা বলিয়া জানিতাম না। তাঁর আশ্রমও চিনিতাম না। দেখিলাম পথ হইতে সিমুলতলা এক মানুষভোর নীচে। বহুবৃক্ষে আবৃত। খানিকটা পরিষ্কার জমি, বাকীটা লতাপাতায় জঙ্গলময়। মড়ার মাথা ভাঁটার মত গড়াগড়ি যাইতেছে। পরিষ্কার স্থানের উত্তরে একটি শৈবালাবৃত উত্তরদক্ষিণে লম্বা, পূর্ব্বপশ্চিমে প্রশস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী। তার সম্মুখে বাবা উত্তরমুখে দাঁড়াইলেন। আমি পশ্চাতে নির্ব্বাক্ দণ্ডায়মান। বাবা ঐ বেদীতে জয়তারা বলিয়া প্রণাম করিলেন। আমাকে বলিলেন—"বাবা এই সিমুলতলা, বশিষ্টের আসন, ঐ তারামায়ের পাদপদ্ম। "প্রণাম কর।" তখন আমি ঐ বেদীর উপর

সিমুলতলায়

পাদপদ্মে প্রণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানি প্রস্তর দেখিতে পাইলাম। প্রণাম করিলাম। চিন্ময়ী বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি জলেস্থলে প্রস্তরে মৃত্তিকায় সর্ব্বত্রই বিরাজমানা। এই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভূৎ দ্বন্দ্বাতীত সেই মহাপুরুষ তারামার পাদপদ্মবোধে সেই প্রস্তরকে পূজা করিতেন। বসিষ্ঠাদি সিদ্ধগণের আসনকে এত গৌরব করিতেন। এই আসনের তিনিই অধিকার পাইয়াছিলেন। তাঁর গুরু কৈলাসপতি ব্রজবাসী ক্ষ্যাপা এই পীঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া পীঠাধিকার দিয়া গুরু অদৃশ্য হন। বাম অনাদি সিদ্ধ হইলেও এদেহে এই পীঠে লীলা করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং এ পীঠ এ আসন ও এই সিমুলতলা তাঁর প্রাণের প্রাণ ছিল। তিনি সিমুলতলার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সিমুলতলার জন্য অন্নপূর্ণার রাজ্য কাশীধাম, অমরাবতী সদৃশী কলিকাতা নগরী তৃণজ্ঞানে ত্যাগ করেন। সেই সিমুলতলায় তাঁর আকৃষ্ট দীনহীন তাপিতকে শান্তি দিবার কারণ লইয়া গিয়াছেন।

প্রিয়ভূমি

সুতরাং শতমুখে সিমুলতলার মহিমা তার নিকট খ্যাপন করিলেন। "বাবা এ দিব্য অদ্ভুত স্থান। এখানে তারামা লীলা করেন। এ বশিষ্টের আসনে আড়াইলক্ষ জপ করিলেই মন্ত্র চৈতন্য হয়।" ইত্যাদি। আবার ঐ আসনে সাধনা অতি কঠিন তাহা বুঝাইতে কহিলেন—"জপ করবে কি বাবা মশায় টেনে নিয়ে

মহিমা কীর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়।" সত্যই ঐ জঙ্গলপূর্ণ প্রাচীন শ্মশানে ভয়ঙ্কর মশা। উহার পশ্চিম পারেই দ্বারকানদীর গর্ভে বালুকাময় পুলিনে নব্য মহাশ্মশান। নিত্যই শব সমাগমের ধুমধাম। শব দাহ না করিয়াই কেবল মুখে অগ্নি দিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া যায়। অন্তেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তেই তথায় প্রতীক্ষমান শৃগাল ও কুকুরগণ বালি খুঁড়িয়া শকুনিগণের সহিত মহোল্লাসে শবমাংস ভোজন করে। অস্থি ছড়াইয়া থাকে। এই শ্মশানের মড়াখেকো মশা এক একটী বেশ পরিপুষ্ট। ঐখানে জপতপ বিশেষ সাহসের আবশ্যক। বাবা তাহাই জানাইলেন। আসনাধিকারিগণের বিনা অনুমতিতে ঐখানে থাকা যায় না ও থাকিলেও কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

সাধনের কঠোরতা

এই সিমুলতলা সম্বন্ধে বামের ভাব তাঁর ভাষায় নগেন্দ্রপাণ্ডার রচিতচিত্রে ব্যক্ত।

মন চল চল সিমুলতলা
(মনরে) কেন গৃহবাসী তারা সর্ব্বনাশী
যথা দিবানিশি করে খেলা।
দ্বারকারি তীরে বশিষ্ঠ আশ্রম
জগৎ ঘুরে মুনি করে বহুশ্রম
(হেথা) গিয়ে তারাপূজায় ক্রম
ঘুচলো মনের ভ্রম
মতিভ্রম জীবের জ্বালা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপিলে তিন লক্ষ মা হবেন প্রত্যক্ষ
এই আজ্ঞা তন্ত্রে আছে শিববাক্য।
মনকে করে ঐক্য রাখি গুরুপদে লক্ষ্য
জপ কর বর্ণমালা।
(হেথা) আছে তারার চরণ (তাহা) লহরে শরণ
হবে নিবারণ জনম মরণ
কেন অকারণ ভোগ বিড়ম্বন
করোনা রে হেলা।
কহে বামা ক্ষ্যাপা তারা বেদো বেটী
কুচলে বড়ি করে সকল কর্‌লে মাটী।
(বেটীর) কাজের বেলা দেখ মহাদাঁতকপাটী
মুণ্ডমালা জীবে কেলা।

বাবার প্রস্তরপূজা পৌত্তলিকতা নহে। দুঃখের বিষয় সর্ব্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শি ঋষিগণের ভাব না বুঝিয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট শিলাদি পূজাকে পৌত্তলিকা বোধে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ আমাদের পূজাপদ্ধতি হেয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যে ঋষিগণের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদ স্ফুরিত, যাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্মৈব পশ্চাদথ পৃষ্ঠতশ্চ।' ইত্যাদি মহাবাক্যে উপনিষদের জলদগম্ভীরনাদে জগতের চরমসাধনা ব্রহ্মৈকাত্মতা ঘোষণা করিয়াছেন, সেই ঋষিগণ কখনও কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিৎজড়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন

পৌত্তলিকতা দোষে দুষ্ট হইতে পারেন। তাঁহারা মৃত্তিকা বা প্রস্তরকে পূজা করেন না, ঐ মৃত্তিকায় ও প্রস্তরে যে চৈতন্য অনুস্যূত সেই চৈতন্যের পূজা করেন। সেই চৈতন্যের দ্বিবিধা দিক্ চিন্ময়ী ও শক্তিময়ী। চিৎ ও শক্তির পরমার্থতঃ প্রভেদ নাই। তাই তন্ত্রের প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় কেবল জড়শক্তিময়ী নহে প্রত্যুত তাহা চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি। সমস্তই একদিক্ হইতে দেখিলে শক্তির লীলা; আবার অপরদিক দিয়া দেখিলে চিত্তের লীলা। একদিক জড় অন্যদিক চিন্ময়। চিজ্জড়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন। এই গভীর তত্ত্বের আভাস

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

আধুনিক জড়বিজ্ঞান কিছু কিছু পাইতেছে। তাই Atomic theory (অনু-বাদ) Ionic theory-তে (শক্তি-বাদে) পরিণত। ক্রমশঃ শক্তিবাদ চৈতন্যবাদে পরিণত হইবে। জড়বাদী ক্রমে ভগবানের শক্তি উপলব্ধি করিবে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোমাদি জড় এবং মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি চিন্ময় পদার্থ সকলই সেই অনন্তশক্তিমান্ এক চিন্ময়ের ভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের মধ্যে আপাতঃ প্রতীয়মান

ব্রহ্ম

ভেদ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ক্রমে অভেদ বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতেছেন। ঐ একবস্তু যাহার দুইদিক্ জড় ও চিৎ তাহাকে বেদে ব্রহ্ম বা সর্ব্ববৃহৎ বলে। তাঁর শক্তিকে বৈদিক ঋষি প্রণাম করিতেছেন—

অজামেকাং লোহিতশুক্লাকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।

সেই এক মহাশক্তি লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ ধর্ম্মাবলম্বিনী অর্থাৎ রজঃসত্ত্বতমোময়ী। তিনি অনাদি, অজা, তিনি এই অনন্ত সন্তান সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁকে প্রণাম করি।

প্রকৃতি — কপিলদেব এই বেদের বাণী হইতে 'মূল-প্রকৃতিরবিকৃতিঃ' এবং সেই প্রকৃতির বিকৃতি মহদাদি সৃষ্টি দেখাইয়াছেন! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উঠে। সেই অহঙ্কারের সৃষ্টি ত্রিধারা। স্বাত্ত্বিকী সৃষ্টি মন, রাজসিকী সৃষ্টি ইন্দ্রিয়, তামসিকী সৃষ্টি পঞ্চতন্মাত্র।

সাংখ্যতত্ত্ব — সুতরাং পরার্থতঃ জড় ও চৈতন্য এক। চৈতন্যই জড়ের প্রভব আবার জড়ই অবিভাবিত চৈতন্য। এক অখণ্ড চৈতন্যই জগতে বর্ত্তমান। তার লীলাবস্থা বা মায়িকাবস্থাই শক্তি। শক্তিতে চিদংশ অপরিস্ফুট তাই জীব তাকে জড় বলে। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

সকলই চৈতন্যময় — মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মরি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে ধনঞ্জয়! জানিও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। এই নিখিল জগৎ আমাতেই সূত্রে মণিগণের মত গ্রথিত।

একেশ্বরবাদিগণ! পৌত্তলিকতা কোথায়? যাকে পুতুল বলিতেছ সে যে অনন্তজ্ঞানের বিকাশমাত্র। পুতুলপূজাও যে জ্ঞানের পূজা! আর ভাইগণ! তোমরা জাননা যে হিন্দু পুতুলকে পুতুলজ্ঞানে পূজা করে না। নিরাকার ধারণা বড়ই কঠিন। তাই সে নিরাকারের আকার কল্পনা করে। সেই আকার সম্মুখে স্থাপিত করিবার জন্য খড় দড়ি প্রভৃতি দিয়া কাঠাম করে, মাটী দিয়া দোমেটে করে এবং তাতে রং ফলায়। কিন্তু তখনও প্রতিমাকে পূজা করে না। সেই প্রতিমাতে মন্ত্রদ্বারা অনন্ত চিন্ময়ীর আবাহন করিয়া ঐ অভিভাবিত চৈতন্যকে জাগাইয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ সেই চিন্ময় বা চিন্ময়ীর পূজা করে। সে কি এত মূর্খ যে সম্মুখে দেখিতেছে তার হাতেগড়া খড় মৃত্তিকার বিকার আর তাকে ধ্যান করিবে—

প্রতিমা পূজাতত্ত্ব

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

জটাজূট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাং
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং
নবযৌবন সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্॥ ইত্যাদি

ধ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি মা জটাজূট সমাযুক্তা, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতভালী, ত্রিনয়না, পূর্ণচন্দ্রাননী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুলোচনা, নবযৌবন সম্পন্না, সর্ব্বাভরণভূষিতা। সেই নির্জীব

আহুতি মৃত্তিকার পদে জবাদি দিয়া বলিবে—'দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা'—হে দুর্গতিহারিণি, মা রক্ষাকর্ত্রি, তোমাতেই সব আহুতি হইতেছে। সেই মৃত্তিকায় স্তব করিবে—

স্তব

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

তুমি বিশ্বব্যাপিকা বৈষ্ণবী শক্তি, তোমার প্রভাব অনন্ত। তুমিই বিশ্বের বীজ, তুমিই পরমা অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া। তোমার মায়াতে সমস্ত জগৎ মোহিত; তুমি মা প্রসন্না হইলে এ ভবে জীবের মুক্তি দাও।

জগতে পৌত্তলিকতা নাই ও থাকিতে পারে না। মসজিদে মহম্মদীয়গণ, গির্জ্জায় যিশুভক্তগণ যে সর্ব্বশক্তিময়কে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হয় সেই সর্ব্বশক্তিময়কেই হিন্দু মন্দিরে তাঁর প্রতিকৃতি করিয়া আত্মনিবেদন করে। সেই সর্ব্বশক্তিময়ের নিকট সরলপ্রকৃতি সাঁওতাল মরুনসারনায় হৃদয়ের কথা জানায়। কেন ভাই! অপরের সাধনাপ্রণালী অবগত না হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরকে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞাকর। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ তোমা আমা অপেক্ষা জ্ঞানী। তাঁহারা অন্তর্জ্জগৎ দেখিয়াছেন। তাঁদের সাধনাপ্রণালী কখনও দুষনীয় নহে।

যে দেশে যে সময়ে যেরূপ সমাজের যেরূপ সাধনা আবশ্যক তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন! আবার সে ব্যবস্থার বৈচিত্র্য এই যে সমাজ যেমন সাধনাবলে উন্নত হইবে তেমনি তেমনি সাধনার উন্নতস্তরে উঠিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯২। অন্তর্যামী।

শ্রীবামের তারা পাদপদ্মে প্রণামে উপরোক্ত ভাব আমার মনের ভিতর দিয়া তা দ্রুতবেগে ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই মার কথা মনে পড়িল। মন গর্ভধারিণীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই ত বামের নিকট আসা।

প্রাণের ভাব

মনে হইতে লাগিল আড়ালে মহাপুরুষকে পাইয়াছি, প্রাণের কথা, অন্তরের ব্যথা জানাই। তিনি দয়ালু নিশ্চয়ই দয়া করিবেন। যদি শুধু জানাইলে দয়া না হয় পায়ে পড়িয়া কাঁদি যে আমার স্নেহময়ী জননীকে বাঁচাইয়া দাও।" কিন্তু জানিনা বাম কি গুণ করিয়াছেন। হৃদয় পুড়িতেছে কিন্তু মুখ ফুটিতেছে না। অন্তর্যামী আমার অন্তর জানিয়াছেন

প্রকাশ

বুঝাইবার জন্য পরক্ষণেই বলিলেন—"বাবা আমারও মা ছিল, সে যে দুধু মা, সে আর মাই দেয় না। এখন তারামার মাই খাই। এমা আর মরবে না।" আমি বিস্মিত হইলাম। মহাপুরুষ আমার মনের কথা যাহা এত নিভৃতে রাখিয়াছি ফণিবাবুর কথা দূরে থাকুক পূজনীয় পিতৃদেবকে, জননীকল্পা সত্যভামাদেবীকেও বলি নাই—"সে কথা ক্ষ্যাপা কেমনে জানিল। সত্য সত্যই গর্ভধারিণী দুধুমা।" সন্তানের জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষার জন্য বিশ্বমাতা তাঁর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করেন। আর তিনিও চিরকাল স্তা দেন না। দুই তিন বা পঞ্চ বৎসর মাত্র দেন। সন্তান যেমন বড় হইতে থাকে মার উপর তার নির্ভরতা তেমনি কমিয়া যায়। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"মা মলে কি ছেলে বাঁচে না ?"

সে মা তো নশ্বর। তাঁর শরীর ত রক্ত মাংসের। শরীর চিরস্থায়ী নহে। তারা মাই তো সনাতনী। তিনি জগতের মাতা। সমস্ত জীবই তাঁর সন্তান। যদি এ

দুধুমা

দুধুমার সন্তানের প্রতি এত স্নেহ এত মায়া এত মমতা, সে অনন্ত সনাতনী জগদম্বার সন্তান প্রতি না জানি কত স্নেহ কত মায়া কত মমতা। পদে পদে তো তাঁর স্নেহের আদরের পরিচয় সন্তানে পাইতেছে। তিনিই তো—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"

সেই দেবী যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে সম্যক্ বিরাজমানা। হায় অবোধ সন্তান! সেই অনন্ত স্নেহময়ী মাতার অনন্ত স্নেহপূর্ণ স্তন্য পান না করিয়া সংসার বিষপানের জন্য তুমি ব্যস্ত! শ্রীরামের ন্যায় সন্তানই সেই মাকে

তারামা

চিনেন। সেই মার স্তন্যপান করেন এবং কখনও মাতৃহারা হন না। বুঝিলাম যদি যথার্থ মাকে চাই তো দুধুমাকে চাহিলে চলিবে না—তারামাকে মা করিতে হইবে। দুধুমা সেই তারামারই ছায়া। ছায়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজী কতক্ষণ থাকে। বিম্বের অস্তিত্বেই প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব। বিম্বই স্থায়ী, প্রতিবিম্ব অস্থায়ী। বিম্বকেই চিনিতে হইবে। তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বুঝা যাইবে। সেই বিশ্বময়ী অনন্ত-স্নেহময়ী তারা মাই যথার্থ মা! সে মাকে পাইলে আর আমার কস্মিন্ কালে মাতৃশোক হইবে না। ধন্য বাম এক কথায় দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝাইলে। তারামাকে আমার মা করিয়া দিবে তাহার ইঙ্গিত করিলে।

গীত।

অন্তর্যামী তুমি দয়াময়।
এ ঘোর নাস্তিকে দিলে পরিচয়।
ছাড়ি জলখেলা না মুছিয়ে জল
ছুটিলে আপন প্রেমে টলমল।
তোমারও ইঙ্গিতে চলে সাথে সাথ
চরণ তোমার সিমুলতলায়।
তারাপদাঙ্কিত পাষাণে নমিলে
সাধ তারাময় এ জনে বুঝালে
অন্তরের কথা জানিয়ে বলিলে
অমিয় প্রলেপ দিতে যে ব্যথায়।
"আমারও মা ছিল সে শুধু মা বলে
কতদিন বাবা সে জননী রয়।
তারামার মাই এখন যে খাই
এ মার মরণ কখনও না হয়॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। চক্র।

আমার প্রাণের কথা ইঙ্গিত করিয়া বাবা ধীরে ধীরে সিমুলতলা হইতে ফিরিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথের দিকে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া পথের ধারে

আশ্রম

একখানি চালা ঘরে আসিলেন। ইহাই তাঁর আশ্রম বুঝিলাম। ইহার সম্মুখে পূর্ব্বদিকে একটু খোলাজমির পরে গ্রামের পথ। তৎপরে প্রকাণ্ড জীবৎকুণ্ড ও তারপর যতদূর দৃষ্টিচলে ততদূর খোলা আকাশ। অনন্তের ছবি কতকটা এখান হইতে পাওয়া যায়। ঐ খোলা জমির উপরও বাবা থাকিতেই কয়েক বৎসর পরে একখানি খোলা চারিচালা নির্ম্মিত হয়। দেখিলাম ঘরে চাবি দেওয়া। বাবা ঘরের ভিতর থাকেন না। দরজায় দক্ষিণদিকে সান বাঁধান দাওয়ায় থাকেন। পরে জানিলাম ঘরের সাজসজ্জা মড়ার চ্যাটা, মড়ার মাথা, মড়ার মালসা, ৩।৪টী

আসবাব

ত্রিশূল, ২।৪ খানি খাঁড়া ও ৩।৪টা চিমটা। আমি যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবাকে কলিকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সযত্নে আনাইয়াছিলেন এবং এক মূল্যবান্ রূপার ফুর্‌সি দেন। বাবাকে যে কিছু প্রণামী দিত তাহা প্রায়ই চুরি যাইত। কে নিত বাবা জানিতেন, কিছু বলিতেন না। তাঁর সেবক পাণ্ডাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে এই লইয়া বাদানুবাদ চলিত। তাই তাঁরা বাবার প্রণামী টাকায় এক লোহার সিন্ধুক ক্রয় করেন। সেই সিন্ধুকও ঐ ঘরে থাকিত। তাহাতে রূপার ফুরসির সহিত মড়ার মাথাও ছিল। ঐ ঘরের একটী দ্বার ভিন্ন অপর কোন ছিদ্র না থাকায় উহা অন্ধকারময়। আর ঐরূপ শ্মশানের জঞ্জালে পরিপূর্ণ থাকায় উহাতে মধ্যে মধ্যে সর্পও বাস করিত। বাবা বলিতেন—"বড়লোকের ঘর বাবা! আলান খরিশ প্রভৃতি থাকা চাই।" ঘরের আসবাব দেখিয়া পুষ্পদন্তের বাণী মনে পড়ে—

মহোক্ষঃ খট্টাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্মফণিনঃ
আত্মারাম — কপালঞ্চেতীয়ৎ তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং স্তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্‌ভ্রূ প্রণিহিতাম্
নহি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি॥

হে বরদ! (ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু) একটী বড় বৃষ, একখানি খট্টাঙ্গ, একটী পরশু, একখানি চর্ম্ম, চিতাভস্ম, সর্প ও নরকপাল —এই তো তোমার উপকরণ। কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ যে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন তাহা তোমার ভ্রূভঙ্গীতেই হয়। তবে তোমার কেন এদশা? তুমি যে আত্মারাম। আপনার পূর্ণানন্দে আপনি, বিভোর। ক্ষুদ্রভোগানন্দে তোমার মন কেন যাইবে। বিষয় মরীচিকা কি কখনও স্বাত্মারামকে ঘুরাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা দাওয়ায় ঢুকিয়া ভিজা কৌপীন ছাড়িয়া আর একটী কৌপীন পরিলেন। তিনি দক্ষিণমুখে ও আমি ২।৩ হাত দূরে উত্তরমুখে সেই দাওয়ায় বসিলাম। মহাপুরুষকে

অমূল্য শূন্য

যতই দেখিতেছি ততই মধুময় লাগিতেছে। পাদস্পর্শের জন্য ব্যগ্রতা নাই। মাঝে মাঝে তুধুমার কথা মনে পড়িতেছে। তাঁকে বাঁচাইতে আসা। সুতরাং মন যেন ঐভাব পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কিছুতেই ছাড়িতেছে না। কিন্তু বৈরাগ্যময় মহাপুরুষের কি প্রভাব। ঐভাব একবার জাগিতেছে, আবার ডুবিতেছে। ক্রমে যেন মন শূন্য শূন্য লাগিল। ভালমন্দ সংসার অসংসার যেন কিছুই জ্ঞান নাই। এমন সময় ফণিবাবু বাসা হইতে বাবার জন্য আনীত বিলাতি একবোতল কারণ ও অন্যান্য

রক্তবর্ণ কারণ

ভোজ্য আনিলেন। বাবা ভক্তির উপহার সাদরে দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তুইতিনজন লোক জুটিল। বিলাতি কারণ দর্শনে তাদের হৃদয় উৎফুল্ল, বাসনা সতৃষ্ণ। "বাবা! রক্তবর্ণ কারণ এসেছে, রক্তবর্ণ কারণ এসেছে," বলিয়া উঠিল। বাবা নিরুত্তর। বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহারা নিজেরাই ছিপি খুলিতে লাগিল। তার জড়ান ছিপি, খুলিতে সময় লাগে। তাদের আর অপেক্ষা সহে না। বোতলটীর মুখ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই যেন ভাল হয়। বাবা তামাসা দেখিতেছেন। নয়নকোণে ঈষৎ মধুর হাসি খেলিতেছে। সাধনায় সিদ্ধি। তাদের চেষ্টায় বোতলের ছিপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খোলা হইল। বাবার সম্মুখে বোতল রাখিয়া বলিল—"বাবা উৎসর্গ করিয়া দিন।" তারা বড়ই ব্যস্ত। বাবা প্রসাদ দিতে কেন এত বিলম্ব করিতেছেন। তাদের মনের ভাব আর প্রসাদের আবশ্যকতা কি? কিন্তু মুখে তা বলিতে পারিতেছে না। বাবা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। নিজভাবেই বিভোর।

উৎসর্গ

তাহারা বাবার চট্‌কা ভাঙ্গাইবার জন্য বারবার বলিতেছে—"বাবা! তারামাকে কারণ দিন।" তখন বাবা বোতলটী বাম হাতে ধরিয়া দক্ষিণ করে তার উপর জপ করিলেন। মনে মনে কি শোধনমন্ত্র বলিলেন, জানি না। প্রকাশ্যে মন্ত্র হইল—"তারা মা ঘোড়ার মুৎ খা, ঘোড়ার মুৎ খা, ঘোড়ার মুৎ খা।"

আগন্তুকগণ প্রসাদের জন্য উন্মুখ হইলেন। বাবা পাত্রে খানিকটা ঢালিয়া অবলীলাক্রমে সরবৎপানের ন্যায় পান করিলেন। কোন কোন শুদ্ধাচার পাঠকের মনে হইতে পারে এতে আর বাহাদুরী কি? পাকা মাতাল তাই বিলাতীমদের ও ঝাঁঝ বামকে লাগিল না। কিন্তু বামের এ বিষয়েও অচিন্তনীয় প্রভাব যাঁহারা পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা জানিয়াছেন।

বিনাজলে বোতল বোতল বিলাতি মদও তিনি খাইতেন, তাঁর মুখবিকার বা জিহ্বার জড়তা বা মনের বিক্ষেপ হইত না। আবার যখন তাঁর ইচ্ছা হইত তখন তিনি এক পাত্র খাইয়াই ঢলিয়া পড়িতেন। ফলকথা মদে তাকে খায় নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মদ খাইতেন। মদে তাঁর মনের বিকার আনিতে পারিত না।

তিনি পানপাত্র গ্রহণ করিলে অভ্যাগতগণ যেন বাঁচিল। তারা তথা হইতে মালা কুড়াইয়া যে যার মালা বাবার সম্মুখে ধরিল। বাবা সকলকে পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। তারা মূর্খবিকারের সহিত পান করিয়াই মুড়ি শুদ্ধি লইল।

আবার প্রসাদ চাহিল বাবাও প্রসাদ দিলেন। তাদের মন বিকশিত হইল। তারা বশিষ্টের সিদ্ধিক্ষেত্রে মহাশ্মশানে শ্রীবামের আশ্রমে চক্রে বসিয়াছে। সাক্ষাৎ বামরূপী বাম তাদের চক্রেশ্বর। সুতরাং তাদের মনে ধর্ম্মভাব ভিন্ন অন্যভাব খেলিতে পারে না। মদের প্রথম গুণ মনোবিকাশ। তাদের মধ্যে একজন গান ধরিল—

প্রসাদ বিতরণ

হৃদয় বিকাশ

ব্রহ্মাণ্ডেতে খুঁজে এলাম ব্রহ্মময়ী মা তোমারে।
কোথাও না দেখ্‌তে পেয়ে দেখি শেষে হৃদ্‌মাঝারে॥

স্বরতরঙ্গ সেই মহাশ্মশানকে কাঁপাইয়া দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিল। আমার প্রাণের তন্ত্রীতেও ঝঙ্কার দিল। সত্যসত্যই ব্রহ্মময়ী মা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইলেও জীব যতক্ষণ না অন্তর্মুখীন ততক্ষণ তাঁর উপলব্ধি হয় না এবং ভিতরে উপলব্ধি না হইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ভাবেরও উদয় হয় না। ভাবিলাম মহাপুরুষের কি

সঙ্গীত ঝঙ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমা। এরূপ অশিক্ষিত মদ্যপায়ীকেও কি ভাব দিলেন। ভাবের মধুরতায় সুরও কি মধুর। এখনও যেন সে সুর কাণে লাগিয়া আছে।

ক্রমে পাত্রের পর পাত্র চলিতে লাগিল। বোতল ফুরাইল। তাদের বিকারভাব আসিয়াছে। অতিথিগণের ইচ্ছা আরও দুএক বোতল ধান্যেশ্বরীও চলে। আমার ইচ্ছা আর বাড়াবাড়ি না হয়। শ্রীবাম আমার বাসনাই পূর্ণ করিলেন তাদের মধ্যে কেচামেচি আরম্ভ হইল। পরে তারা বচসা করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাবার অচল অটল ভাব।

আমি তন্ত্র পড়ি নাই। তান্ত্রিকচক্র পূর্ব্বে দেখি নাই। কখনও পঞ্চমকারে সাধনাও করি নাই। হরিলোটের ছেলে বাল্যকালে হরির দিকেই টান ছিল। হরিনাম করিতে সময়ে সময়ে প্রীতি হইত। রামায়ণ মহাভারত পড়িতাম। শ্রীভগবানের চরিত্র বড় ভাল লাগিত। শক্তিনামে তত আস্থা ছিল না। দুর্গোৎসবাদি বাটীতে হইত। হৃদয় হইতে দুর্গা বলিতাম না। পাঁটা কাটার সময় 'জয় মা দুর্গে' ছাগ গুড়াগুড় ধ্বনি মুখ হইতে বাহির হইত। রোগাদির যন্ত্রনায়, পরীক্ষার ধমকে 'কোথা হরি' বলিয়াই বেশী ডাকিতাম। কিন্তু বৈষ্ণবাচারীও ছিলাম না। মৎস্য, মাংস, হংসডিম্ব প্রভৃতি সবই চলিত। বৈষ্ণবভাব তো ছিলই না। সে ভাব কত উচ্চ।

তন্ত্রানভিজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

যিনি তৃণ অপেক্ষা আপনাকে নীচজ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া স্বীয় মস্তকে বাতাতপ নীরবে সহ্য করিয়া আশ্রিতজনকে ছায়া দেন, যিনি মান গর্ব্ব সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, অথচ পরকে শ্রীভগবানের বিভূতিবোধে মান দিয়া থাকেন, তিনিই হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকারী। আমার সে অধিকার ছিল না এখনও হয় নাই। আমি শাক্তও ছিলাম না। আমার খিচুড়ি ভাব ছিল। কোন তন্ত্রেই বিশ্বাস ছিল না। আস্তিক্য বুদ্ধিও ছিল না। তবে আমি কারণের দলেও ছিলাম না। তাহার প্রতি আমার বিদ্বেষই ছিল। যৌবনোদ্গমে নানা পাপ করিয়াছি বটে, মদ্যপান করি নাই। উহাতে কেমন ভয় ছিল। উহা সংসারীর পক্ষে বিষ বলিয়া জানিতাম। বৈদ্যক শাস্ত্রে সুরার প্রশংসা পড়িয়াছিলাম।

না শাক্ত

না বৈষ্ণব

মদ্যেবিরতি

প্রায়শোঽভিনবং মদ্যং গুরুদোষ সমীরণম্।
স্রোতস্রাং শোধনং জীর্ণং দীপনং লঘুরোচনম্॥
হর্ষণং প্রীননং বর্ণ্যং, ভয়শোকশ্রমাপহম্।
প্রাগল্ভবীর্য্যপ্রতিভা তুষ্টি পুষ্টি বলপ্রদং॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদের গুণ সাত্ত্বিকৈর্বিধিবৎ যুক্ত্যা পীতং স্যাৎ অমৃতং যথা ॥

চরকসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ২৭ অধ্যায়ে।

প্রায়ই নূতন মদ গুরুপাক ও ত্রিদোষোত্তেজক। পুরাতন মদ্য দেহের রসাদি বাহী নাড়ীকে শোধন করে, অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘুপাক, রোচক, হর্ষজনক, প্রীতিকর, বর্ণবর্দ্ধক, ভয়শোক ও শ্রমের নাশক, প্রগল্‌ভতা, বীর্য্য প্রতিভা তুষ্টিপুষ্টি ও বল বিধান করে। সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি এই মদ্য যথাবিধি উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অমৃতের ন্যায় ইহা হইয়া থাকে।

নিয়মিত ব্যবহারে মদ্যের গুণ যে সুধার ন্যায় তাহা পাশ্চাত্যগণের দৃষ্টান্তে দেখিয়াছিলাম। তথাপি কখনও ঐ সুরার পক্ষপাতী ছিলাম না। কামিনী অপেক্ষাও মদের মোহিনীশক্তি অধিক। কামিনী বাগুরা হইতেও লোকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু মদিরা জাল হইতে মুক্তি পাওয়া দুর্ঘট। আবার দুইজালে যে জড়িত তার দফা রফা।

মদ মনকে বশীভূত করিয়া ক্রমে কাজের বার করিয়া ফেলে। মাতাল কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে

মদের দোষ সর্ব্বত্রই ঘৃণিত। মাতাল পশুবৎ ও শেষে কাষ্ঠকুড্যবৎ হয়। এই পরিণামও আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলাম। মদ্যপানের বিষময় ফল বুঝিয়াই সমাজ রক্ষার জন্য পুরাণে যদুবংশ ধ্বংশাদি দৃষ্টান্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাতক। মদ সর্ব্বতোভাবে সংসারীর হেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু শক্তিতন্ত্র মদের পক্ষপাতী। তন্ত্রের মত যে পঞ্চমকার সাধকেরাই বীর-সাধক ইত্যাদি শুনিয়াছিলাম। তখন মকারতত্ত্ব জানিতাম না। এখনও বাম আমাকে ঐ তত্ত্ব যেরূপ হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়াছেন তাহা স্থানান্তরে লিখিয়াছি। কিন্তু বাম আমাকে মকার সাধনা এখনও দেন নাই।

বামের চক্রদর্শনে তাঁর আচরণের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ভাব না আসিলেও স্মৃতি ও তন্ত্রের এই বিরোধ হিল্লোলে আমার মন দোলায়িত। বাম তাহা বুঝিয়াছিলেন। আমি মকার সাধনের অধিকারী নহি জানিয়াই আদর্শ গুরু মদের প্রতি অনুরাগ না আসে সেই জন্য মদকে 'ঘোড়ার মুং' বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪। কলিকাতার অভাব।

চক্রশেষ হইল। নটুপাণ্ডা আমাকে তারামার প্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিতে আসিলেন। তখন অপরাহ্ণ প্রায় ৩টা। বাবার অনুমতি মনে মনে চাহিতেছিলাম। বাবা প্রকাশ্যে অনুমতি দিলেন; আমি আশ্রম হইতে উঠিয়া মন্দির বাটীতে আসিলাম। তখন সকলেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

প্রসাদ গ্রহণ

একা আমি মন্দিরের দালানে বসিলাম, প্রসাদের ব্যবস্থা বাবা তো পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন। দেখিলাম মোটা আতপের ভোগ, খোসাসমেত কলাইডাল, ডেঁটো খাড়ার চড়চড়ি, ঘুষো মাছের অম্বল, আর গুড়ের পায়েস। তারামার কি মহিমা। প্রসাদ যেন অমৃত লাগিল। দাতার 'জয়' দিয়া প্রসাদ পাইলাম। তদন্তে পাণ্ডার বাড়ীতে যাইলাম। ক্লান্তিবোধ হইয়াছিল,

বিশ্রাম

একটু শয়ন করিলাম। না জানি বাম কি গুণ করিয়াছে। তাঁকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। এ ব্যাকুলতা স্বার্থ-প্রণোদিত। মনে হইল যার জন্য আসা বাম এখনও তো তাহা করিলেন না। আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই বটে, তিনি তো আমার মনের কথা সব জানিয়াছেন। তথাপি কেন আমার মাকে বাঁচাইয়া দিতেছেন না। দেখি একবার-যাই, মনের ব্যথা মুখে জানাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়ে ধরিয়া কাঁদি। দয়া হইতে পারে। সুতরাং বাবাকে দেখিতে ছুটিলাম। দেখিলাম আশ্রমের সম্মুখে পথে কল্কেফুলের গাছের তলায় বসিয়া আছেন। সঙ্গে তু'একটা কুক্কুর ও তু'তিনজন লোক। মুখ শ্মশানের দিকে। পদ্মাসনে আসীন, লম্বোদর পীনবক্ষঃ, বিস্ফারিত প্রেমোন্মত্ত নয়নযুগল, ঋজ্বায়ত পৃষ্ঠকায়, তুইকর্ণে তুই কল্কেফুল। দেখিয়াই বোধ হইল সাক্ষাৎ শিব কেবল বর্ণগৌর না হইয়া শ্যামল।

শিবরূপ

প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে তাঁর নিকট বসিলাম। মুখে কথা সরিল না। আমাকে দেখিয়া তিনি কলিকাতার কথা তুলিলেন। বলিলেন—"বাবা, আমি তোমাদের কল্‌কাতায় গেস্‌লাম। দেখ্‌লাম সাহেব বাবাদের কি বুজরুকি! আগুণে জাহাজ, আগুণে গাড়ী, ঝপাকাটা ঝপাকাটা গুড়্‌গুড়্‌। কত লোক, কত কি দ্রব্য। কিন্তু বাবা তারামাকে দেখ্‌লাম না।" কলিকাতার কি সুন্দর চিত্র এককথায় দিলেন। কলিকাতা মহানগরী, পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও আশ্চর্য্যের আধার। দেশবিদেশের কত লোক এখানে সমবেত। অপরা বিদ্যার কত চর্চ্চা। বিজ্ঞানের কত আবিষ্কারের ফল এখানে পরিদৃশ্যমান! কি বাণিজ্যবিস্তার। কিন্তু পরাবিদ্যার অনুশীলন এখানে আদৌ নাই। এখানে সকলেরই উদ্দেশ্য ঐহিক। ভোগের জন্য এখানে সকলেই লালায়িত। ঐ যে উদয়াস্ত পথে পথে

কলিকাতার চিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিরত গোযান অশ্বযান প্রভৃতির স্রোতঃ বহিতেছে। ঐ যে পিপীলিকা শ্রেণীসম যাত্রী চলিতেছে। এ ছুটাছুটী কিসের জন্য ভাই? কেবল অর্থের চিন্তা, ঐহিক মান গৌরবের চিন্তাই উহার মূল। তারামার চিন্তা কলিকাতায় কই? কামের দাস আমরা স্বীয় অভীষ্টদেব কামকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া দিবারাত্র তাঁর চরণেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি। চতুর্ব্বর্গ-দায়িনী তারামার মুর্ত্তি কলিকাতায় কয়জনার প্রাণমন্দিরে স্থান পায়? যে যার নিজের ক্ষুদ্র সংসার লইয়াই ব্যস্ত। প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনে না, হৃদয় বিনিময় নাই, প্রেম নাই, কেবল অর্থের বাঁধনই কলিকাতার বাঁধন। কি বাজারে, কি বিচারালয়ে, কি বিদ্যালয়ে, কি নাট্যমঞ্চে সর্ব্বত্রই অর্থই লক্ষ্য। অর্থের কথা, অর্থের চিন্তা। কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কত প্রাসাদমালা নির্ম্মিত, কিন্তু তার অনুপাতে ক'টা হিন্দুর মন্দির, ক'টা মুসলমানের মস্‌জিদ, ক'টা খৃষ্টীয়ানদের গির্জ্জা। কয়জন আবার সেই মন্দিরে হৃদয়ের আবেগে যায়। সেই মন্দিরেই কি শুদ্ধ প্রেমভক্তির আলোচনা হয়? গীতা প্রভৃতির আলোচনা ও এখানে কেবল নিজের নাম বাজাইয়া অর্থোপার্জ্জনের দ্বার নয় কি? কলিকাতার অধিষ্ঠাত্রী কৈবল্যদায়িনী কালীমাও আমাদের হাতে পড়িয়া দোকানদার সাজিয়াছেন। আমাদের গুরুদাদা জগৎক্ষ্যাপা তাই বলিতেন—"কলিকাতা

কেবল ঐহিক চিন্তা

প্রেমভক্তির অভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলির কাঁতা, ঐ দড়িতে কলি ভারতকে বাঁধিয়াছে।” কলিকাতা আমার সাহেব বাবাদের বুজরুকি অর্থাৎ জড়শক্তির বিভূতি ভিন্ন কিছুই নয়। বাবার উপযুক্ত সন্তান ত্যাগী সাধক শ্রীসুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলী ভায়া তাই বলেন - “কলিকাতা ইংরাজের ভারত, ঋষির ভারত পল্লীগ্রাম।” এখনও পল্লীগ্রামে প্রেমভক্তি প্রভৃতি উন্নতভাবের আভাস পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে ঠাকুর সেবা, আতিথেয়তা এখনও বর্ত্তমান। তথায় এখনও শান্তির ছবি আছে। কলিকাতার মত কেবল “কড়ি কড়ি” রব নাই। কোন কোন অদ্বৈতবাদী হয়ত বলিবেন যখন

দোষাশঙ্কা

“সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” তখন কলিকাতায় সেই ব্রহ্মময়ী তারার অভাব ঘটিতে পারে না। ক্ষ্যাপার ঐ কথায় বুঝাইতেছে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই।” দার্শনিক মহাশয় নিজপক্ষ সমর্থন জন্য হয়ত বেদ বেদান্তাদি হইতে নানা বচন তুলিবেন।

অনন্ত বিশ্ব সেই এক অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশ বা অধ্যাস বটে কিন্তু ‘নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তারামা’ বলা সহজ, উপলব্ধি বড়ই কঠিন। সে বোধ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। কয়জন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন, আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিতে পারেন? বাবা আমার ন্যায় সংসার কীটকে কলিকাতার পরিচয় দিতেছিলেন। সর্ব্বত্র বা সর্ব্বভাবে প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তিতে, সতে অসতে, জলে স্থলে আকাশে তারামাকে দেখিবার শক্তি আমার ছিল না, এখনও হয় নাই। বাবার কৃপায় সে ভাব ক্ষণিক “ক্ষণিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু ক্বচিৎ জাগেমাত্র। আমার ন্যায় অধিকারী বুঝিয়াই কলিকাতার ধর্ম্মভাব ক্ষীণ বুঝাইবার জন্য ঐরূপ বলিলেন। আরও আমায় বুঝাইলেন ঐ ধর্ম্মভাবহীন কলিকাতায় থাকিতে হইলে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ আগে সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্জলিত ছিল। কলির ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ কলিকাতার ব্রাহ্মণ নিরগ্নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবামলীলা

অন্ত্যলহরী।

তারা মা শ্মশানে

কলিকাতার ধর্ম্মহীনতা জানাইয়া ধর্ম্মভাব কোথায় পাওয়া যায় তাহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় বাবা সিমুলতলার কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"সিমুলতলার আশ্চর্য্য মাটী, তারা মা আমার শ্মশানে।" তাঁর কথার অর্থ তখন বুঝি নাই। তাঁরই কৃপায় ক্রমশঃ কিছু কিছু বোধ আসিতেছে। বাহ্যশ্মশান ঐহিকলীলা শেষাঙ্কের রঙ্গভূমি। এখানে রাজাপ্রজা ধনী নির্ধন, পণ্ডিতমূর্খ, সাধু অসাধু সকলেরি একগতি। এখানে মান অভিমান দম্ভদর্প ক্রোধ হিংসা সকলই চূর্ণ হয়। এই লয়স্থানে ঐহিকের নশ্বরত্ব আপনা আপনি মনে জাগে। বৈরাগ্যফলে জগৎ মিথ্যা বোধ হয়, তার সত্যান্বেষণেও মন ছুটে। মহাকবির ভাষায়—তাই এ স্থানের ন্যায় সুন্দর হিতকারী স্থান পৃথিবীতে নাই। ভক্ত ঠিকই গাহিয়াছেন—

বাহ্যশ্মশান

কে বলে শ্মশান কদর্য্যস্থান।

এইরূপস্থলেই ধর্ম্মভাবের জাগরণ প্রত্যক্ষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের পঞ্চবিধ অবস্থা (১) বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ। ইহাই মাদৃশ সংসারীর সাধারণ অবস্থা। (২) মূঢ় অর্থাৎ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণজনিত মনের যে অবসাদ আসে তজ্জন্য মন বিশ্রাম চায়। সেই অবসন্ন স্তব্ধভাবই মূঢ়। ইহার ফলে নিদ্রাদি। (৩) ক্ষিপ্ত অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল। ক্ষিপ্ত মন এত দ্রুত বিষয় হইতে বিষয়ে ছুটে যে সামঞ্জস্য থাকে না। এই গরু ভাবিল, পরক্ষণেই বৃক্ষ মনে পড়িল তৎপরক্ষণে বৃক্ষের উপর গরু এইরূপ ভাব উঠিল। ইহাকেই সাধারণতঃ উন্মাদ অবস্থা বলে। এই তিন অবস্থায় যোগ সম্ভবে না। ঐরূপ চঞ্চলভাব থাকিতে কখনও মন সেই পরম পুরুষার্থে লিপ্ত হইতে পারে না। সেই পরমেশ্বরে যোগ হইতে গেলে সংসারের সর্ব্ব বিস্তার বা লয় আবশ্যক। তাই—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার সংযমনই যোগ। সংসার হইতে চিত্তের বিয়োগ ও একসৎপদার্থে যোগ। এই যোগের জন্য মনের স্ফুটঅবস্থা একাগ্রতা আবশ্যক। মন সেই পরমাত্মাতে একমুখি হওয়া চাই। ঐরূপ একাগ্রতার ফলেই ধ্যান যাহাকে যোগশাস্ত্রে প্রত্যয়ৈকতানতা অর্থাৎ একরূপভাবনা বলে। ধ্যান গাঢ় হইলেই ধারণা। ধারণার গাঢ়তাই সমাধি। মনের একাগ্রভূমিতে কোন বস্তু লইয়া ধ্যান আরম্ভ হয়। প্রথমে আমি ভাবিতেছি অমুক বস্তু ভাবনার বিষয় ও আমার ভাবনা এইরূপ বিবিধ পৃথক্ জ্ঞান থাকে। ভাবনা দৃঢ়ীভূত হইলে জ্ঞাতাজ্ঞেয়জ্ঞান আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞেয়ে পরিণত হয়। তখনই ধ্যানকে ধারণা বলা যায়। ঐ একমাত্র জ্ঞেয়াবলম্বনা ধারণা ক্রমশঃ সমাধিভাবাপন্না হইয়া থাকে। সেই সমাধিকে সবিমর্ষ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে কারণ তখনও একটী কোন পদার্থের বিমর্ষ বা সম্প্রজ্ঞান অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান রহিয়াছে। ঐরূপ বিমর্ষ বা জ্ঞানও ক্রমে লুপ্ত হয়। তখন সমুদয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ। এইজন্য নিরোধই মনের পঞ্চম অবস্থা, যোগের শেষভূমি। ঐ নিরোধের ফলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন মনের লয় হইয়াছে বটে—কোন বিষয়ের বা ভাবের বিমর্ষ বা সম্প্রজ্ঞান নাই। তথাপি আত্মার অস্তিত্ব আছে কিন্তু অহংজ্ঞান না থাকায় সে অবস্থা অস্তিও বটে নাস্তিও বটে। বেদে তাহাকে "অস্তি নাস্তি ভাতি ন ভাতি" দশা বলে। তন্ত্রে ঐ অসম্প্রজ্ঞাতে সমাধি দশার নাম অজ্ঞাতমণ্ডল। কারণ তখন জগতের জ্ঞান ডুবিয়া গিয়া আত্মা কি এক অজ্ঞাত জগতে বিচরণ করিতেছেন। মন ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সপ্তমচক্রে না উঠিলে ঐরূপ লয় হয় না। বৌদ্ধমতে ঐ অবস্থায় নির্ব্বাণ। ঐ অবস্থার পর অখণ্ড সত্তার অখণ্ড জ্ঞান ভাসে। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে মন বুদ্ধি অহংজ্ঞানের লয় অবস্থাই অন্তঃশ্মশান। সেই শ্মশানেই তারা বা ত্রাণকারিণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তার স্ফুরণ। ভক্ত এই ব্যাপার গীতোচ্ছ্বাসে সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন—

শ্মশান ভাল বাসিস্ বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে
ধূ ধূ আগুণ জ্বল্‌ছে চিতে
চিতাভস্ম চারিভিতে
রেখেছি মা আসিস্ যদি
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে ফেলিয়ে মা চরণতলে
নাচ শ্যামা তালে তালে হেরি দুটি আঁখিমুদি।

যতক্ষণ না সর্ব্ববিধ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান ও তজ্জনিত স্মৃতি ও সর্ব্ববিধ কামনা এবং মূলীভূত বাসনা লয় হইয়া মন ঐরূপ শ্মশানে পরিণত হয় ততক্ষণ সেই তারিণী অর্থাৎ অখণ্ড চিদুপলব্ধি ঘটে না। ঐ লয়ই শাস্ত্রে তমনামে বিদিত। তাঁর পরই বালসূর্য্যমণ্ডলে অনন্তজ্যোতিঃ।

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

ঐ অবস্থায় জীব মৃত্যুঞ্জয়ী নিষ্কামা শিবশক্তির লীলা দেখিয়া প্রেমে আত্মহারা হন। তখন সকলই প্রেমময়, আনন্দময় ও চিন্ময়। তখন সকলই 'তারা' দর্শন। নিখিত ব্রহ্মাণ্ড এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গ। ব্রহ্মাণ্ডের নিস্তরঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতীতাবস্থাই তাদৃশ তরঙ্গের আধার। তন্ত্রের পঞ্চচক্র পর্য্যন্তই ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমের লীলা, ষষ্ঠে মনের লয়, সপ্তমে রূপভাবাতীত শূন্য। সেইখানে উঠিলেই সাধক গাহিতে পারেন—

সেই অরূপ রূপরাশি·

"অরূপে চমকে তোর রূপরাশি।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাকথা

কলিকাতার প্রসঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা উঠিল। বাবা বলিলেন—"তোমাদের কল্‌কত্তায় আমাকে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর দিয়ে গেস্‌লেন বাবা। যতীন্দ্রমোহন পাপিয়া পুরুষ।" পাপিয়া পুরুষের অর্থ

পাপিয়া পুরুষ

বুঝিতে পারিলাম না। পাণ্ডারা উহার টীকা করেন যে যতীন্দ্রমোহন বড়লোক। আমার টিপ্পনী যে পাপিয়া যেমন পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যতীন্দ্র সেরূপ মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পাপিয়া যেমন সুকণ্ঠ যতীন্দ্র সেরূপ মিষ্টভাষী। যথার্থ তাঁর ন্যায় শিষ্টাচারী, শিক্ষিত প্রিয়ংবদ লোক অতি বিরল। তিনি তাই সকলকে আপনার করিতে পারিতেন। প্রেমময় বামের নিকট প্রেম লোক পরীক্ষার নিকষ। বোধ হয় তিনি যতীন্দ্রমোহনে এই প্রেমের ছায়া দেখিয়া এই পদবী দিলেন। রাজা মহারাজা প্রভৃতি উপাধি অপেক্ষা ইহা যতীন্দ্রমোহনের গৌরবকর পরিচয়।

বাম সারল্যের মুর্ত্তি। যতীন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি যে মহারাজার সিঁতির বাগানে হর্ষে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই তাহাও আমায় বলিলেন—"বাবা তোমরা কল্‌কত্তায় ঘরের মধ্যে বাহ্যে কর, আমি বাবা পারি নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবার বাক্‌সুধা অবাক্ হইয়া পান করিতেছি। বাবা আমার চণ্ডীপাঠ সম্বন্ধে বলিলেন—"চণ্ডীপাড়া বাবা, খুব চণ্ডী পড়েন। মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ, ধূম্রনেত্রবধ, রক্তবীজবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বাবা মার্কণ্ডেয়চণ্ডী।

পূর্ব্বেও "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" এই দুটী শব্দের উপর জোর দিয়া মন্দিরে বাবা আমাকে উৎসাহিত করেন। আবার এই দুটী শব্দ এখানেও জোর দিয়া বলিলেন। আমার মনে হইল শুধু চণ্ডী বলিলেই হইত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী কেন বারবার বলিতেছেন।

চণ্ডী বাহুল্য

আমার সেই সংশয় ৭।৮ মাস পরে শ্রীবাম অপনোদন করেন। আমি একখানি রুদ্র চণ্ডী পাইলাম। তৎপূর্ব্বে রুদ্রজামলের অন্তর্গত যে রুদ্রচণ্ডী আছে জানিতাম না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীই একমাত্র চণ্ডী এই আমার ধারণা ছিল। রুদ্রচণ্ডী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম যে কৃষ্ণচণ্ডী নামেও আর একখানি চণ্ডী আছে। উভয় চণ্ডী সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে।

রুদ্রেণারাধিতা চণ্ডী মহাসিদ্ধিপ্রদা ভবেৎ।
রুদ্ররূপা রুদ্রভাবা রুদ্রভূয়া সদা স্থিতা॥
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্রগেয়া রুদ্রানী রুদ্রবল্লভা।
সর্ব্বদা বরদাদেবী ব্রহ্মজ্ঞান প্রদায়িনী॥
সর্ব্বপাপহরা দেবী সর্ব্বরোগক্ষয়ঙ্করী।
সর্গরিষ্টি শান্তিদাত্রী সর্ব্বগ্রহনিবারিণী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুদ্রচণ্ডী শিবং দেহি শুভং দেহি সুখং দেহি শিবপ্রিয়ে।
তুষ্টিং পুষ্টিং জয়ারোগ্যং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্॥
অকালে ম্রিয়তে বাপি কালমৃত্যুর্যদাভবেৎ।
চণ্ডীস্মরণমাত্রেন মৃত্যোর্মৃত্যুকরং পরং॥
জ্ঞাত্বা দেবগণাঃ সর্ব্বে রুদ্রচণ্ডীতি সংজগুঃ।
রুদ্রচণ্ডী তদাখ্যাতা ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরী॥
রুদ্রো ভবেন্মহারুদ্রশ্চণ্ডীপাঠ প্রসাদতঃ।
তদা পাপঃ প্রদাতব্যঃ স্বীয় সিদ্ধির্যদা শিবে॥
কৃষ্ণেণারাধিতা চণ্ডী কৃষ্ণচণ্ডী সুসিদ্ধিদা।
কৃষ্ণনামধরাদেবী সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

রুদ্রকর্ত্তৃক আরাধিতা রুদ্রচণ্ডী মহাসিদ্ধিদায়িনী। সেই চণ্ডীই রুদ্ররূপা, রুদ্রভাবা, রুদ্রময়ী, (অর্থাৎ নামনামীর স্বারূপ্য)। রুদ্র ঐ চণ্ডীই ধ্যান করেন ও গান করেন। উহাই রুদ্রানী। উহাই রুদ্রের প্রিয়া। উহাই সর্ব্বফলদায়িনী, বরদাত্রী, দেবী (জ্ঞানালোকময়ী), এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী, উহাই সর্ব্বপাপ হারিণী, ঈশ্বরী, সর্ব্বরোগনাশিনী, সর্ব্বাপচ্ছান্তিকরী, সর্ব্বগ্রহোৎপাতনিবারিণী। হে শিবপ্রিয়ে, রুদ্রচণ্ডি! তুমি আমাদের কল্যাণ দাও, শুভ দাও, সুখ দাও, তুমি আমাদের তুষ্টি পুষ্টি, জয়, আরোগ্য পরম মঙ্গল দাও। অকাল মৃত্যু বা কাল মৃত্যু ঘটুক এই চণ্ডী স্মরণ মাত্র সাধক মৃত্যুর মৃত্যু ঘটাইতে পারেন। দেবগণ ইহার এইসকল গুণ জানিয়াই ইহাকে রুদ্রচণ্ডী বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লেখ করেন। তদবধি ত্রৈলোক্যে এই পরমেশ্বরী অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী বিদ্যা রুদ্রচণ্ডী নামে খ্যাত হন। এই রুদ্রচণ্ডী পাঠের প্রসাদে রুদ্র রুদ্রত্ব পাইয়াছেন।

এই কৃষ্ণকর্ত্তৃক আরাধিতা কৃষ্ণচণ্ডী সুসিদ্ধিদা।

কৃষ্ণচণ্ডী

তিনি কৃষ্ণনামধারিণী। সর্ব্বতন্ত্রে তিনি অত্যন্ত গুপ্তা। যথার্থই কৃষ্ণচণ্ডীসর্ব্বতন্ত্রে সুগোপিতা। সেই চণ্ডীর সন্ধান অধম এখনও পায় নাই। আর স্থির বিশ্বাস যে যখন শ্রীবাম 'চণ্ডীপড়া বাবা' নামকরণচ্ছলে চণ্ডীপাঠশক্তি দিয়াছেন ও চণ্ডীতত্ত্ব ক্রমশঃ বুঝাইতেছেন তখন কৃষ্ণচণ্ডী মিলাইবেন ও সকল চণ্ডীর অধিকার দিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামায় শ্যাম

আজ উল্টা রথ। শুনিলাম রথযাত্রাদি শ্যামের পর্ব্ব তারাপীঠে শ্যামায় করা হয়। শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ পরীহার জন্য এই অভেদ উপাসনা বহুদিন এখানে প্রচলিত। শ্রীগুরুর কৃপায় ইহার তত্ত্ব এইরূপ পরে হৃদয়ে প্রকটিত।

যথার্থ সাধক জানেন যে—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
অভেদোপাসনা প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ॥
রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল নানাপথজুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

হে ভগবন্, তোমাকে পাইবার জন্য বেদ সাংখ্য, যোগ, আগম, নিগম বৈষ্ণবতন্ত্রাদিতে বিভিন্নপথ নির্দ্দিষ্ট। কেউ এটাকে কেউ বা ওটাকে হিতকর বিবেচনা করে। রুচিভেদে মানব সরল কুটিল নানাপথে যাইতেছে বটে কিন্তু সাগর যেমন সকল স্রোতের তুমি তেমনই সকল পন্থীর একমাত্র গন্তব্য স্থান।

সকল পথই আবার ঋজু। কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্ম, জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞান, ভক্তের পক্ষে ভক্তি, যোগীর পক্ষে যোগ, সহজ ও সরল সকল সাধনাই মহাপুরুষগণের দয়ার
সকলপথই সরল নিদর্শন। সকলেরই উদ্দেশ্য পরিচ্ছিন্নভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে মহাভাব প্রাপ্তি। বিষয়জ ক্ষণিকানন্দ হইতে নিত্য জ্ঞানানন্দের অনুভূতি, ক্ষুদ্রপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেমাস্বাদন। জীবের রুচিবৈচিত্র্যে সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, ভাবাভাবময়ী সাধনা। পরম পুরুষার্থলাভের দ্বার মাত্র।

প্রথম অবস্থায় মনের গঠন ও গতি অনুযায়ী কোন বিশিষ্ট সাধনই অবলম্বনীয় এবং মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এইরূপ একাগ্রতা আবশ্যক। তাই গীতাদিতে উক্ত হইয়াছে যে সাধন প্রণালী হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিতে নাই।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

প্রথম সোপানে স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ

নিজের ধর্ম্ম বিগুণ হইলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরের ধর্ম্ম অপেক্ষা ভাল। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। একথা গোঁড়ামি নয়। আমি যে সমাজে যে কুলে যে প্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছি, আজন্ম আমার যে প্রবৃত্তি শিক্ষা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে সেই প্রবৃত্তির সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে যাইলে একূল ওকূল দুকূল নষ্ট হয়। ভগবান্‌কে দুর্গাকালী, হরিহর, সীতারাম, রাধাশ্যাম, তারারাম, আল্লা গড প্রভৃতি যে নামেই ডাকনা কেন ডাক সেই একস্থানে পৌঁছে। যদি সমাজ বা শৈশবাভ্যাস বশতঃ তাঁকে 'তারা' বলিতে শিখিয়া থাক কেন হঠাৎ তাঁর নাম পরিবর্ত্তন করিবে? তাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাববিনিময় কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হইলে, সকল সাধনার উদ্দেশ্য এক অনুভব করিলে পরিপূর্ণতার জন্য অর্থাৎ সকল ভাবের আস্বাদন ও পরিপুষ্টির দ্বারা মহাভাবের উদ্দীপন জন্য একভাবের সাধক অন্যভাবের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এরূপ সাধনা বিনিময়েও সাধক নিজস্বটুকু বজায় রাখেন। তখন ভক্তচূড়ামণি শ্রীমহাবীরের ভাব আসে—

অভেদে জানকীনাথে শ্রীনাথে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

সত্য বটে জানকীনাথ, শ্রীনাথ ও পরমাত্মা সবই এক তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব। ক্ষ্যাপা বাবা চুটকি কথায় এই তত্ত্ব বলিয়াছেন—“যে যার সে তার।”

“যে যার সে তার” জীব যেভাবে মজিয়াছে সে ভাব এবং যে রূপ তাঁর হৃদয়ে স্তরে স্তরে গাঁথা সে রূপ তার নিজের ধন। অন্যরূপ ও অন্যভাবকে সেইরূপ সেইভাবের সহিত এক করিবার জন্য তার সাধন আবশ্যক বটে ও তাহাই করিতে হইবে বটে তবে সেই সাধনে নিজরূপ ও নিজভাব প্রতিফলিত হইবে। তাই শ্যামাসাধক শ্যামাকেই শ্যাম সাজাইয়া গাহিয়াছেন—

কালী হলি মা রাসবিহারী
(নটবরবেশে বৃন্দাবনে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাই শ্যামাসাধক আয়ান শ্যামেও শ্যামাদর্শন করিয়া কুটিলাকে বলিয়াছেন—

কইলো কুটিলে কুটিল কালা এযে কালী কপালিনী।

আবার শ্যামগতপ্রাণা রাধা শ্যামাপূজা করিতে গিয়া শ্যামায় শ্যামরূপ ভিন্ন অন্যরূপ দেখিতে না পাইয়া সখীকে প্রাণের কথা জানাইয়াছেন—

ধরম করম সকলি গেললো শ্যামাপূজা আমার হলো না।
মন নিবারিতে নারি কোনমতে ছিছি একি বিড়ম্বনা॥

ভাবি মুণ্ডমালী ভীমা অসি করে
হেরি বনমালী মুরলী অধরে
ত্রিভঙ্গিমঠামে বঙ্কিম নয়নে
হেরি হই সখি বিমনা।
দিতে পুষ্পাঞ্জলি মায়েরি চরণে
সে বঙ্কিমঠামে সদা পড়ে মনে
পীতবসনে বঙ্কিমনয়নে
মা আমারে করে ছলনা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরাঙ্গরূপ।

নৃত্যন্ রথাগ্রে হরিনাম গায়ন্
মত্তঃ স ক্ষ্যাপো মদয়ন্ চ সর্ব্বান্।
প্রেমাশ্রু পূরাপ্লুত দেহভারঃ
গৌরাঙ্গরূপং প্রকটীচকার॥

রথ সম্মুখে নৃত্য করিয়া হরিনাম গাহিয়া সেই ক্ষ্যাপা বাম সকলকে ক্ষ্যাপাইয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহে দেহ আপ্লুত হওয়ায় গৌরাঙ্গরূপ প্রকাশ করিলেন।

তারামার একখানি রথ আছে। উভয়বিধ রথযাত্রায় মা'র শিলাময়ী মূর্ত্তির প্রতিনিধিকে শৃঙ্গারবেশে রথে উঠাইয়া মন্দির হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত ও তথা হইতে মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। আজ উল্টা-রথোপলক্ষে অপরাহ্নে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির লোক জুটিতেছে। দেখিলাম পাঁপরভাজা ও মণিহারী প্রভৃতির দুই তিনখানি দোকান খোলা হইয়াছে। বেলা ৫টার মধ্যে নীরব তারাপীঠ লোকের কোলাহলে মুখরিত। বাবার আশ্রমের সম্মুখে লোকের ভিড়। তিনি তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব। তাঁকে দেখিতে ও প্রণাম করিতে অনেকে আসিয়াছেন। তাঁর পদধূলি পাইয়া মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এই আশায় তাঁদের

উল্টারথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসা। আমি বাবার সঙ্গে আশ্রমে গিয়াছি। নীরবে সব দেখিতেছি ও কি ভাবিতেছি। তারামা'র রথখানি সাজান। শিলাময়ী মূর্ত্তির প্রতীক লাল শালুতে ঘেরিয়া মাটীর চারিহাত

"রথে তারামা"

বসাইয়া, গলায় রূপার মুণ্ডমালা দোলাইয়া রথে তোলা হইল। লোকে রথের দড়ি ধরিতে ব্যস্ত। "জয়তারা" "জয়তারা" ধ্বনি হইতেছে। পাণ্ডাদের হরিসঙ্কীর্ত্তনের দলও আজ হরির পর্ব্বে বাহির হইয়াছে। নুটু পাণ্ডাই দলের মূল গায়ন। ভিন্ন গ্রাম হইতেও খোল করতাল লইয়া আরও একদল কীর্ত্তন আসিয়াছে। "জয়তারা" ও "হরিবোল" রবের অপুর্ব্ব সম্মিলন শ্যাম শ্যামার অভিন্নতা জাগাইতেছে।

রথটানা আরম্ভ হইল। আশ্রমে কোলাহল উঠিল "মা আসিতেছেন।" বাবার প্রেমসাগর উদ্বেলিত। হৃদয়ের ভাব আকৃতিতে প্রকটিত। মুখমণ্ডলে সহজেই দিব্যজ্যোতিঃ আরও বিকসিত। কি প্রেমছবি সর্ব্বশরীরে ফুটিয়াছে! তারামাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইয়া নয়ন যেন বিস্ফারিত।

প্রেমসাগর উদ্বেলিত

"ঐ মা" বলিয়া তিনি আসন হইতে উঠিলেন এবং বালক যেমন মার কোলে ছুটিয়া যায় সেইরূপ মন্দিরের দিকে মা'র রথপানে ছুটিলেন। যাঁহারা আশ্রমে ছিলেন তাঁরা এবং আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবাক্ হইয়া বাবার পশ্চাৎ চলিলাম। লোকে পথ ছাড়িয়া দিল। জ্যোৎকুণ্ডুর ঘাটের নিকট তারামার রথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনের দুইটী দল রথের সম্মুখে গাহিতেছে। বাবা গিয়া তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বাবাকে পাইয়া তাঁরা উল্লাসিত। তাঁহারা এক এক কলি গাহিতেছেন বাবা আঁখর দিতেছেন, "হরিবলে গোউর নাচে।"

গৌর নাচে প্রেমে ঢলে নাচে
সঙ্কীর্ত্তন প্রেমে টলমল গোরা নাচে।
মুখে হরিবোল বলে।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল রে॥

আজ তারা প্রেমে ক্ষিপ্ত, রাম হরি প্রেমে ক্ষিপ্ত। প্রেম যে এক। তারা হরি প্রভৃতি নামরূপ প্রেমের উপাধি মাত্র। প্রেমময় রামের চক্ষে উপাধি ভেদ নাই। তাঁর নামে সাধা হৃদয়বীণা এই হরিনামে বেজে উঠেছে। তাই ক্ষ্যাপা হরিবোলে নাচিতেছে – সকলকে ক্ষ্যাপাইতেছে। কীর্ত্তনীয়ারা গাহিছেন হরিবোল। খোল বাজিতেছে হরিবোল। সহস্রকণ্ঠে ধ্বনি উঠিতেছে হরিবোল। প্রতিধ্বনিও বলিতেছে হরিবোল। জলস্থল দিঙমণ্ডলে হরিবোল। আমার কাণে ঐ ঝঙ্কার অনির্ব্বচনীয় মধুময় লাগিল। যেন :—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

বায়ু মধুময়, সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে
আকাশ মধুময় পৃথিবীর ধুলি কণাও মধুময়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের কি আকর্ষণ। এ পাষণ্ডও স্থির থাকিতে পারিল না। হরিবোল আবর্ত্তে পড়িল। বোবার মুখ ফুটিল প্রথমে মৃত্স্বরে পরে উচ্চকণ্ঠে হরিবোল বলিতে লাগিল। বাবা তারামা'র রথ বেড়িয়া আত্মহারা হইয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া নাচিতেছেন। তাঁর সঙ্গে কীর্ত্তনীয়ারাও রথ বেড়িয়া নাচিতেছেন। বামের প্রেম বলে সকলেই বলী। বামের প্রেমোন্মাদে সকলে উন্মত্ত।

তখন বাম আমাকে গৌরলীলা পড়ান নাই। মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্যবর্ণনা না দেখিলেও বামের দশা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল ঃ—

চোখে দরদর ধারা হরিপ্রেমে মাতোয়ারা
গোরাভাব দেখাইতে গৌরলীলা বাম কি হয়েছে গোরা।

দাসঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ খেদ করিয়াছেন যে তাঁরা হতভাগ্য শ্রীগৌরের সময় জন্মেন নাই তাই তাঁর মধুরলীলা দর্শনে নয়ন সফল করিতে পারেন নাই। এ দাসের সে ক্ষোভ আর নাই। আমি সাক্ষাৎ গোরা সেদিন দেখিয়াছি। এই গৌরাঙ্গভাব প্রকটনের মর্ম্মও পরে বাম হৃদয়ে স্ফুরিত করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মময়। শাক্ত বৈষ্ণবাদি প্রস্থানভেদে শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ। তাহা প্রকৃত সাধনার বিরোধী। পাঁচই এক একেই পাঁচ না হইলে যথার্থ সাধন নহে, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝাইবার জন্য বাম শাক্তভক্তের নিকট বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণব ভক্তের নিকট শাক্তভাব কখনও কখনও ধারণ করিতেন। ময়ুরভঞ্জের ডেপুটী অবিনাশচন্দ্র রায় দাদা বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন। তিনি যখন বামের নিকট প্রথম আসেন তখন তাঁর একদেশিতা ঘুচাইতে বাম তাঁকে তারাভাব দেখান। আমরা শাক্ত ঘরের ছেলে। বাল্যকালে হরিকে আমার ভাল লাগিত। উভয় ভাবই গ্রাহ্য ইহার জন্যই তারাপীঠে বাবা আমাকে শ্যামার শ্যাম পর্ব্বে নিজে গোরা সাজিয়া তারা গোরার সমন্বয় দেখাইলেন।

তাঁর মর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবামলীলা।

অন্ত্যলহরী।

আরত্রিক

বাম ঐরূপে হরিপ্রেমে সহস্রাধিক দর্শককে ভাসাইয়া রথের সহিত নাচিতে নাচিতে চলিলেন। তাঁর বাহ্য নাই। আমার ন্যায় পাষণ্ডেরও বাম ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নাই। সুতরাং কতক্ষণ নৃত্য হইল, কোন পথ দিয়া রথ টানা হইল আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। যখন বাবা তারা মন্দিরে খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন তখন আমার জ্ঞান আসিল। রথ অতদূর সঙ্গে আসে নাই। তাহা মন্দিরের

মন্দিরে

পশ্চাতে পথে রাখা হইয়াছে। বাবার সঙ্গে গায়কগণ ও কতিপয় লোক। বাবা তখনও নাচিতেছেন ও মুখে বলিতেছেন হরিবোল। কীর্ত্তনীয়ারাও বাজাইতেছেন ও হরিবোলের রোল তুলিতেছেন। বাবার জুড়্কি পায়ের নৃত্য কি সুন্দর। ঐ মুদ্রা কি এখনও সন্ধান পাই নাই। বাবা তখন প্রেমে উন্মত্ত। আঙ্গিনায় পড়িয়া তারামার মন্দিরের সম্মুখে উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের দলও তাঁকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে ও গাহিতেছে। মন্দিরের আঙ্গিনা লোকে ভরিয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই হরিবোল বলিতেছে নাচিতেছে। আমিও সেই আবর্ত্তে ঘূর্ণিত।

শ্রাবণের দীর্ঘ দিনও গত। ধীরে ধীরে সান্ধ্য ছায়া আসিয়া ধরার মুখ ঢাকিয়াছে। আকাশে তারকা বধুগণ মর্ত্তে তারাপীঠের মন্দির প্রাঙ্গনে দিব্যলীলা দেখিবার জন্য একে একে দেখা দিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছে। মন্দিরে দীপাবলী দেওয়া হইল। কীর্ত্তনীয়ারা ক্লান্ত হইয়াছেন। বামের ক্লান্তি নাই। তিনি "হরিবোলে গৌর নাচে" বলিয়া নাচিতেছেন। একদল কীর্ত্তনিয়া বিশ্রামে বসিল, অপর দল বাবার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। সে দল ক্লান্ত হইল, অপর দল্ উঠিল। তথাপি বাবার বিরাম নাই।

সন্ধ্যা

তখন কতক পাণ্ডা আসিয়া কীর্ত্তনিয়ার প্রধান নুটু পাণ্ডাকে দোষ দিতে লাগিলেন। ক্ষ্যাপাকে কেন ক্ষ্যাপাইলে? এখন সামলায় কে? নুটু আত্ম পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। কতক পাণ্ডা গিয়া বাবার পা জড়াইয়া ধরিলেন। ভক্ত বৎসল বাম তখন থামিলেন।

তারামার মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসরের ঢং ঢং শব্দ মন্দির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাহিরে ছাপাইয়া পড়িল। "জয়তারা" রব উঠিল। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপাদি তারাশীলার দিকে ঘুরাইতে লাগিলেন। সকলে জোড়হাতে মন্দির পানে দণ্ডায়মান। যার যা হৃদয়ের বাসনা মাকে জানাইতেছে। ক্ষ্যাপা মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরতি

প্রেমে ঢল ঢল নির্ব্বাক্। নীরব ভাষায় মায়ে পোয়ে কি কথা হইতেছে তাহা তাঁরাই জানেন। আমি মাতৃশোক ভুলিয়াছি। আমার মনে আনন্দের তর তর ভাব। আরতি শেষ হইল। সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। পুরোহিত মহাশয় মার প্রসাদ লইয়া বাহিরে আসিলে সকলে তাহা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমিও কণিকা পাইলাম। দুই একটী তারা সঙ্গীত হইয়া জনতা ভঙ্গ হইল।

শ্রীপদসেবা।

বাবা আশ্রমে ফিরিলেন। সঙ্গে এ দাস ও অপর জন কয়েক। মা'র বৈকালিক হইতে বাবার নিত্য বন্ধানি

আশ্রমে

আটার কয়েকখানি লুচি ও একটু দুধ আশ্রমে আসিল। বাবা প্রসাদ লইলেন। তিনি খাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার সহচর সারমেয়গণ আনন্দে ছুটিয়া আসিল। তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রকন্যাবোধে প্রসাদ বাঁটিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই এই অধম ভিন্ন সকলেই চলিয়া গেলেন। এই নির্মক্ষিকতার কারণ পরেই বুঝিলাম। বাবা দাওয়াতে শয়ন করিলেন। দক্ষিণদিকে মাথা, উত্তরদিকে পা। আমাকে ইঙ্গিত করিলেন "পা বাজিতেছে"। শুনিয়াছিলাম বাবা সহজে শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে দেন না। স্পর্শ করিতে গেলে ধমক দেন এমন কি কখন চিম্‌টা লইয়া তাড়াও করেন। সেই ভয়ে আমি পা ছুঁইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাই নাই। প্রথম মিলনে আত্মহারা হইয়া শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়াছিলাম। তারপর সমস্ত দিনে যতবার দেখা হইয়াছে আমি সম্পূর্ণ আমিত্ব হারাই নাই। সেই কারণ পদস্পর্শ করিতে সাহস হয় নাই। অথচ মনে মনে পদসেবার ইচ্ছা ছিল। রাম বাঞ্ছা কল্পতরু। সদ্বাসনা কেন অপূর্ণ রাখিবেন? তাই আমাকে পদসেবার অবসর দিলেন। আমি উঠিয়া অতি সঙ্কোচে বাবার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পদতলে দক্ষিণ মুখে বসিলাম। বাবা প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম চরণ এ পাপীর কোলে তুলিয়া দিলেন।

সেবা অবসর

আমি দক্ষিণহস্তে পাখা লইয়া বাবাকে বাতাস করিতেছি ও বাম হস্ত শ্রীচরণে বুলাইতেছি। সে চরণ-কমল কি কোমল। কস্মিন্‌কালে বিনামা ব্যবহার করেন নাই। অথচ পদতল এত সুকুমার। মনে মনে অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেছি। বাবা যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নাসারন্ধ্র ধ্বনি হইতেছে। পরে বুঝিলাম উহা নিদ্রা নয়, সুষুপ্তি নয়, যোগ নিদ্রা যাহা শ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত। তখন ঐ চরণের মহিমা কিছুই বুঝি নাই। এখন তাঁর কৃপায় কিছু কিছু বুঝিতেছি। যখনই মনে ঐ ছবি উঠে তখনই সব রোগ শোক তাপ জ্বালা কোথায় আনন্দ সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যায়। এখন কতক অনুভব হইতেছে যে ঐ চরণই

পদসেবা

পদসেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণ মাহাত্ম্য "সাধনার ধন হৃদয় রতন ভক্ত প্রাণে পরশমণি"
ও মণির পরশ যদি পায় লৌহময় দেহ সোনা হয়ে যায়
ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য চরণে লুটায়

ঐ অবস্থায় কতক্ষণ কাটিল জ্ঞান নাই অনুমানিক অর্দ্ধ-ঘণ্টা। তখন হৃদয়ে কোন চিন্তা ছিল না। সংসার তো ডুবিয়া গিয়াছে। সেই বাসনাশূন্য তারা-বামাবতার বামের শ্রীচরণ মাহাত্ম্যে সর্ব্ববিধ কামনা আমার হৃদয় ছাড়িয়া কোথায় পলাইয়াছে। কি এক শূন্য ভাব আসিয়াছে। আনন্দ প্রবাহ খরতর বহিতেছে। ইহাই বুদ্ধদেবের অমৃত প্রাপ্তি। হঠাৎ নিরাশা কুহকে বাসনাক্ষয়ে এই অমৃতরাশি তাঁর হৃদয়ে উথলিয়া তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জীবকে ডাকিলেন। "আয় কামবিষে জর্জ্জরিত জীব আয় তোকে এই অমৃত দিই। বাসনা ক্ষয় কর তবে এই অমৃত পাইবি।" তারাপীঠের এই আনন্দময় শূন্যভাব তখন আমি বুঝি নাই। বাবা বুঝাইবার জন্য পরে "তারা মা—আকাশ" আমাকে বলিয়াছিলেন। তাহাতেও অবোধের বোধ আসে নাই। বাবার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। মধুরস্বরে বলিলেন "মহা-পুরুষ বাবা, মহাপুরুষ। কি দিব্য বাতাস করিয়াছ। আমাকে কাঁপাইয়া দিয়াছ।" আমার ন্যায়

সমাধি ভঙ্গ নারকীকে তিনি এরূপ সম্বোধন করায় আমি আমার জীবনের দুষ্কর্ম স্মরণে লজ্জিত হইলাম। কিছু বলিতে পারিলাম না। এখন বুঝিতেছি সে চরণ স্পর্শে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার এই জীবনেই জন্মান্তর ঘটিয়াছিল। বাবা পাপজন্ম ঘুচাইয়া দিব্যজন্ম দিয়াছিলেন। তাই সত্যবাক্ মহাপুরুষ এইরূপ বলিলেন। নচেৎ তাদৃশ ত্যাগাবতার কখন তোমামোদের মিথ্যা মুখরোচক বাণী প্রচার করিতে পারেন না। তাঁদের বাক্যও কখন বৃথা হইতে পারেনা।

লৌকিকানাং হি সাধূনাং বাক্ অর্থমনুবর্ত্ততে।
ঋষীনাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।

লৌকিক সাধুগণের বাক্য অর্থকে অনুসরণ করে কিন্তু— আদিভূত ঋষিগণের বাক্যকেই অর্থ অনুসরণ করিয়া থাকেন। সামাজিক সজ্জনগণের বাক্যে আসক্তি যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তাঁরা যদি অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র বলেন তাহা নিষ্ফল হইবে। কিন্তু শ্রীবামাদির ন্যায় সনাতন তত্ত্বজ্ঞানীগণ যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে। শ্রীচরণের মহিমা সম্বন্ধে বাবা পরে এহৃদয়ে এই উচ্ছ্বাস দিয়াছেন।

গীত।

কি মধু রেখেছ নাথ ও চরণ কমলে।
মনোভৃঙ্গ মেতে উঠে কেন পদ স্মরিলে
নিখিল মূরতি খানি অনন্ত অমিয়খনি
মন কিন্তু মজে না'ক পদ না পাইলে।
শুনি তার ঘুচে তৃষা মিটেতার সব আশা
যে মজেছে একবার ওই পদ শতদলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনি কত যোগীবর পিয়ে মধু নিরন্তর
সুখ দুখ ছাড়ি ভাসে চিদানন্দ হিল্লোলে
সৌরভে আকুল কর কেন আর ঘুরায়ে মার
দাও শ্রীচরণে ঠাঁই এচরণে পাগলে।

সদালাপ।

বাবা জাগিবার অল্পক্ষণ পরেই একজন পাণ্ডা আসিলেন। বুঝি বাবার তামাক খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিছু বলিতে হইল না, পাণ্ডা আসিয়াই তামাক সাজিয়া বাবাকে দিলেন।

বাবা টানিতেছেন। এক আধটা কথা লোক সমাগম হইতেছে। এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ফণিবাবু আশ্রমে জুটিলেন। বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুরদেরই কথা চলিতেছে। তিনজনেই কথোপকথনে যোগ দিয়াছেন। আমি বোবা হইয়া শুনিতেছি। ফণিবাবু গায়ক নহেন কিন্তু তাঁর ভক্তি সঙ্গীত সংগ্রহ অসাধারণ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র, দাশরথি, নবাই, নীলাম্বর, অকিঞ্চন প্রভৃতি সাধকের শত শত দুর্লভ গীত তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি বর্দ্ধমান জেলার মূল গ্রামের চৌধুরী। অধিকাংশ শক্তি-সাধকই বর্দ্ধমানের বলিয়া তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী বিশেষ গর্ব্ব আছে। ফণীবাবুর মুখে শুনিলাম যে কমলাকান্ত একবার ওড়্ গাঁয়ের ডাঙ্গার মাঠে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। ডাকাতেরা তাঁহাকে চিনিত না। কমলাকান্ত নিজ পরিচয় দিলেন তারা বিশ্বাস করে নাই। তাহারা বলে যে তুমি কমলাকান্ত হইলে এখনি একটী মা'র গান বাঁধিয়া গাও। ভক্ত কমলাকান্ত মাকে ডাকিলেন।—

কমলাকান্তের কথা

আর কিছু ধন নাই মা শ্যামা কেবল দুটী চরণ রাঙা,
তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি শুনে হলাম সাহস ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত-দারা সুখের সময় সবাই তারা
বিপৎকালে কেউ কোথাও নাই ঘর বাড়ী ওর গাঁয়ের ডাঙ্গা
নিজ গুণে যদি রাখ করুণা নয়নে দেখ,
(নইলে) জপ ক'রে যে তোমায় পাওয়া সে সব কেবল
ভূতের বোঝা
কমলাকান্তেরই কথা মাকে বলি মনের ব্যথা
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা জপের ঘরে রহিল টাঙ্গা।

এই প্রাণের ডাক মার প্রাণে লাগিল। ডাকাতদের মন তিনি গলাইয়াদিলেন। ডাকাতেরা ভৃত্যের ন্যায় কমলাকান্তকে বর্দ্ধমানে কোটলহাটে তাঁর আসনে পৌছাইয়া দিয়া গেল। বাবা গান শুনিয়া প্রেমে ঢল ঢল।

কমলাকান্তের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কমলাকান্ত প্রসঙ্গে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপচাঁদের তারা-রূপের গীত ফণীবাবু আওড়াইলেন।

এ শশী কে নীলবরণা
মহাতাপ চাঁদের মুণ্ডমালা বিভূষণা।
গীত শঙ্করের হৃদি স্থিতা প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণা।
চতুর্ভুজা রমণী একত্রে কৃপাণ পাণি
নীলোৎপল কপাল ধারিণী ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানা
লম্বোদরী খর্ব্বাকায়া লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা
পিঙ্গল জটাধরা ফণি শিরে ধরে ফণা।
নিবেদন ভবদারা চন্দ্র তত্ত্বজ্ঞান হারা
কৃপা করি ও মা তারা ঘুচাও এ ভব যন্ত্রণা

তারাই বামার সব। তাঁর রূপ বর্ণনায় আর কি বামার বাহ্য থাকিতে পারে? একে সদাই সমাধিযুক্ত। সময়ে সময়ে যৎকিঞ্চিৎ দেহাধ্যাস আসিত। তার উপর তাঁর ধ্যান জ্ঞান গতি মুক্তি তারার নাম। বাবা একবারে স্তম্ভিত। ফণিবাবু ও পাণ্ডার ডাকে উত্তর নাই।

বাহ্যশূন্য ফণিবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু! বলুন দেখি চন্দ্র তত্ত্ব জ্ঞান হারা মানে কি? আমি তৎপূর্ব্বে শাস্ত্রৈকদেশের পল্লবগ্রাহী হইয়া শাস্ত্রী উপাধি পাইয়াছি বটে —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তান্ত্রিক কুলের ছেলে বটে কিন্তু তন্ত্রের 'ত' পর্য্যন্ত জানি না। আমি ফাঁপরে পড়িলাম। উত্তর দিতে পারিলাম না। পাণ্ডাতে ও ফণিবাবুতে গল্প চলিতে লাগিল।

ভক্ত-বৎসল

কথাবার্ত্তা হইতেছে। নন্দ পাট্‌নি আশ্রমে আসিল। নন্দ জাতিতে ডোম। দ্বারকায় বন্যার সময় ঘাটে পাট্‌নির কাজ করে। আর শ্মশানে শেষ ক্রিয়ার সে বন্ধু। শ্মশান নরাস্থিতে পূর্ণ। বৎসর বৎসর বন্যায় ধুইয়া যায় বলিয়া শ্মশানে পা বাড়ান যায়। নচেৎ তাহা সম্ভব হইত না।

নন্দ

বৎসর কয়েক পূর্ব্বে নন্দর পায়ের তলায় একটা মড়ার হাড় ফুটিয়া পা বিষাক্ত হয়। নন্দর দীন হীন অবস্থা। অতিকষ্টে সংসার চলে। যাত্রীর নিকট বকসিস্‌টা আস্‌টা যা পায় তার অধিকাংশ "কারণে" খরচ হয়। তারাপীঠে কারণের খুব ধূম। সুতরাং নন্দ কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করিতে পারিল না। ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পা পাকিল। সমস্ত দেহের শোণিত দূষিত হইয়া মহাব্যাধিতে পরিণত। গলিত কুষ্ঠের প্রকোপে গায়ে

মহাব্যাধি

ঘা ফুটিল। পায়ের আঙ্গুল এমনকি হাতের আঙ্গুলগুলির প্রথম পর্ব্ব খসিয়া পড়িল। রোগ চিকিৎসার অতীত হইয়াছে। জীবনের আশা নাই। তখন নন্দ বামের শরণাপন্ন হইল। পূর্ব্ব হইতেই সে বামের সেবা করিত। বামকে ভক্তিও দেখাইত। কিন্তু কায়মনবাক্যে শরণ লয় নাই। চাবুক না খাইলে ঘোড়া সোজা হয় না। দুর্ব্বৃত্ত মানুষও রোগ-শোকাদি গ্রস্ত না হইলে তারা-মার দিকে ফিরে না। নন্দ পীড়ার ধমকে বামের সেবায় দেহার্পণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। আর কি বামের দয়া না হইয়া থাকিতে পারে। তিনি নন্দকে পদধূলি লইতে দিলেন। কি আশ্চর্য্য! নন্দর মহাব্যাধি সেই দিন হইতে কমিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গে ঘা শুখাইয়া আসিল। হাতের ও

প্রতীকার

পায়ের আঙ্গুলের যে পর্য্যন্ত খসিয়াছিল তাহা ছাড়া বাকী রহিয়া গেল। অচিরে নন্দ ব্যাধি মুক্ত। তদবধি নন্দ বাবাকে শ্মশানভৈরব জ্ঞান করিত।

বাবার উপর তার অচলা ভক্তি। অবসর পাইলেই বাবার নিকট আসিত। বাবার আশ্রমের কাজ করিত। মধ্যে মধ্যে রাত্রে বাবার সেবার জন্য শুইয়াও থাকিত। বাবার বালক ভাব। তারা ধ্যানে তন্ময়। রাত্রে হয়ত শয্যায় প্রস্রাব করিয়াছেন এবং প্রস্রাবে বালকের ন্যায় ভাসিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দ প্রাতে সেই শয্যা জ্যোৎকুণ্ডুতে কাচিয়া শুখাইত। শুশ্রূষার স্থূল ফলও নন্দ পাইত। বাবার ভক্ত ও যাত্রিগণ নন্দকে কিছু কিছু দিত। বাবার প্রণামী হইতেও সেবক পাণ্ডারা মাঝে মাঝে বেতনও দিতেন। নন্দ কুষ্ঠগ্রস্ত হওয়ায় অপরে তাকে নন্দা কুটে বলিত। বাবা তাকে আদর করিয়া "নন্দা কুড়ে" বলিতেন। নন্দর উপর বাম বড়ই প্রসন্ন ছিলেন। তাকে স্বেচ্ছায় উচ্ছিষ্ট দিতেন। নন্দ কারণ

আদর্শ প্রভু

প্রসাদ মুখে না চাহিলেও পাইত। নন্দর শত অপরাধ বাবার নিকট মার্জ্জনীয়। যদি নন্দ প্রাতঃকালে আশ্রমের কাজ করিতে বিলম্বে আসিত এবং তজ্জন্য বাবার সেবক পাণ্ডা নন্দকে দুই চারি কথা বলিতেন বাবা বাধা দিয়া বলিতেন "বেটার দুটো মাগ কি করে সকালে আসে ?" নন্দ কাজে অবহেলা করিলে পাণ্ডারা বাবাকে তদ্বিষয় গোচর করিতেন ও ছাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু বাবা বলিতেন "তোমরা ওকে জবাব দিতে পার বাবা"। যদি পাণ্ডারা বলিতেন "আপনার ভৃত্য আপনি জবাব দিন" বাবা তাহাতে উত্তর করিতেন "সে আমার জবাব লইবেনা।" কি ভৃত্য-বৎসল! কি সরলতা!

নন্দকে এত ভাল বাসিতেন যে নন্দ জল অনিয়া দিলে তার ব্যবহার সম্বন্ধে যদি কেহ কখনও সামাজিক প্রথানুসারে আপত্তি করিতেন বাবা বলিতেন "জল তো বাবা! জ্যোৎ-কুণ্ডুর, নন্দর নয়"। আবার নন্দ কুষ্ঠাক্রান্ত পদ জ্যোৎকুণ্ডে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধুইত বলিয়া বাবা কখনও কখনও জ্যোৎকুণ্ডুকে বলিতেন "নন্দর চরণোদক"।

নন্দর কি সৌভাগ্য। সাক্ষাৎ বামরূপী বামকে আজীবন দেখিয়াছে, সেবা করিয়াছে। রোগের প্রকোপে তাহাকে বাম জ্ঞানে ভক্তি করিয়াছে। আমাদের জনৈক গুরুদাদা বলেন নন্দ বাবার উত্তরসাধক। বাবার দেহান্তের অল্পকাল মধ্যেই নন্দেরও দেহান্ত হয়। এ জীবন বামের সেবায় অর্পণ করিয়াছিল পর জীবনও তাই করিল।

প্রার্থনা পূরণ

নন্দ আসিবার পর নুটুপাণ্ডা আমাদিগকে ডাকিতে আসিলেন। রাত্রি প্রায় দশটা হইয়াছে। শ্রাবণের আকাশ মেঘে ঘেরা। কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্রামের প্রান্তভাগে শ্মশানের উপর ফাঁকা দাওয়ায় আমরা বসিয়াছি। শ্মশানে শব লইয়া শৃগাল কুক্কুরের কলহ-সূচক কলরব মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে।

পাণ্ডাগৃহে

শ্রীবামের অনুভাবে আমাদের হৃদয়ে ভয়াদি পার্থিব ক্ষুদ্রভাব তিরোহিত। কি এক শূন্যভাব। কেবল মাঝে মাঝে গর্ভধারিণীর পুনরুজ্জীবনাশা মনে জাগিতেছে ও লীন হইতেছে। সে কথা মুখে বিরলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়াও বামকে বলিতে পারি নাই। এত লোকের সমক্ষে কি করিয়া বলিব।

ঐ শ্মশানের উপর আশ্রম চালায় খোলা দাওয়ায় আমরা শুইবার যোগ্য হই নাই। তাই বাবা আমাদিগকে বিদায় দিয়া বলিলেন "বাবা, যাও শোওগে"।

আমি ও ফণিবাবু নুটুর সহিত নুটুর বাসায় আসিলাম। অপরাহ্নে আহার হইয়াছিল। ক্ষুধাবোধ ছিল না। সামান্য জলযোগ করিয়া পাণ্ডার সদর ঘরে তক্তাপোষের উপর কম্বল পাতিয়া শয়ন করিলাম। দিনটী ঘটনা পূর্ণ। তাই ভাবিতেছি। মাকে কি করিয়া পাইব তাহাও মনে হইতেছে। আমার প্রয়োজন মিটে নাই। কিন্তু ফণিবাবুর শয়নে প্রয়োজন মিটিয়াছে। তিনি আমার ন্যায় বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আসেন নাই। তারা-মাকে ও বামকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দর্শন হইয়াছে। বামের পদস্পর্শ করিয়াছেন। বামের সহিত গুহ্য কথোপকথনও হইয়াছে। বাম তাঁকে সংসারীর উপযুক্ত আশীর্ব্বাদও করিয়াছেন। "তোর জীবনে ক্লেশ হবে না। তুই তো মুক্ত পুরুষ বাবা। তোর মাপা ও জপা।" সুতরাং ফণিবাবু ফিরিতে প্রস্তুত। তিনি শুইয়াই বলিলেন "বাবু! চলুন কালই ফিরি। কয়দিন কাছারি ছাড়া। কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া আসিয়াছি।" আমার কামনা এখনও মিটে নাই। গর্ভ-ধারিণীকে জীবাইতে আসিয়াছি। এখনও বাম তার কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা করেন নাই। তার জন্য তাঁর নিকট মুখে কিছু উল্লেখ পর্য্যন্ত করি নাই। একদিনে কি এত বড় কাজ হয়। সুতরাং আমার ইচ্ছা আরও কটাদিন থাকা। বিশেষতঃ মহাপুরুষ বলিয়াছেন "বাবা! তারামাকে তিনরূপ চণ্ডী শুনাইয়া যাইবে—আজ কাল পরশু।"

আমি যে কামনা লইয়া আসিয়াছি তাহা কাহাকেও বলি নাই। "আমি জানি আর আমার মনই জানে।" ফণিবাবুকে সে কথা বলিতে ইচ্ছা নাই, এরূপ অসাধ্য সাধন সম্ভব নহে বলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। তাই ফণিবাবুর কথার আমি কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে রামকে জানাইলাম "প্রভু! তুমি ত অন্তর্যামী। জীবের মন ত্বরিতে ফিরাইতে পার। ফণিবাবুর মন ফিরাইয়া দাও। অন্ততঃ তুমি যে বলিয়াছ তিন দিন মাকে চণ্ডী শুনাইতে হয় তাহা যেন পূরণ করিতে পারি"।

নিবেদন

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন। ঘটনাবৈচিত্রে ভাব তরঙ্গে মন ক্লান্ত। নিদ্রাদেবী সহজেই আসিলেন। মৃচ্ছ্র কটিকের বিদুষকের কথা অনুভব করিতে পারিলাম।

শীঘ্রই গভীর নিদ্রা। মধ্যে একবার ঘুম যেন একটু পাতলা হইল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখি প্রাতঃকাল হইয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছে। ফণিবাবুও উঠিলেন। দুইজনে প্রাতঃকালীয় "ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী" প্রভৃতি পড়িলাম। পাণ্ডারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিলেন। জল পড়িতেছে। বাহিরে যাইতে পারিলাম না। আর এক পাণ্ডা আসিলেন। শুনিলাম তাঁর

প্রাতে

আত্মীয়ের জ্বর হইয়াছে। তিনি চিন্তিত। আমার মনে হইল যে স্থলে মৃত গর্ভধারিণীকে পুনরুজ্জীবিতা করিতে আসিয়াছি সেখানকার লোক সামান্য রোগে চিন্তিত। তারামার চরণোদকের শ্রীবামের আশীর্ব্বাদের কি এ প্রভাব নাই যে রোগী রোগ মুক্ত হয়?

আমি বলিয়া ফেলিলাম তারা মা আপনাদের বাঁধা জ্বরের জন্য আপনাদের ভাবনা কি? তাঁর চরণোদক খাওয়াইয়া দিন। পাণ্ডাঠাকুর একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "তা বটে। তবে মার উপর আমাদের সেরূপ বিশ্বাস কই?" শ্রীবামের কথা উঠিল। ঐ পাণ্ডাও বলিলেন উনি সিদ্ধ-পুরুষ। মাকে যা বলেন তাই হয়। আমার মনে হইল তবে তো বাবা কাল আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন মনস্কামনা সিদ্ধ হউক তা'হলে মাকে বাঁচাইয়া লইয়া যাইতে পারিব। পাণ্ডার মুখেই শুনিলাম রাত্রের বৃষ্টিতে দ্বারকায় বড় বান পড়িয়াছে। নৌকার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখি জলে জলময়। দ্বারকার বানে শ্মশান ডুবিয়াছে। বাবার ঘরের পশ্চিম দেওয়াল পর্য্যন্ত জল ঠেল মারিয়াছে। সদর পথ

দ্বারকায় বান

জাগিয়া আছে মাত্র। মাঠগুলি জলে ভাসিয়া গিয়াছে। মন্দির হইতে দেখিলাম তারাপীঠ যেন দ্বীপের ন্যায় জলের উপর ভাসিতেছে নদীতে জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়িতেছে। কুল কুল করিয়া তীর উপছাইয়া মাঠে জল ঢুকিতেছে। দ্বারকার বান দেখিতে সুন্দর। দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে এক টানা ভয়ঙ্কর শ্রোত। দ্বারকার পাহাড় হইতে উঠিয়া ময়ুরাক্ষীর সহিত মিলিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। পাহাড়ে বৃষ্টি হইলে বান ডাকে। জল ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটে। জলের তোড়ে ফেণা জন্মে। ফেণার জমাট রথের চূড়ার ন্যায় দ্রুতবেগে তরঙ্গের উপর নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যায়।

বান না কমিলে তারাপীঠ হইতে আসা অসম্ভব। ফণিবাবু বলিলেন বাবু! আট্‌কা পড়া গেল আজ থাকিতেই হইল। কাল যেরূপ হয় করা যাইবে।" বাম ফণিবাবুর মন ফিরাইলেন। আমাদের যাওয়া বন্ধ করিলেন। গত রাত্রে শয়নের সময় কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বাবার এক প্রিয় সন্তান আমার এক খুল্লতাত পুত্র সুবোধ পরে বলিয়াছিলেন "বাবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা সহজেই পূরণ করেন"।

যেদিন মনে করি ভাল চিংড়ি মাছের কালিয়া খাব, না বলিলেও দেখি মা তাই রাঁধাইয়াছেন। আমিও জীবনে বাম বাঞ্ছা কল্পতরু ক্রমশঃ দেখিতেছি। তবে রাম প্রসাদ যে গাহিয়াছেন—

"(বেটী) সকল সময় সমনে রাজি নারাজ শুধু কাজের বেলা।" সে কথাটাও মিথ্যা নহে। বেটী ও বেটা দুইজনেই ছেলেকে চুষী-কাঠি দিয়া ভুলাইতে চাহে। ক্ষুদ্র সাংসারিক অভাব দূর করিতে প্রস্তুত। ক্ষুদ্র বিভূতি দিয়া ভুলায়। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাবি শীঘ্র খুলিয়া দেয় না। তাই বামও গাহিয়াছেন—
"বেটীর কাজের বেলা দেখ মহা দাঁত কপাটী"।

পূজাপাঠ।

তারাপীঠে আটক করিবার কারণ পরে বুঝিলাম। আমি জননীকে চাহি। বাবা বিশ্বজননী দিবেন। আমি মোহান্ধ জীব। বিশ্ব-জননী চিনি না। যেমন লালচুড়ি দেখাইয়া মাবাপ ছেলেকে নিজ কোলে লইয়া ক্ষীর সর নবনী দিবার জন্য টানেন তেমনি বাম আমাকে জননীর পুনরুজ্জীবনাশা দিয়া নিজ কোলে টানিয়া বিশ্ব-জননী তত্ত্বের বীজ রোপণ করিলেন। আমার মনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা দগ্ধ করিবার জন্য ভীষণ মাতৃ শোকানল দিয়াছেন। সে অনলে হৃদয় উদ্দেশ্য অনেকটা নির্ম্মল হইলে অদৃশ্য ডুরিতে নিজ ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন। দেবতা দুর্ল্লভ শ্রীচরণ দিয়াছেন। সেই চরণস্পর্শে শরীরে অলৌকিক বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবেশ করিয়াছেন। তারামার রথোপলক্ষে প্রেমাবতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখাইয়াছেন। চিত্ত শুদ্ধি করিতে একদিন গিয়াছে। তিন রূপ মাত্র চণ্ডী এ যাত্রায় পড়াইবেন পূর্ব্বদিন বলিয়াছেন। সুতরাং আজ তো তারাপীঠে রাখিবেন।

প্রাতে বাবার নিকট যাইলাম কিন্তু কি কি ব্যাপার ঘটিল মনে নাই। স্নান করিয়া তারা মা'র মন্দিরে আসিলাম। সঙ্গে চণ্ডী। তখন মার স্নান হইতেছিল। দেখি

তারাশিলা কাপড়ের ঘেরা টোপ; মাটীর চারিটী হাত, রূপার মুণ্ডমালা, মুকুট প্রভৃতি খোলা। বশিষ্ঠারাধিতা শিলা বেদীর উপর বসান। যে পাণ্ডার সেদিন পালা ছিল তিনিই ঐ শিলাখানিই বশিষ্ঠারাধিতা তারা বলিলেন। উহাতে বৎস্যরূপী শিবকে মা স্তন পান করাইতেছেন এই ছবি দেখাইলেন। ঘড়া ঘড়া জল দিয়া মন্ত্র পড়িয়া ঐ শিলাখানিকে ধুইয়া ঘেরা টোপ পরাইয়া হাত, মুণ্ডমালা প্রভৃতি সজ্জা করিলেন। পুষ্পপাত্র সাজান ছিল। চন্দনাদি ঘসা হইল। পূজার আয়োজন পূর্ণ হইল।

গতকল্য মার পূজা দেখিতে পাই নাই। আজ বাম তাই মন্দিরে আনাইয়া পূজা দেখাইলেন। পুরোহিত মহাশয় পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। আসন শুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভূতশুদ্ধি করতঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র স্থলে চণ্ডীতে মহিষাসুর বধে মার আবির্ভাব সূচক শ্লোকগুলি পড়িলেন।

অতুলং তত্রতত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
মারপূজা যামোন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজা-পত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকংতেজসা॥
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥

দেবগণের শরীর হইতে সেই স্থলে যে অতুলনীয় তেজঃ নির্গত হইল তাহাই একত্র সমবেত হইয়া এক অদ্ভুত নারী মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই নারীর রূপ ছটায় ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত। শম্ভুর যে তেজঃ তদ্বারা ঐ নারীর বদন, যমের তেজ দ্বারা কেশ-পাশ, বিষ্ণুর তেজোরাশিতে বাহু সমূহ, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল। ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণ যুগল, সূর্য্যের তেজে পাদাঙ্গুলি, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, বহ্নির তেজে নয়ন ত্রয় হইল, সন্ধ্যার তেজেই তাঁর ভ্রূযুগ, বায়ুর তেজেই তাঁর শ্রবণ। সেই শিবময়ী অন্যান্য দেবগণের তেজ হইতে সম্ভূতা।

পুরোহিত যখন ইহা পড়িতেছিলেন মার বিরাট মূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মনে উদিত হইতেছিল। তিনি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম তারাপীঠ গ্রামে এই সংকীর্ণ

দেবশক্তিময়ী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা শিলা নহেন। তিনি বিশ্ব-

মা, ব্যাপিনী অনন্ত শক্তি। প্রত্যেক দেবই তাঁর ক্ষুদ্রশক্তি মাত্র। সেই অনাদি অনন্ত শক্তিকে মনুষ্য ভাষায় জানাইতে গেলে সকল দেবের শক্তিপূজা ভিন্ন অন্য কল্পনা করা যায় না। জগতের নিয়ন্ত্রিত শক্তিই দেবশক্তি, জগতের উচ্ছৃঙ্খল শক্তিই অসুর শক্তি। যখন অসুর শক্তি উদ্দাম হয় তখন ব্যষ্টি দেবশক্তিতে তাহা রোধ করিতে পারেন না। সমষ্টি—দেব-শক্তিরই আবশ্যক। গীতায় ভগবানের বিশ্বরূপ, ভাগবতে ভগবানের বিরাট্ বপুঃ আর চণ্ডীতে এই সর্ব্বদেব শরীরা নারী মূর্ত্তি এ তিনই এক। পুরোহিত মহাশয় যথাজ্ঞান মার পূজা সমাপন করিলেন। আমি মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মানসিক পূজা

পাঠ করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বদিনের ন্যায় প্রেমোদয় হইল না বটে, কিন্তু কতকটা গদগদ ভাব আসিল কিঞ্চিৎ আনন্দও পাইলাম। ভাবের উচ্ছাসানুসারে স্বরের উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। মন্দিরের বাহির দালানে বসিয়া পড়িতেছিলাম। সময়ে সময়ে স্বর-লহরীতে মন্দির বাটী ঝঙ্কারিত হইতেছিল। চক্ষেও সময়ে সময়ে অশ্রুধারা আসিতেছিল। পাঠ ভিন্ন অন্যদিকে লক্ষ্য নাই। সময়ে সময়ে স্বর তরঙ্গে মন ভাসিয়া যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ব যেন সঙ্গীতময় বলিয়া বোধ হইতেছে। যে সকল নব নব অর্থ পূর্ব্বদিন জাগিয়াছিল তাহাও মধ্যে মধ্যে জাগিতেছিল। পাঠ সমাপনান্তে প্রণামের পর দেখিলাম যে পাঠ শুনিতে প্রবীণ কয়েকজন পাণ্ডা সমবেত ছিলেন। পাঠ তাঁদের মধুর লাগিয়াছে। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত নীরবে শুনিতেছিলেন।

দীনভাব।

দ্বিপ্রহরে ভোগ সরিল। প্রসাদপ্রার্থীগণের সংবাদ জন্য কাঁসর বাজিল। আমাদিগকে নুটু পাণ্ডা ডাকিলেন। গিয়া দেখি পাকঘরের সম্মুখে অনেকগুলি থালা পড়িয়াছে। পরিচারকবর্গকে ও কতক পাণ্ডাকে প্রসাদ বাড়িয়া দেওয়া হয়। সাধকদের ও যাত্রিদের জন্য রাজা রামকৃষ্ণের ব্যবস্থা এক্ষণে পরিদর্শনাভাবে এইরূপ অবস্থায় পরিণত। তারাপীঠে সাধকের সংখ্যা অতি অল্প। ভীষণ শ্মশান। ঐখানে সাধনা দুরূহ। তখন ব্রহ্মচারী নামে একজন সাধক ঐখানে ছিলেন। তিনি বাবার আশ্রমের দক্ষিণে সদর রাস্তার পশ্চিমে প্রাচীন শ্মশানের উপরে একখানি আশ্রম করিয়াছিলেন। তাতে একখানি পাকগৃহ ও একখানি শয়ন গৃহ। উভয় গৃহের পশ্চিমে দাওয়া। তারপর একটু

প্রসাদ ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুলবাগান। তাহাতে জবা, করবী প্রভৃতি ফুলের গাছ। তার সঙ্গে কদলীবৃক্ষও ছিল। ব্রহ্মচারী তান্ত্রিক, শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি যাজনও করিতেন। তিনি কখনও কখনও তারামার প্রসাদ পাইতেন। কখনও নিজেও চালায় পাক করিয়া খাইতেন। সেদিন তিনি প্রসাদ পাইতে মার মন্দিরে আসিয়াছিলেন। আমরা দশ বার জন ব্রাহ্মণ মার মন্দিরের পূর্ব্ব রোয়াকে ছায়ায় বসিতেছি এমন সময় ক্ষ্যাপা বাবা ঐ রোয়াকের নীচে পাকশালার উঠানে উপস্থিত।

ক্ষ্যাপার আগমন

তিনি রোয়াকে উঠিলেন না, উঠানেই বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে কয়েকটী কুকুর ছিল। তারাও তাঁর আশেপাশে বসিল। পাণ্ডারা বলিয়া উঠিল "তবে আজ ক্ষ্যাপা এখানে প্রসাদ পাবে। তাকে প্রসাদ দে।" বাবাকে নীচে বসিতে দেখিয়া আমি সসম্ভ্রমে উঠানে নামিলাম। পাণ্ডারা আমাকে উপরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন আমি উকীল। আমাকে সম্ভ্রান্ত বলিয়া তাঁদের ধারণা হইয়াছিল। তাই তাঁরা উপরে সম্ভ্রান্ত স্থানে আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু যে মহাপ্রভুর নীরবাকর্ষণে আমি আসিয়াছি। যিনি আমার হৃদয়াধিকার করিয়াছেন, যাঁকে তারাপীঠের ভৈরব বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে, যাঁর প্রভাব পদে পদে পূর্ব্বদিন অনুভব করিয়াছি, যাঁর নিকট আমার দেহ মন প্রাণ বিক্রীত, সেই মহাপ্রভু

দীনভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই হৃদয় দেবতা যখন দীনের ন্যায় নীচে উঠানে বসিলেন আমি কি আর উপরে থাকিতে পারি? উপরে বসাই আমার ভাল হয় নাই। দেব মন্দিরের পরান্ন প্রসাদ পাইব। দীনহীন কাঙ্গালের বেশেই তাহা পাওয়া উচিত। তখনও অহমিকা। বাবা ইহা ভাঙ্গিবার জন্যই ঐরূপ কাঙ্গালীর ন্যায় প্রসাদ পাইতে আসিলেন। নচেৎ নাটোরের রাণীকে তারা মা স্বপ্ন দেওয়া অবধি বাবা খান আর নাই খান তাঁর জন্য আশ্রমে নিত্য একথালা ভোগ যাইত। তাঁর আসিবার কোন কারণ ছিল না।

সকলের পাতা পড়িল। পরিচারকেরা প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। বাবা কালু প্রভৃতি কুকুরের সহিত এক পাত্তে খাইতে লাগিলেন। কোন বিকার নাই। কুকুরগুলি তাঁহার প্রিয় সহচর। তাদের প্রতি কত আদর, কত যত্ন। তারা যেন পুত্র কন্যা। যা নিজের ভাল লাগিতেছে তাই তাদের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। তাহারা পাত হইতেও প্রসাদ খাইতেছেন। কখন তারা আদর করিয়া বাবার মুখও চাটিতেছে। তারা ক্ষণেক পূর্ব্বে শ্মশানে মড়া খাইয়াছে। মুখে গায়ে সব গন্ধ। কিন্তু বামের ঘৃণা নাই। অভিমান নাই। কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট লীলায় বিষ আছে ভয় নাই।

কুকুরের সঙ্গে ভোজন

"লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকৃতে নয়" কথায় বলা যত সহজ কার্য্যে কয়জনের তাহা ঘটিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় সমদর্শনের কথা পড়িয়াছিলাম কার্য্যে সমদর্শন দেখি নাই। অদ্য রাম সেই অলৌকিক সমদর্শন চিত্র দেখাইলেন। আরও এ পাষণ্ড ঘোর অভিমানীর

কুক্কুরোচ্ছিষ্ট প্রসাদদান

অভিমান যাহাতে চূর্ণ হয় তজ্জন্যই বোধ হয় ঐ কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন প্রসাদ দিলেন। নির্ব্বিকারের কৃপায় এ সবিকারেরও মনে তৎকালে কোন বিকার আসিল না।

সংশয়।

প্রসাদ পাইয়া বাবা চলিয়া গেলেন। আমরা মন্দিরের ঘাটে আঁচাইয়া বাসায় আসিলাম। শয়ন করিয়া ভাবিতেছি। রাম সূক্ষ্মদেহে আমাকে দর্শন দিয়া টানিয়া আনিয়াছেন। তিনি অন্তর্যামী ব্রহ্মময় জ্ঞানময় সদানন্দময় মহাপুরুষ। তাঁর শক্তি অসীম। আমার মৃত জননীকে সঞ্জীবিত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু কই সে আশা আজ দুদিন হইল ফলিল না। রাম আদর যত্ন ভিন্ন আর কিছুই করিলেন না। আমাদের দুর্ব্বল মন। সংশয় উঠিতেছে তবে কি রামের সে শক্তি নাই। এ যে অসাধ্য সাধন। মানুষ মরিলে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরে। জগতে আবহমানকাল মানুষ মরিতেছে ফিরিবার দু'একটা দৃষ্টান্ত পুরাণে লেখা আছে মাত্র।

চিন্তা

আমার মুগ্ধ আশা। আমার বামের শক্তি নাই ইহা মন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেনা। মন বলিতেছে তুমি বামাকে এমন কি সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে যে তিনি তোমার জন্য এই অসাধ্য সাধন করিবেন। তখনি ইহার উত্তর মন দিতেছে তিনি দয়াময়। তাঁকে আবার সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট করার কি আবশ্যক। তাপিত জীবের তাপহরণ জন্য তাঁদের ভবে অবতরণ। আমার ন্যায় তাপিত কে আছে? আমার প্রাণ যে মাতৃশোকানলে পুড়িয়া যাইতেছে। তিনি তো তাহা বুঝিয়াছেন। তবু কেন দয়া করিবেন না। তাহা হইলে যে তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। এইরূপ চিন্তা-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি।

শয্যায় থাকিতে পারিলাম না। বামের নিকট চলিলাম। মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বার পাউটা দিয়া পথে পড়িলাম। সম্মুখেই ব্রহ্মচারীর আশ্রম। তাঁর সহিত প্রসাদ খাইবার সময় অদ্য আলাপ হইয়াছে। তিনি তান্ত্রিক যজনযাজনে নিজ পটুত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। মনে হইল একবার দেখিনা। ইহার দ্বারা আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে

ক্ষীণাশা

পারে কিনা? তাঁর আশ্রমে যাইলাম। তিনি সাদরে বসাইলেন। আমার দুরাকাঙ্খা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে জানাইতে লজ্জা পাইতেছি। আর কতদূর তাঁহার শক্তি ইহাও পরীক্ষা করিতেছি। নিজে তন্ত্র কিছু না জানিলেও অভিমান আমার কম নাই। বামের নিকট সব অভিমান চূর্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিলাম ব্রহ্মচারীর নিকট ঐ অভিমান জাগরূক হইল। মারণ উচাটন প্রভৃতির কথা পাড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম মৃতজীবের প্রত্যুজ্জীবন কি ঘটিতে পারে? ব্রহ্মচারী বলিলেন—"হাঁ তন্ত্রে সে ক্রিয়ার উল্লেখ আছে।" বলিলাম—"মহাশয় কি কখনও সে ক্রিয়া কি করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন—"না করি নাই তবে হইতে পারে।" কিছুক্ষণ জেরার পর তিনি স্বীকার করিলেন, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা তাঁর নাই। আমার যে ব্রহ্মচারী দ্বারা মাতৃসঞ্জীবনের ক্ষীণাশা জন্মিয়াছিল তাহা লোপ হইল। তখন বামের কতদূর শক্তি, তন্ত্রে কিরূপ অধিকার ব্রহ্মচারিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"আরে ওটা গণ্ডমূর্খ; তন্ত্রের সাধনা কি জানে। কেন লোকে ওর কাছে আসে জানি না। আপনার মত পণ্ডিত কখনও ভুলিবেন না। মূর্খগুলো ভুলে।" ইহা শ্রবণে বিস্মিত। মনে করিলাম ব্রহ্মচারী শ্মশানবাসী হইয়াছেন, গৈরিক বসন লইয়াছেন তান্ত্রিক ক্রিয়াতেও পটু। এখনও আকুমার তারা প্রেমে উদাসী তারা প্রেমে মাতোয়ারা ত্যাগাবতার মহাপুরুষকে চিনিতে পারিলেন না।

বাম দুর্জ্জেয়

ইঁহাকে সাংসারিক লেখাপড়ার দ্বারা বিচার করিতেছেন। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞাতং ভবতি" (যাহাকে জানিলে সব জানা হয়) সেই তারামাকে যিনি জানিয়াছেন তাঁর সাংসারিক ক খ গ ঘ জ্ঞানের আবশ্যক নাই। তন্ত্রের ভাসা ভাসা অর্থ জানিলেই তন্ত্রাভিজ্ঞ হয় না, তন্ত্রের যাজনেও সাধক হয় না। তন্ত্র গুরুমুখী বিদ্যা। তার অর্থ বড় গূঢ় ও গভীর। মারণ উচাটনাদিরও গভীর অর্থ আছে। উহা অর্থের লোভে যজমানের সাংসারিক শত্রুমারণ নহে। উহা লম্পটের জন্য নায়িকা বশীকরণ নহে। কাম-ক্রোধাদির যথার্থ শত্রুর মারণ উচাটন। সৎবৃত্তি রূপ নায়িকার বশীকরণ। বাম সে মারণে, সে বশীকরণে সিদ্ধ। ব্রহ্মচারীর দশা দেখিয়া তাঁর জন্য আমার যথার্থ দুঃখ হইল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সাংসারিক নাম ত্যাগ করিয়া বশিষ্ঠের পুণ্যক্ষেত্রে শ্মশানে সাধনা করিতে আসিয়াছেন। আর সেই পুণ্যক্ষেত্রের মহাপুরুষ সেই বশিষ্ঠাসনের অধিকারী, সেই শ্মশানের ঈশ্বর বামের প্রতি তাঁর এরূপ ভাব? তাঁর হৃদয়ে প্রেমভাব এখনও জাগে নাই। কথায় বলে—

পঞ্চাণামপি যো ভর্ত্তানাসৌ প্রাকৃতঃ মানুষঃ। যিনি পাঁচজনের সাংসারিক ভার লন, তিনি সাধারণ লোক নহেন। শ্রীবাম শত শত জগাই মাধাইএর পাশগোবর্দ্ধন অবহেলায় ধরিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে ভক্তি করেন, তাঁকে দেখিতে কত যাত্রী নিয়ত তারাপীঠে যাইতেছেন সেই বাম কি অন্তঃসার শূণ্য হইতে পারেন? ব্রহ্মচারী অজ্ঞতার অভিমানে অভিমানী, নিজের প্রসার প্রতিপত্তির জন্য ব্যাকুল। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট যাত্রী আসে না, বামের নিকট যায়। তাই তিনি বামের প্রতি বিরূপ। পিত্তপীড়ায় তাঁর মনশ্চক্ষু দূষিত! তাই তিনি সিদ্ধ পুরুষের স্বচ্ছতা দেখিতে পাইতেছেন না। তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধপুরুষকে মুর্খ মাতাল বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াসী।

ব্রহ্মচারীর নিকট আমি নিজ মনোভাব গোপন করিলাম। তিনি অন্তর্যামী কিনা পরীক্ষার জন্য বলিলাম। বাম তো লেখাপড়া জানেন না, খুব মদ গাঁজাও খান, তথাপি এত লোকে কেন তাঁকে ভক্তি করে বলিতে পারেন? ব্রহ্মচারী আমার মনের ভাব বুঝিলেন না। আমি বামে মজিয়াছি তাঁহার ধারণা হয় নাই। বরঞ্চ তিনি মনে করিলেন আমিও তাঁর ন্যায় বামের অসারত্তা-বাদী। তিনি বলিলেন, "ওকথা বলিবেন না, মূর্খগুলোকে বলিলে, শুনে না, বুঝে না। তারা মনে করে বামা একটা মহাপুরুষ সেদিন একজন ভদ্রলোক ইংরাজী লেখাপড়া জানে, সেও এসে বামাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো যে তাকে মন্ত্র দিতে হবে। বামার তন্ত্রজ্ঞান কি যে মন্ত্র দিবে? ভদ্রলোক কিছুতে শুনলে না। মন্ত্রের উদ্যোগ কল্লে, বামার যা মুখে এল একটা সাপের মন্ত্র তাকে চুপে চুপে বলে দিলে। শেষে আমাকে ডাক্‌লে আমি তবে হোমাদি কর্‌লাম। তবু মূর্খ গুলো ওর কাছে যাবে আর ওকে বাবা বাবা করবে, প্রণামী দিবে।" শেষ কথায়

পরীক্ষা

উপনায়ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বামের প্রতি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের এত প্রেমময় ভাবের কারণ প্রকাশ পাইল।

যেমন উপনায়ক না হইলে কাব্য-নাটকে নায়কের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকিলেও তাঁদের মহিমা স্ফুটীকৃত হয় না বলিয়াই মহাপুরুষেরা কি প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ পার্শ্বে রাখেন এবং তাহাদিগকে চিনিবার শক্তি দেন না? বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন পুরুষোত্তমে ছিলেন তখন তাঁহারও প্রতিদ্বন্দ্বী যুটিয়াছিল। সেই গৈরিক বসনধারীও গোস্বামীর প্রসার এবং প্রতিপত্তিতে বড়ই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া কি করিয়াছিলেন তাহা অনেকে জানেন। অবশ্য বামের অদৃষ্টে এতদূর গড়ায় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দয়ার সাগর

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে মহাপুরুষের নিন্দা আর শুনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হইল না। কালিদাসের বাণী স্মৃতিপথে পড়িল—

ন কেবলং যো মহতো দৃপ ভাষতে।
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥

যে মহতের নিন্দাবাদ করে কেবল সেই নহে, যে তার নিকট নিন্দা শুনে সেও পাপী।

আমার নিকট কোন আলী ছিল না। আমিও পুরাণোক্ত বামে বাম প্রণয়িণীর ন্যায় নররূপী বামে মজি নাই। সুতরাং বলিতে পারিলাম না—

উমার কোপ

নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ।
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ ॥

সখি! এই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে নিবারণ কর। এর ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে আবার (আমার হৃদয়বল্লভের) নিন্দাবাদ করিতে ইচ্ছুক।

স্থান ত্যাগই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মচারির আশ্রম হইতে উঠিলাম! ব্রহ্মচারী এতদূর সাধনপথে অগ্রসর যে তখনও আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। বাবার আশ্রম উহার অনতিদূরে উত্তর দিকে। তথায় আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্যামী বাম আমার ও ব্রহ্মচারীর ব্যাপার বুঝিয়াছেন। আমি যে তাঁর শক্তিতে সংশয়ান্বিত হইয়া ব্রহ্মচারীর নিকট মাতার সঞ্জীবনার্থ গিয়াছিলাম, ব্রহ্মচারী ঠাকুর যে বামের প্রতি বড়ই প্রেমময় তাহা বাবা জানিতে পারিয়াছেন। তাহাই ইঙ্গিতে দীনভাবে বলিলেন—"বাবা! আমি মূর্খ মাতাল, আমি তন্ত্রমন্ত্রের কিছু জানি না, কেন আমার নিকট তোমরা আস!" কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় অধোবদন। মনে মনে আপনাকে শতধিক্কার দিলাম। মুখ ফুটিল না। মন পুড়িতে লাগিল। কেন মহাপুরুষের শক্তিতে সন্দিহান হইয়া অপরের নিকট গিয়াছিলাম। এযে সূর্য্যকে ত্যাগ করিয়া খদ্যোতের নিকট আলোক পাইবার আশা। হৃদয়াধিকারী মহাপুরুষের নিন্দাবাদ শুনিলাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

বাম! আমাদের হৃদয়ক্ষুদ্র, সহজে দুর্ব্বল। তুমি বল না দিলে সেকি অটল থাকিতে পারে? প্রভু যিশুর প্রিয় শিষ্য মহানুভব Peter-এর মন অটল থাকে নাই। তাঁর হৃদয়দেবতা নীচ হিংসুক প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ষড়যন্ত্রে ধৃত হইলে তিনি প্রথমে ভয় পাইলেন। গুরুভক্তিবশতঃ তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেন বটে, কিন্তু সেই রাত্রে তিনবার তিনজন তাঁহাকে যিশুর দলভুক্ত বলিয়া অভিযোগ করিলে তিনি গুরুকে তিনবার অস্বীকার করেন। পরে "তুমি এইরাত্রে তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে।" শ্রীগুরুর কথা স্মরণ করিয়া তাঁর হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল। তিনি প্রাণাত্যয়ে গুরুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্বীকার করিয়াছিলেন। আমি এমন দুরাচার ক্ষুদ্রমনা যে আমার স্বার্থ সাধন হইতে বিলম্ব হইতেছিল বলিয়া সেই পরম করুণাময় দেবের শক্তিতে সংশয়ান্বিত হইয়া তাঁর নিন্দাবাদের প্রশ্রয় দিলাম ও তাহাতে প্রতিবাদ করিলাম না।

বাম কিন্তু দয়ার সাগর! আমার এ অপরাধ তিনি ধরেন নাই। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এজন্য হ্রাস হয় নাই। কোন বিরক্তির ভাব দেখান নাই। প্রত্যুত আমাকে কোল দিলেন। কারণ সেই রাত্রেই অযাচিত-ভাবে আমাকে পরম যত্ন করিয়া জীবন জন্ম সার্থক করিলেন। একেই বলে অহেতু করুণাসিন্ধু। প্রভো! আমাকে আর যে কোন কঠোর পরীক্ষা করিতে হয় করিও, তোমাতে আমার সংশয় দিও না। সে বৃশ্চিকদংশন ভয়ঙ্কর। সে জ্বালায় যেন এ হৃদয় না জ্বলে। আমি যেন বিবেকানন্দের ন্যায় গাহিতে পারি—

বাম দয়ার সাগর

"কিসুখ জীবনে মম নাথ দয়াময় হে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালকভাব

বাবার আশ্রমে বসিয়া রহিলাম। তাঁর বালকভাব দেখিতে লাগিলাম। ভক্ত ও পাণ্ডাগণ আসিলেন। ছোট বড় তামাক সেবনের সঙ্গে কথোপকথন চলিতে লাগিল। শুনিলাম বাবার সেবক পাণ্ডা দুইজন। নুটু ও ভূপতি। তখন নুটুর অধিকার। রাজতন্ত্র শাসনে রাজার ইচ্ছায় মন্ত্রী পরিবর্ত্তিত হয়। বামের দরবারেও তাঁর ইচ্ছায় তাঁর সেবক পরিবর্ত্তিত হওয়া অযৌক্তিক নহে। এই পরিবর্ত্তনে বামের বালকভাব প্রকটিত হইত। একজন পাণ্ডা

সেবা প্রণামী

সেবা করিতেছেন। বাবার যাহা কিছু প্রণামী তাহার হাতে পড়িতেছে। তারই হাতে বাবার ঘরের চাবি থাকিত। সে ঘরের আসবাব পূর্ব্বে বলিয়াছি—মড়ার মালসা, মড়ার মাথা, মড়ার চেটা, চারি পাঁচটা চিমটা, তিন চারিটা ত্রিশূল, একটী তানপূরা, একটী লোহার সিন্দুক। সেই সিন্দুকে মড়ার মাথার সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভক্ত্যুপহার রূপার ফুরসি থাকিত। সেবক পাণ্ডার হাতে সেই সিন্দুকের চাবি। বাবার প্রণামীর টাকা ও বস্ত্রাদি তিনি তাহাতেই রাখিতেন। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। তার আবার হিসাব কি? দুই তিনমাস সেবার ফলে সেবক পাণ্ডার হালচাল ভাল হইল তাকে আর কৃপার আবশ্যক নাই, তখনই বাবার হিসাবের প্রয়োজন হইল। হিসাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডার মুখে মুখে থাকিত। তিনি বলিলেন, কেন বাবা উঁহাতে তাহাতে খরচ হইয়াছে। বাবা সব বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "না বাবা তুমি বড় বদ অমুক ভাল।" সুতরাং অমুকই বাবার সেবার ভার পাইল। পাণ্ডারা বাবার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। যখন যাঁর আবশ্যক পড়িত তখন তিনি বাবা বাবা করিতেন বটে বামের বিভূতি কিছু কিছু অনুভব করিতেন বটে কিন্তু বামের তত্ত্ব তাঁরা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যখন যে পাণ্ডার মনস্তুষ্টি বাবা করিলেন না তিনি তখন বাবাকে যাহা মুখে আসিল বলিলেন। কখনও বাবার শরীরে আঘাত পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বাবা কখন তাহাতে হাসিতেন কখনও বা বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ভাব দেখাইতেন। এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া পরে বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট রমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব স্বয়ং তদন্ত করিতে বাবার নিকট যান। বাবা কিছুতেই বলিলেন না যে পাণ্ডারা তাঁকে প্রহার করেন। পাণ্ডারা বাবার প্রিয় হইবার জন্য কখনও পরস্পরের নিন্দাবাদ করিতেন। বাবার বালকের ভাব। যখন যার তখন তার। একজন বলিল, বাবা অমুক পাণ্ডা তোমাকে এই বলিতেছিল। বাবা যেন কোপ করিয়া বলিলেন—"সে বেটা আসুক"। সে আসিয়া বলিল—"বাবা অমুকের কথা শুনবেন না—আমি আপনাকে কিছুই বলি নাই।" বাবা ছোট ছেলের মত বলিলেন—"বাবা কেন তুমি আমাকে বলিবে, আমি কি জানি না। তুমি ভাল লোক।" যাত্রীগণের সহিত বাবার বালকভাব। কেউ আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম করিল বাবা কথা কহিলেন না। সে মনে মনে দুঃখিত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন তাকে ডাকিলেন, আদর করিলেন। সম্বর্দ্ধনায় তার যদি অভিমান হইল যে আমি বাবার প্রিয় পাত্র, অমনি বাবা কথায় কথায় তাকে ধমক্ দিলেন। সে ভয়ে জড় সড়। আবার বাবার স্নেহ উছলিল। কেহ প্রণাম করিলে বাবা চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বদ, ছুঁচু গন্ধ দিতে আসিয়াছে"।

আমি এই সমস্ত ব্যাপার শুনিতেছি ও দেখিতেছি। মনে মনে নিজ মাতৃজীবন ভিক্ষা করিতেছি। মুখে কিছু বলিতেছি না। যদিও পূর্ব্বদিন বাবা পদসেবার অধিকার দিয়াছিলেন ও স্নেহের যথেষ্ট পরিচয় দুইদিনে দিয়াছেন তথাপিও বিনা অনুমতিতে তাঁর পদস্পর্শ করিতে সাহসী হই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অযাচিত কৃপা"।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। আগন্তুকগণ চলিয়া গেলেন। পাণ্ডাগণ একে একে ভাগিলেন। পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় আজও বাবা এবং আমি রহিলাম। বাবা সেই দাওয়ায় দক্ষিণদিকে মাথা উত্তরদিকে পা করিয়া শয়ন করিলেন ও আমাকে পদ সেবার ইঙ্গিত করিলেন। আমি পদতলে গেলাম। বাবা শ্রীপদযুগল অঙ্কে তুলিয়া দিলেন। বাবের দয়া অপার। যে আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁর প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া অন্যলোকের নিকট তাঁর নিন্দাবাদ প্রশ্রয় দিয়াছি সেই পামরকে এত দয়া? এ না হইলে তোমার দয়াময় নাম কি জগতে রটে? এ না হইলে কি তুমি পতিত পাবন হইতে পার? এ না হইলে কি তোমার জগাই মাধাই উদ্ধার লীলা ঘটে? পূর্ব্বদিনের ন্যায় পদসেবা করিতে করিতে অপার শূন্যভারে হৃদয় পূরিয়া গেল। কি এক আনন্দের অবস্থা। তখন আপনহারা হইলাম। বাম কতক্ষণ পরে উঠিলেন। ঘরে আলো নাই। আকাশ মেঘে ঘেরা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। শ্মশানে শব লইয়া বিবদমান শৃগাল কুকুরের কোলাহল উঠিতেছে। আমার মন শূন্য শূন্য। পরম দয়াল বাম হঠাৎ আমাকে বিশ্বজননীর কথা বলিলেন। আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—"বাবা

দীক্ষা ও মাকে কি বলিয়া ডাকিব?" প্রত্যুত্তরে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজ দিলেন। জপের প্রণালী দেখাইলেন। বীজ মনে মনে গাঁথিয়া গেল। জপের প্রথা ধরিতে পারিলাম না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। পূর্ব্বে সংসারী গুরুর নিকট সংসারী শিষ্যের দীক্ষা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে কত আড়ম্বর, কত শসা, কলা, বস্ত্রাদির আয়োজন, সিন্দুর শোভিত ঘট আম্রপল্লব পঞ্চবর্ণের গুঁড়িতে মণ্ডল ইত্যাদি। তাই একজন বৃদ্ধ সংসারী আমাকে পরে গৌরব সহকারে বলিয়াছিলেন যে তাঁর দীক্ষায় একঘর জিনিব হইয়াছিল আমার দীক্ষায় সেরূপ ছিল না সুতরাং ইহা দীক্ষা কিনা সংশয় হইল। বাবার কৃপায় পরে দীক্ষাতত্ত্ব বুঝিয়াছি তাহাতে এযে পরম দীক্ষা ইহা ধারনা হইয়াছে।

তৎকালে এই দীক্ষায় তৃপ্তি হয় নাই। আমি বিশ্বজননীকে চাই নাই। পার্থিব জননীকে সেই জননীর ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুদ্ব্যোমময় কোষকে পাইতে গিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ 'দুধুমা' আমার ভাল। অপ্রত্যক্ষ বিশ্বমাতা লইয়া কি করিব? আমার মনে এইরূপ উঠিল। কিন্তু মুখ ফুটিল না।

অতৃপ্তি

রোগ হইলে রোগীর ভালমন্দ বিচার থাকে না। রোগী কুপথ্যই চায়। সদ্বৈদ্য তাহা দেন না। যাহাতে আরোগ্য হয় তিনি তাহাই ব্যবস্থা করেন। রুগ্নের সে ব্যবস্থা তখন ভাল লাগে না। পরে সে তার উপকারিতা বুঝে। আমার অবস্থাও তাই ঘটিল। মাতৃবিরহে আমার ঘোর মোহ বিকার আসিয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় পড়িয়াছিলাম—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

এই আত্মাকে কেহ ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে দগ্ধও করিতে পারেনা, ইহাকে আর্দ্রও করিতে পারেনা, শুষ্ক করিতেও পারে না। ইনি নিত্য সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন। গীতার বাণীর মূল উপনিষদেও পাইয়াছিলাম। কিন্তু ওসব কথা হৃদয়ে আদৌ লয় নাই। নাস্তিকের নিকট ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জল ব্রহ্মসূত্র শঙ্কর ভাষ্যাদি আওড়াইয়া আত্মার অস্তিত্ব, অবিনশ্বরত্ব, নিঃসঙ্গত্ব প্রভৃতি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতাম। আবার আস্তিকের নিকট—

"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" ইত্যাদি।

লৌকাতয়িক যুক্তি দ্বারা আত্মার অভাব সপ্রমাণ করিতাম। আত্মার আত্মত্ব কিছুই বুঝিতাম না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল না। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ছিলাম। সংসারে মৃত্যু দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে আত্মীয়ের নহে। সুতরাং তাহাতে প্রাণে ব্যথা পাই নাই। ব্যথা না লাগিলে জিজ্ঞাসা আসে না। তাই বাম আমার পরমাত্মীয়া স্নেহময়ী জননীকে লইয়া প্রাণে দারুণ ব্যথা দিয়াছেন। মৃত্যু কি তাহা

ভববিকার

কতক বুঝিয়াছি। মার স্নেহ, মায়া মমতা, আদর যত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁর অভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি পলে বোধ হইতেছে। সেই অভাবেই সেই বিরহেই মূঢ় মনঃক্ষিপ্ত প্রায়। ঐ শোক ভববিকারের ঘোর উপদ্রব। আমার সন্নিপাতিক মোহবিকার কাটাইতে হইবে কেবল তার উপদ্রব শোক নিবারণ করিলে বিকার আরোগ্য হয় না। "শুধু মাকে" ফেরৎ পাইলে আপাততঃ শোক যাইবে বটে কিন্তু তাঁর শরীর ও আমার শরীর উভয়ই নশ্বর। কেন দয়াময়ী তারামা তাহা স্থায়ী করেন নাই, সে বিচারের আবশ্যক নাই। হয় আমার শরীর পতনের পূর্ব্বে গর্ভধারিণীর শরীর পতন কিম্বা তার শরীর পতনের পূর্ব্বে আমার শরীর পতন হইবেই হইবে। তার কোলে আমি গেলে তাঁর শোকের অবধি থাকিবে না। পুত্র হইয়া সে কামনা করা উচিত নহে। যে জননী আমাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন, আমার সুখে যাঁর সুখ, আমার দুঃখে যাঁর দুঃখ, আমার মঙ্গল চিন্তা যাঁহার তপোজপ. সেই জননীর শিরে দারুণ পুত্রশোকরূপ বজ্রাঘাত পড়ুক একথা পুত্রের হৃদয়ে স্থান পাওয়া উচিত নহে। মা থাকিলে আমার সুখ হইবে অতএব আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তিনি থাকুন এবং আমার শোকে তিনি পরে পাগলিনী হউন, এ অপেক্ষা পুত্রের আর স্বার্থপরতা কি হইতে পারে? আরও পিতামাতার পূর্ব্বে পুত্র নাশ অস্বাভাবিক ও পিতৃ মাতৃক্রোড়ে সন্তান যাইলে সন্তানের কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং তাই আমার মাকে আমার অগ্রে লইয়া রাম অন্যায় করেন নাই। আমি মোহের প্রভাবে তখন তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে পারি নাই। তাই স্বার্থ বশতঃ মাকে পুনরুজ্জীবিত চাইতেছিলাম বাম যদি তাঁকে বাঁচাইয়া শতবর্ষ পরমায়ু দিতেন, তাহা হইলেও যখনই তাঁর দেহপাত হইত, তখনই আমি থাকিলে আমার শোক আসিত। জননীর প্রত্যুজ্জীবনে আমার মোহ ঘুচিত না। বিকারগ্রস্ত রোগীকে জল দিলে তার যে ক্ষণিক তৃষ্ণা যায় আবার প্রবল তৃষ্ণা আসে সেইরূপ ঘটিত। শ্রীবাম বৈদ্যনাথ। তিনি সুচিকিৎসাই করিলেন। রোগের মূল কারণ মোহ। সেই মোহের কারণ আত্মাতে মনো-ধর্ম্ম সুখ দুঃখের অধ্যাস। সেই অধ্যাসই হৃদয়গ্রন্থি। সেই গ্রন্থি ভেদের পরম ঔষধ ভিষক্‌রাজ ব্যবস্থা করিলেন। শত শত আত্মীয় বিয়োগ হউক, সংসার পুড়িয়া যাউক, তথাপি আমি বিচলিত না হই ইহার বিধান করিলেন। আমি কে, কেন আসিয়াছি, কোথায় যাইতেছি, ইত্যাদি জ্ঞান না হইলে কখনও অধ্যাস যায় না তাই পরম দয়াল সে শ্মশানে শ্মশান-তত্ত্ব দিলেন। হৃদয় শ্মশান হউক তবে তাতে মা নাচিবেন। মার নূপুর ধ্বনি শুনিয়া, মার নৃত্য দেখিয়া যাহাতে আনন্দে বিভোর থাকি তাহার পত্তন করিলেন। এ সংসার কেবল লীলাময়ীর আনন্দলীলা ইহা যাহাতে হৃদয়ে উপলব্ধি হয় তাহার উন্মেষ করিলেন। অন্তশ্চক্ষু যাহাতে খুলে যাহাতে সূক্ষ্ম জগৎ চক্ষে ভাসে সেই জ্ঞানাঞ্জন দিলেন। যে মা জরামরণ বর্জ্জিত, যে মার স্তনপানে শ্রীবাম মৃত্যুঞ্জয় সেই মার

শ্রীবাম সবৈদ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই স্তন মুখে দিবার আয়োজন করিলেন। জীবন জন্ম সার্থক হইল।

কিন্তু অবোধ আমি সে মহৌষধের গুণ তখন বুঝিলাম না। ক্রমে তাঁর কৃপায় একটু একটু বুঝিতেছি। ঔষধ হাড়ে হাড়ে দিয়াছেন। ঔষধের কাজ দেহে প্রাণে মনে অহংজ্ঞানে বুদ্ধিতে বাহ্যে অন্তরে প্রতিপলে চলিতেছে। রাম এখনও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ জয় করান নাই বটে, তবে কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্যাদির অধিকার ক্রমশঃ কমাইতেছেন। সংসার তরঙ্গে এখনও আকুল করেন বটে, কিন্তু আকুলতার পরক্ষণেই আকুলতা ঘুচাইয়া দাও বলিয়া ডাকিতে শিখাইতেছেন। দারাসুত ধনজনে আসক্তি নাশ করেন নাই বটে কিন্তু প্রতিদিনই সে আসক্তি যে অনর্থের মূল ইহা ধীরে ধীরে হৃদয়ে জাগাইতেছেন। সংসার বন্ধন ছেদন করেন নাই বটে এখনও দাসের পদে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছেন বটে কিন্তু দিন দিন বন্ধনের একটা না একটা গ্রন্থি শিথিল করিতেছেন। সে শৃঙ্খলের লৌহে শ্যামিকা দিতেছেন। সবই সেই তারা রামাবতার করুণাময় রামের কৃপা এ গোঁড়ামীর কথা নয়। অহঙ্কারের বাণী নহে। তাঁর মহিমা কীর্ত্তনে প্রাণ নাচিয়া উঠে। মন মাতিয়া যায় তাই বলিতেছি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ তাঁদের হৃদয়াধিকার শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান করিতে

মহৌষধের গুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অবস্থা পাইয়াছিলেন শ্রীবামের কৃপায় "কাষ্ঠের পুতুল প্রায় শ্রীবাম নাচায়"—অবস্থা কিছু কিছু এদাস অনুভব করিতেছ।

ভাবীর ভাব।

গুহ্য ব্যাপারের পর বাবা আর আশ্রমে নির্জ্জনতা রাখিলেন না। ফণিবাবু আর নুটু পাণ্ডা আমাকে ডাকিতে আসিলেন। পাণ্ডা মহাশয় বাবার সেবার জন্য তামাক সাজিতে লাগিলেন। উভয়ে বাবার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। একথা জগজ্জননী সংক্রান্ত। ফণিবাবু সাধকদের দুইচারিটী গীত শুনাইলেন। তিনি দুইদিন মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়াছেন। মহাপুরুষ তাঁকেও কৃপা করিয়াছেন। প্রথম দিনেই তাঁর গুরুকুল ইষ্টদেবী ও সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন। আজ বৈকালে বাবা নিজ প্রিয়তম ভূমি শিমুলতলায় তাঁকে একা লইয়া গিয়া পুণ্যস্থানের পরিচয় দিয়াছেন। "এখানে শিমুল গাছ ছিল বাবা শুকিয়ে গেলো, আমি পুড়িয়ে দিলুম॥" ফণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করে বাবা পুড়িয়ে দিলেন।" বাবা বলিলেন, "গাঁজার কল্‌কে ঢেলে।" এই ব্যাপারের পূর্ব্বে পরিচয় দিয়াছি। বাবা

শাল্মলীদহন কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "গাছ পুড়িয়ে দেওয়ায় পাণ্ডারা আমাকে মেরেছিল।" ফণিবাবু বিস্মিত হওয়ায় বাবা বল্লেন, "পাণ্ডাদের বড় জোর বাবা, তারামা ওঁদের বাড়িয়েছেন।" তারা নামে তারাপ্রাণ বামের হৃদয় তন্ত্রী আরও ঝঙ্কার দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয় তারামা, জয় তারামা, পাণ্ডাদের বগল্‌দাবি।" ইহার অর্থ বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "বাবা তারামা এইখানে। মন্দিরের তারামা পাণ্ডাদের বগল্‌দাবি।" অর্থাৎ মন্দিরের সাজান তারামা কেবল দোকানদারি। যথার্থ তারা সাধনা শ্মশানভাব হৃদয়ে না জাগিলে হয় না।

ফণিবাবু বাবাকে তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। "বাবা মদ না খাইলে কি এখানে সাধনা হয় না।" বাবা বলিলেন, "কেন হবে না বাবা। তবে কি জান এখানে চীনাচার।" ফণিবাবু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু তাঁর হৃদয়ে মহাপুরুষ তাঁর অজ্ঞাতে তারামৃত ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই ফণিবাবু এই মহাশ্মশানে গাঢ় তমস্বিনীতে রামপ্রসাদের গভীর সাধনার ঝঙ্কার তুলিতে পারিলেন।

এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভালভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশের রজনী নাইমা
সে দেশের একলোক পেয়েছি।
কিবা দিবা সন্ধ্যা দিবা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা রেখেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোহাগে গন্ধক দিয়ে (মা)
খাসা রঙে চড়াইয়েছি;
মনোমন্দির জ্বালায়ে দিব
এ বাসনা করিয়াছি।
সাধনতত্ত্ব কালী নাম মহামন্ত্র
আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
এবার শমন এলে
হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি।
প্রসাদের নিদ্রা নাই মা
যোগে জাগে জেগে আছি।
এবার যোগনিদ্রা ডোরে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়াইয়েছি।

সাধক এই গীতে সাধনার চরমতত্ত্ব বলিয়াছেন। গীতের ভাব কিছুই তখন বুঝি নাই। এখন শ্রীবামের কৃপায় যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের অর্থাৎ তন্ত্রের অজ্ঞাত মণ্ডলের বেদের "অস্তি নাস্তি ভাতি নভাতি" ভাবের কিছু আস্বাদ পাইতেছি। সেই দেশের এক লোক শ্রীবামকে পাইয়াছি। সেই ভাবীর নিকট ভাব কিছু কিছু শিখিতেছি। ঐ ভাব তাঁর কৃপায় পূর্ণ হইবে এই বিশ্বাস অল্পে অল্পে আসিতেছে। সেই মহাভাবের উদয় হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা জীব বুঝিতে পারিবে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলে হৃদে অনুক্ষণ।

প্রসাদ সে ভাবের ভাবী। তাই সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করিয়াছিলেন। এই মহাভাবে যে সোহাগ আসে সেই সোহাগ বিশ্বপ্রেম। সেই সোহাগের রঙ খাসা। বিশ্বপ্রেমিক বাম চৈতন্যাদি সেই রঙ্গে সদাই রঞ্জিত। প্রসাদ প্রভৃতি সাধক প্রবরগণ সেই রঙ্গেই মনোমন্দিরে পূর্ণ ব্রহ্মময়ীর প্রতিমা গড়িয়া সদাই পূজা করেন। সেই ভূমির সাধককে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত করিতে পারে না। তিনিই মোহকে নিদ্রিত করিয়া সদাই জাগ্রত থাকেন! ঐ জাগ্রতাবস্থাই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে সাংখ্য যোগে বলিয়াছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমনেঃ॥

সাধারণ জীবের পক্ষে অজ্ঞানময়ী নিশা তাহাতে জিতেন্দ্রিয় মুণি সর্ব্বদাই জাগরূক এবং জীবগণের পক্ষে যাহা দিবা তাহা সর্ব্বদ্রষ্টা মননশীল মহাপুরুষের পক্ষে নিশা। অর্থাৎ কামকামী জীব যে ব্রহ্মময় অবস্থায় নিদ্রিত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ সেই অবস্থায় জাগ্রৎ এবং জীবগণ যে গন্ধরসরূপ স্পর্শ শব্দ ভোগে জাগ্রৎ সে ভোগে মহাপুরুষ নিদ্রিত। তিনি স্থূল ভোগ পরায়ণ জীব ভাবাপন্ন নহেন। তিনি জ্ঞানানন্দময় শিব ভাবাপন্ন। শিবে ও জীবে এই প্রভেদ। বাম সর্ব্বদাই ঐ ভাবীর ভাবে ভাবিত। লোকশিক্ষার জন্য কখনও কিছু অধ্যাস স্বীকার করিতেন মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবহিল্লোল।

ভাবঘোরে গীতে ও সিদ্ধপুরুষের সঙ্গলাভে সিদ্ধক্ষেত্রগুণে আমাদের সকলের মনও উচ্চভাবে ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সংসারীর মন এত বিষয়ে লিপ্ত যে সে বেশিক্ষণ বিষয় ছাড়া থাকিতে পারে না। সাধক কবি তার উপমা দিয়াছেন মীন যথা জল ছাড়িয়া বাঁচে না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "নী" সুরে অধিককাল থাকা যায় না। ফণিবাবুর হৃদয়বীণায় তাই বাম নরেশচন্দ্রের ব্যুত্থান ঝঙ্কার তুলিলেন—

তারাপদ আকাশেতে মনঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষ কুবাতাস লেগে ঘুড়ি ঘোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেল।
ব্যুত্থান জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে উঠিয়ে দিলে অম্‌নি পড়ে
মাথা নাইতা উঠ্‌বে কিরে সঙ্গী ছজন জয়ী হল।
মায় কান্নে হল ভারি আর যে সহিতে নারি
দারাসুত কালের দড়ি ফাঁস লেগে সব ফেঁসে গেল।
নরেশচন্দ্রের হাঁসা কাঁদা না আসাই যে ভাল ছিল॥

যখন সাধক ক্রমশঃ ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাদি স্থূল গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাদিতন্মাত্র বিষয়ে জ্ঞানময় করিয়া অহংজ্ঞানে অবস্থিত হন তখন তাঁর সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উচ্চস্তর। অহংজ্ঞান ডুবিলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন সব জ্বালাযন্ত্রণা দূর হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন মন স্তিমিত। আমি নাই তুমি নাই কিছু নাই। উহাই তোমার প্রকৃতিময়, তন্ত্রের অজ্ঞাত মণ্ডলের শূন্য পূর্ণভাব। কিজানি মহামায়ার কি ভাব, সাধক সে অবস্থা হইতে নামিয়া পড়েন। ব্যুত্থানের প্রথমস্তরে আনন্দানুভব তখন আমি জাগিয়াছি জগৎ জাগা নাই। ক্রমে জগৎ জাগিলে কামনারূপ কলুষ বাতাস লেগে মনোরূপ ঘুড়ি সেই পরব্যোম হইতে গোঁত্তা খেয়ে পড়িয়া যায়। তখন তার জ্ঞানমুণ্ড ছিন্ন। আর সে ব্যোমে উঠ্‌তে পারে না। তখন সে মায়ায় জড়িত। মায়া কান্না তখন তারি। তাই সঙ্গের ছয় রিপু যাহারা সমাহিত পরাভূত হইয়াছিল তাহারাই তখন জয়ী হইল। দারাসুত ঐ ঘুড়ির কলের দড়ি। ঐ ফাঁসেই মন ঘুড়ি ক্রমে ফাঁসিয়া যায়। তখন সাধক বলেন, "মা কেন এ ব্যুত্থান দিলি।"

ব্যুত্থান ভাবোত্মক গীতের পর বাবা ফণিবাবুর হৃদয়বীণার সুর একটু চড়াইলেন। তিনি নবাইএর ভক্তিরসাত্মক গীত ধরিলেন।

নিরুপমা শ্যামা আমার যা করেন তাই ভাল লাগে।
থাকেন ল্যাংটাবেশে এলোকেশে
ঐরূপ অন্তরে জাগে।

শ্যামা অন্যে হলে বিবসনা নিন্দাকরে কতজনা
নিরুপমা শ্যামা মাযে বিবসনা
তার কাছে তো কেউ না লাগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়িয়ে পতির হৃদি মাঝ
তথাপি নাহিক লাজ।
শ্যামা মায়ের পদারবিন্দে
ভাইরে৷ সবাই শরণ মাগে॥

শ্যামা বিবসনা, আলুলায়িতকেশা বরাভয় মুণ্ডখড়্গাধরচতুর্ভুজা, পতির হৃদয়ে দণ্ডায়মানা। এই রূপ সভ্যদের নিকট বিষদৃশ। কোলের ছেলের মেয়ের নগ্নত্বই সাজে। সন্তান একটু বড় হইলেই সুসভ্য সমাজে তাদের বস্ত্রাদি পরান হয়। মাতার দিগ্বাস, আবার সেই মাতার পতিহৃদে দাঁড়ান জনসমাজে চলিতে পারে না। তবে জগন্মাতাকে কেন মাতৃভাবের সাধক হরহৃদি বিলাসিনী দিগম্বরী রণোন্মত্তা দানবদলনীরূপে দেখিতে গেল? জ্ঞানের দিক্ হইতে ঐ তত্ত্বের মীমাংসা শ্রীরাম এ হৃদয়ে যা স্ফুরিত করিতেছেন তাহা অন্যত্র দেখাইবেন। আপাততঃ ভক্তি দিক হইতে এই বলিলেই যথেষ্ট।

তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ। যে যায় প্রিয়জন সে তার কি অপূর্ব্ব বস্তু—

গুণোঽপি দোষাস্পদমপ্রিয়স্য
প্রিয়স্য দোষোঽপিগুণৈকভূমিঃ।
সুধাপি চান্দ্রী বিষবৎ বিমিন্যাঃ
সন্তাপহন্ত্রী তপনাতপোঽপি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অপ্রিয় তার গুণও দোষের আকর। প্রিয়ের দোষও গুণের একমাত্র আকর। পঙ্কজিনীর পক্ষে সুধাংশুর সুধাকে বিষবৎ এবং তপনের তাপও সন্তাপ হয়।

নবাই পরম ভক্ত সন্তান। তিনি শ্যামা মাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তাই শ্যামা তাঁর চক্ষে নিরুপমা। তিনি দেখেন যে শ্যামা কালরূপে জগৎ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন—

শ্যামা যা করেন ভক্তের তাই ভাল লাগে। তিনি ঘোর বিপৎ দিলেও ভক্ত তাহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া মাথা পাতিয়া লন। মা যাই ভাবনা করুক না, অবোধ সন্তান মারই আঁচল জড়িয়ে ধরে। সে সন্তানের চক্ষে মার সবকণত্ব ও দিগ্বসনত্ব সমস্তই ভাল। তার সামাজিক সামঞ্জস্য জ্ঞান হয় নাই। সে কেবল মাকেই চায়, মার দোষগুণ বিচার করিবার শক্তি নাই। তারা তন্ত্রের ভক্ত মাতৃভাবের সাধক ঐরূপ কোলের সন্তান হইতে যায়। বামের মাতৃভাব সাধনা ঐরূপ ছিল। তিনি তারা মা ভিন্ন জানিতেন না। তাঁর যা করে তারা মা। সে মাকে স্বপনে জাগরণে সততই তারায় তারায় রাখিতেন। গীত শ্রবণে বামের ভক্তি উৎস ছুটিল। দেহের এক অদ্ভুত বালোচিত ভাব দেখা গেল। আমাদের সকলের মনও তাঁর কৃপায় ভক্তিতে একটু সবল হইল। বাবা ফণিবাবুর মনোবীণার সুর একটু চড়াইলেন। ফণি কমলাকান্তের গান ধরিলেন—

মাতৃভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদানন্দময়ী কালী
(মহাকালের মনোমোহিনী)
(তুমি) আপনসুখে আপনি নাচ মা
আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশিভালী
শূন্যরূপা ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথা পেলি ?
শশিভালী সবেমাত্র তুমি যন্ত্রী (মা) যন্ত্রবলে মোরা চলি
(তুমি) যেমন রাখ তেমনি থাকি (মা)
যেমন বলাও তেমনি বলি
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি
সর্ব্বনাসী ধরে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি

গীতের গভীর ভাব বামের প্রসাদে কিছু কিছু শ্রবণে অনুভব করিয়াছি। ইহা সৃষ্টিস্থিতিলয় লীলা। লীলাময়ীর লীলার কথা পরে বাম লেখাইতে পারেন। তখন এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে—"আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশিভালী" এই কলি শুনিয়াই বাম মহাভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। আমার বোধ হইল যেন তিনি শূন্যরূপা শশিভালীর সহিত মিলিয়া গেলেন। তাঁর চক্ষুনির্মীলিত, শরীর নিস্পন্দ। বাম! এ অধম তোমার দর্শন পাইবে ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যখন কৃপাময় কৃপা করিয়া অধমকে টানিয়া চরণ দিয়াছ তখন তোমার শূন্যরূপা শশীভালীকে কি একবার দেখাইবে না ? তুমি না দেখাইলে কে দেখাইবে নাথ ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজযোগ

গীতশেষে নুটু আমাদিগকে বাবার নিকট লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বাবাকে তামাক খাওয়াইয়া বাবার শয়নের উদ্যোগ করিলেন। শ্মশানবাসীর শয্যার সৌষ্ঠব আর কি হইবে। এক তানাইএর উপর একখানি ভক্তদত্ত কম্বল পাতা হইল। একটী ছেঁড়া মশারি খাটাইতে লাগিলে আমার মনে হইল শ্মশানবাসীর আবার শয্যা এবং মশারি। অন্তর্যামী বাম তখনই প্রকাশ্যে আমার সংশয় দূর করিবার জন্য উত্তর দিলেন—"বাবা ঢের কষ্ট করেছি, আর কেন করবো? এখন রাজযোগ"। আমার মনে তখন পড়িল যে বাম তারামার জন্য জীবনে যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন এরূপ কয়জন জীব করিতে পারে। আজন্ম ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া মনঃপ্রাণ আমাদের পক্ষে আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান পরোক্ষ পদার্থ তারামায়ের চরণে ঢালিয়া দিয়াছেন। সেই চরণ লাগি প্রত্যক্ষ সংসারের সর্ব্বসুখত্যাগ করিয়াছেন। পদ মান অর্থও ত্যাগ করা কঠিন, তাহা লাভের আশা ত্যাগ আরও কঠিন।

সর্ব্বত্যাগীর ভোগ

তিনি সে সব আশাও জয় করিয়া সর্ব্বজীবের ত্যাজ্য ভয়াবহ দুর্গন্ধময় মহাশ্মশানে বসিয়াছেন, ঘৃণিত শৃগাল কুকুরের সাহচর্য্য করিয়াছেন। শব কপালই তাঁর পানপাত্র, শব শয্যাই তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর শয্যা, শবচীরই তাঁর কৌপীন শবভূমিই তাঁর গৃহ। অনাবৃতস্থলে অনাবৃতগাত্রে দুরন্তশীত, প্রচণ্ডগ্রীষ্ম, অবিশ্রান্ত-বর্ষাদি সহ্য করিয়াছেন। শেষ কয়বৎসর পাঁচজনে একখানি চালাঘর করিয়াছেন। সে ঘরের ভিতরও শুইতেন না তার দাওয়ার কঠিন মেজেতে শুইতেন। ভগবানের ইচ্ছায় যদি এখন একখানি তানাই ও কম্বল ব্যবহার করেন তাতে আর কি আসে যায়। তাঁর মন ভোগে নাই। এই সামান্য ভোগকেও তিনি ভাল বিবেচনা করেন না তাই বলিলেন ইহাই রাজযোগ বা রাজভোগের মধ্যে যোগ। জনকরাজের ভাবই রাজযোগ। পূর্ণরাজ্য করিতেছি অথচ তাহাতে আসক্তি নাই। বাম এত ত্যাগী যে এই সামান্য শয্যায় শয়নও তাঁর চক্ষে পূর্ণ রাজত্ব ভোগ তুল্য।

মশারির অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহা ছিন্ন দুই তিনটী বড় বড় গর্ত্ত আছে। ঐ দেখিয়া ফণিবাবু বলিল—"বাবা! এ মশারি টাঙ্গাইয়া কি লাভ?" বাবা উত্তর দিলেন—"কেন বাবা?" ফণিবাবু বলিলেন—"এত বড় বড় ছেঁদা, শ্মশানের যত মশা মশারির ভিতরে আসিবে বাহিরে কেও থাকিবে না।" বালকের ন্যায় বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে বাবা উত্তর দিলেন—"কেন বাবা এ গর্ত্তগুলো যে কালু ভুলোর জন্য মশার জন্য নয়।" কালু ভুলো বাবার সঙ্গী সারমেয়। রাত্রে শ্মশানে মড়া খাইয়া বাবার পাশে তার ইচ্ছামত শুইয়া থাকে। মশারি টাঙ্গাইলে তারা প্রভুর স্পর্শসুখ পাইবে না, চীৎকার করিবে। তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারমেয়

সুবিধার জন্য মশারিতে ছেঁদা রাখা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ছেঁদায় সহচরগণের ন্যায় মশারও অবাধে গতিবিধি হয়। বাবার শয়ন নাম মাত্র। তাঁর পক্ষে নিদ্রা সমাধের্বিধিঃ—নিদ্রাই সমাধি। দিবসে লোকসমাগমে তাঁকে অন্তরে তন্ময়তা ও বাহ্যে কিছু অধ্যাস রাখিতে হয়। রাত্রে শয্যায় পূর্ণ তন্ময়তা। মশকদংশনে সে সমাধির ব্যাঘাত হয় না। তাই তিনি বোধ হয় মশকের আগম নির্গম জানিতে পারেন না। অথবা হয়তো তাঁর প্রভাবে উহা দ্বারা মশক যাইতেই পারে না। ফণিভূষণ বাবার সারল্য-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন—"বাবা! কুকুরের যে গর্ত্ত দিয়া যায় তাহা দিয়া মশা যাইতে পারে না।" বাবা তখন বলিলেন—"সে কি বাবা! কালুবাবুদের দরজায় মশারা কেন ঢুকিবেন?" ফণি হাঁসিয়া ফেলিল ও বলিল—"তাতো ঠিক বাবা।" ফণি তামাসা করিয়া উত্তর দিল কিন্তু বোধ হয় মহাপুরুষের প্রভাবে কথাগুলি মিথ্যা বলিতে পারিল না।

এই প্রসঙ্গে Sir Isac Newton এর একটী গল্প মনে পড়ে। তাঁর দুইটী প্রিয় কুকুর ছিল। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে গভীর গবেষণা করিতেন। কুকুর দুইটী প্রভুর নিকট যাইতে না পারায় দ্বারে আঁচড়াইত, শব্দ করিত। তাহাতে তাঁর চিন্তাদির ব্যাঘাত ঘটায় তিনি একটী সূত্রধরকে ডাকিয়া যাহাতে কুকুরেরা ঘরের মধ্যে ইচ্ছামত আসিতে পারে ও তথা হইতে বাহিরে যাইতে পারে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণে দ্বারে ছিদ্র রাখিতে বলিলেন। সূত্রধর বড় কুকুরটীর মাপে একটী ছিদ্র করিল। সরলপ্রকৃতি

তুলনা

নিউটন তাহা দেখিয়া সূত্রধরকে বলিলেন— "আমার দুইটী কুকুর তুমি একটী ছিদ্র করিলে আর একটী চাই।" সূত্রধর অবাক্! তিনি ভাবিলেন—"এই কি পণ্ডিতপ্রবর নিউটন?" সঙ্কোচিত হইয়া সূত্রধর বলিল— "আমি বড় গর্ত্ত করিয়াছি তদ্বারা ছোটটীরও যাতায়াত চলিবে।" তখন নিউটন অপ্রতিভ। বাম এত সরল যে ফণির কথাতেও তিনি বুঝিতে পারিলেন না—কালুর জন্য কৃত ছিদ্রে কেন মশা ঢুকিবে।"

নুটু বাবাকে শুয়াইয়া আমাদের লইয়া নিজ বাটীতে আসিলেন। আমাদের অনন্তশয্যা বিস্তীর্ণ ছিল। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ফণিভূষণ ও আমি শয়ন করিলাম। ক্ষণেক মহাপুরুষের কথা চর্চা হইল। ফণি বলিল—"বাবু! অনেক সাধুসজ্জন দেখিয়াছি এরূপ ত্যাগী অন্তর্যামী বালকস্বভাব মহাপুরুষ দেখি নাই। আমি জীবনে বাম ভিন্ন

শয়নে

আর কোন মহাপুরুষ দেখি নাই—নাম শুনিয়াছি ও শুনিতেছি বটে কিন্তু দেখিতে সাধ নাই।" বামকে দেখিয়া আমার মন প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। সে মূর্ত্তিই হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সেই আমার যেন কালী-তারা দুর্গা হরিহর সকলি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুপূজা

এক ঘুমেই রাত্রি কাটিল। প্রাতঃকৃত্য করিয়া বাবারি নিকট আসিলাম। কি ঘটিল মনে নাই। ফণিভূষণ বাটী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমারও তাদৃশ আপত্তি নাই। বাবা মাকে তিনরূপ চণ্ডী শুনাইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। আজ তিনরূপ সম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং পাঠান্তে ফিরিলে বাবার আদেশ লঙ্ঘন হইবে না। আহারান্তে ফিরিবার

যাত্রার উদ্যোগ

ব্যবস্থা হইল। ভূপতিপাণ্ডা কলিকাতায় যজমানগণের নিকট আসিবেন। তিনি আমাদের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাট ঘাট বাট আজও দ্বারকার বানে ডুবিয়া রহিয়াছে। জল-পথে আসায় সুবিধা। ডোঙ্গায় সাতঘরে পর্য্যন্ত যাইতে পারা যাইবে। ফণিবাবু জোড়া ডোঙ্গা ভাড়া করিলেন।

স্নানান্তে মার মন্দিরে আসিলাম। পূজা করতঃ চণ্ডী পড়িতে লাগিলাম। প্রাচীন শাস্তপ্রকৃতি নবীন পাণ্ডা প্রভৃতি দুই একজন পাঠ শুনিতেছিলেন। মার কৃপায় সপ্তশতীর ঝঙ্কারে কেবল আমার নহে শ্রোতৃবর্গেরও হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে ছিল। ইহা বিচিত্র নহে। বসিষ্ঠের সিদ্ধপীঠে, বসিষ্ঠের আরাধিতা শিলাকে পূজা করিতেছি। শত শত সিদ্ধপুরুষের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্র সহস্র সাধকের, অযুত অযুত সঙ্গমিভক্তের ভক্তিঝঙ্কারে ঐ ক্ষেত্রের জলস্থল আকাশ নীরবে বাজিতেছে। যাঁর কর্ণ খুলিয়াছে, তিনি ঐ ঝঙ্কার শুনিতে পান। বুঝি না বুঝি বামের কৃপায় আমার নবজীবন আসিয়াছে। বাম এ হৃদয়বীণা নুতন সুরে বাঁধিয়াছেন। সুতরাং সেই সূক্ষ্ম নীরব অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরাগ এ বীণায় আমার অজ্ঞাতে নীরবে বাজিতেছে। আমার বীণার ঝঙ্কারে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়বীণাও ঝঙ্কারিত।

নুতন সুর

পাঠ সমাপনান্তে মনে হইল বামতো কল্য রাত্রে গুরু হইয়াছেন, অদ্য চলিয়া যাইব, গুরু পূজা করিয়া যাই। একমুঠা বিল্বপত্র ও ফুল ও একঘটী জ্যোৎকুণ্ডের জল লইয়া বামের আশ্রমে চলিলাম। দয়াময় বামই আমার হৃদয়ে ঐরূপ প্রেরণা দিয়াছেন। অন্তর্যামী আশ্রমেই আছেন; অন্যস্থলে যান নাই। সেই চালাঘরের দাওয়ায় দক্ষিণমুখে বসিয়া আছেন। বামজানু ভূমে পাতিত, দক্ষিণজানু উত্তোলিত। চরণ দুইখানি সন্নিহিত। তাদের রক্তিমতল কোকনদের ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রভু নিজের ভাবে বিভোর। উন্নত ললাট বিশালবক্ষঃ, লম্বোদর প্রভৃতি দর্শনে আমার বোধ হইল যেন অর্ধসমাধিস্থ শঙ্কর।

গুরুপূজায় সাধ

আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে চাহিলেন। দৃষ্টির কি মধুরিমা। ভবভূতির ন্যায় প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেণীর কবিও সে দৃষ্টি বর্ণনা করিতে পারেন নাই—তাঁর ভাষায় প্রেমদৃষ্টি স্নেহনিঃসন্দিনী ও দুগ্ধকুল্যার ন্যায়। বামের স্নিগ্ধদৃষ্টি প্রাণোন্মাদিনী অমৃতকুল্যা। আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। মন মাতিয়া উঠিল। আপনি আপনাকে ভুলিয়া অনিমিষ নয়নে তাঁকে দেখিতে লাগিলাম।

গুরু অন্তর্যামী

বাবাই আমার আত্মহারা ভাব ভাঙ্গিবার জন্য অমৃতময় সুরে বলিলেন—"বাবা! চরণপূজা কর্‌বি?" আমি বাবার সম্মুখে জলপূর্ণ ঘটী রাখিয়া উত্তরাস্যে বসিলাম। বাবা দক্ষিণ চরণখানি একটু বাড়াইয়া দিলেন।

গুরুপূজা কিমন্ত্রে করিতে হয় জানিতাম না। গুরুর ধ্যানও জানা ছিল না। হঠাৎ মনে উদয় হইল গুরুই শিব, শিবমন্ত্রে শিবজ্ঞানে পূজা করি। এ ভাব শিবাবতার বামই দিলেন। গুরুর দক্ষিণ চরণে শিবায় নমঃ মন্ত্রে পাদ্য, বিল্বদলের অর্ঘ, স্নানীয় জল ও পুষ্প দিলাম। নৈবেদ্য ফলমূল ও অন্নব্যঞ্জনাদ্যর্থ জলই অনুকল্প করিলাম। এইরূপে ফুলে ও জলে পঞ্চদশোপচার সারিয়া—

শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিলাম।

তখন বামের মহিমা তাদৃশ বুঝি নাই। এখন প্রতিপদে বুঝিতেছি তিনিই শিব অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়। যখনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমঙ্গলের আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হই, তখনই মঙ্গলময় বাম আমাকে সেই বিষম পাক হইতে উদ্ধার করেন। তিনিই শান্ত—শান্তিদাতা পরম শান্তির আশ্রয়। যখনি সংসারাশান্তির জ্বালায় জ্বলিয়া মরি, অমনি সেই শান্তিদাতার

শান্তিদাতা

শ্রীচরণস্মৃতিপথে আসে এবং অগ্নিতে সলিল সেচনের ন্যায় সেই জ্বালাও জুড়ায়। তিনি যে কারণত্রয়হেতু তাহারও কিছু কিছু আভাস পাইতেছি। নিশ্বাস. প্রশ্বাসাদি শারীর ক্রিয়া সঙ্কল্পবিকল্পাদি মানসিক ক্রিয়া, সমস্তই সেই—

"মহতো মহিয়ান্" শ্রীগুরুরই লীলা বলিয়া সময়ে সময়ে প্রতিভাত হয়। সেই এক গুরু বা মহতী শক্তি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তরূপে খেলা করিতেছে ইহা বামের প্রসাদ ক্বচিৎ ক্বচিৎ অস্পষ্ট জাগে। তখন হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দভাব উঠে। মনে হয় যেন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক অনন্ত চিন্ময় শক্তির সাগর—সেই ভাবাবেগে ক্ষণিক বোধ হয় যেন এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল ও তদ্বাসী পশুপক্ষি কীটপতঙ্গনরাদি, জীব, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ, এমন কি অনন্ত আকাশ, অনন্ত তারকাদি অনন্ত ভুবন সেই এক মহান্ শক্তিসাগরের তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদসম উঠিতেছে ও ক্ষণিক লীলার পর আবার সেই সাগরেই

সর্ব্বময়

মিশিতেছে। আমি, তুমি, তিনি, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বোধ সেই এক চিন্ময়গুরুশক্তিতে ডুবিয়া যায়—যেন অখণ্ড চিন্ময়সত্তা চপলার ন্যায় চমকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠে। রাম এ ভাব কবে স্থায়ী করিবে? কবে তুমিই আমার শিবশঙ্কররাম বলিয়া সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগিবে। কবে—

(গুরো) যা হেরি তা হেরি যেন তব মূরতি
এ সমস্ত বিশ্ব যেন হেরি তব বিভূতি।
অনন্ত গগনে অনন্ত ভুবন
শুনি যেন গায় তোমার আরতি
যেন চরাচর তোমাময় ভাবে
ডুবায়ে আমারে রাখে দিবারাতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোলআনা দিলি ?

প্রণামান্তে ট্যাঁক হতে একটী টাকা খুলিয়া বাবার দক্ষিণ চরণে দক্ষিণাস্বরূপ দিলাম। বাবা নীরবে শিবভাবে ভাবিত হইয়া আমার পূজা লইতেছিলেন। দক্ষিণান্তে তাঁর ভাবভঙ্গ হইল। তিনি মৃদুমধুরভাবে বলিলেন—"বাবা! ষোলআনা দিলি?" আমি সংসার কীট। আমার মন বিষয়াসক্ত। সুতরাং বাবার কথার মর্ম্ম সংসারীর ন্যায় বুঝিলাম যে বাবা একটাকায় সন্তুষ্ট হন নাই—আরও চাহিতেছেন। আন্দাজ ত্রিশটাকা আমরা লইয়া তারাপীঠ যাত্রা করি।

দক্ষিণা

পথখরচায় ও পূজাদিতে তিনদিনে প্রায় ২০।২৫৲ টাকা হইয়াছে। এখনও পাণ্ডা বিদায়, প্রত্যাগমনের ব্যয় বাকী আছে। তাই বাবাকে কৃপণভাবে একটীমাত্র টাকা দক্ষিণা দিয়াছি। বাবা বেশি চাহিতেছেন মনে করিয়া ফাঁপরে পড়িলাম। কিরূপেই বা তাঁহাকে না দেই—দিলেও নিজেদের কিরূপে সঙ্কুলান হয়। স্থুলমনে পরক্ষণে এই পর্য্যন্ত সূক্ষ্মভাব আসিল যে বাবা হৃদয় পরীক্ষা

ভ্রম

করিতেছেন। আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের ট্রেন টিকিট আছে। পথে তাদৃশ খরচ না করিলেও চলে, কেবল পাণ্ডা বিদায় মাত্র। সুতরাং ভাবিলাম যে আরও একটী টাকা দেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা আমার সঙ্কোচ বুঝিয়াছেন। তিনি টাকা চাহেন নাই। তাঁর কথার মর্ম্ম বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় আবার "ষোলআনা" শব্দের উপর জোর দিয়া কহিলেন—"ষোলআনা কি দিলি"? তখন মাথায় আসিল যে বাম সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ঘোর শ্মশানকে আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি রাজা মহারাজা ভক্তের নিকট কখনও কিছু চাহেন নাই, যিনি জীবশিক্ষার জন্য এক তারামারই নিকট—

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণ বল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥

হে অন্নপূর্ণে! হে সর্ব্বদা পূর্ণময়ি! হে শঙ্করের প্রাণ প্রিয়তমে! হে পর্ব্বত অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের কন্যাস্বরূপে! তুমি আমাকে জ্ঞানও বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দাও" বলিয়া দাঁড়াইয়াছেন তিনি মাদৃশ নির্ধনের নিকট অর্থ চাহিতেন কেন? হঠাৎ তাঁর প্রসাদে তাঁর কথার ভঙ্গী কতক বুঝিলাম যে— তিনি এই যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শিবধ্যানে, শিবমন্ত্রে গুরুপূজা করিলি, এ পূজা বাহ্য না আন্তরিক?

বাক্যার্থ বোধ

আন্তরিক হইলেও ইহা কি অন্তরের অন্তর হইতে না অন্তরের উপর স্তর হইতে ভাব লইয়া করিলি?

"নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ!" বলিয়াছিস্ তাহা কি তোর প্রাণের কথা না মুখের কথা? যথার্থ কি আত্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন করিলি ? প্রাণ মন প্রভৃতি তোর যাহা কিছু আছে ষোলআনা শ্রীগুরুর চরণে কি দিতে পারিলি ?

পাঠক বলিতে পারেন যদি বাম অন্তর্যামী তবে কেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ষোলআনা দিলি ?" ভাই ! তিনি আমার ন্যায় পাপাশয় কৃপণাতিকৃপণের অন্তর জানিয়াও আমাকে উপদেশ দিলেন যে শ্রীগুরুকে টাকা দিলে দক্ষিণা দেওয়া হয় না, তাঁকে মনপ্রাণ ষোলআনা দেওয়া চাই। বামের শিক্ষা মানসিকী হইলেও এই স্থূলবুদ্ধির বোধজন্য তিনি কথায় ইঙ্গিত করিলেন। ধন্য দয়াময় ! ধন্য তোমার শিক্ষা !

আমার মুখে উত্তর সরিল না। আমি ষোলআনা কি এককড়াও বাবাকে দিতে পারি নাই। তাঁহাকে ষোলআনা দিতে হইবে মনে হইলেও প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। বৈষ্ণব ভক্তের কথা মনে পড়ে—

যে করে আমার আশ করি তার সর্ব্বনাশ।

সর্ব্বস্ব অর্পণ

ষোলআনা দিতে গেলে তো সর্ব্বনাশ হইবে। আমার বলিতে জগতে কিছুই থাকিবে না। আমার পুত্র, আমার পত্নী, আমার ধন, আমার পরিজন, আমার মান, আমার সম্ভ্রম সকলইতো ছাড়িতে হইবে। কই প্রভো এখনও তো তার তিল ছাড়িতে বাসনা দিতেছ না তোমার দয়ার পরিচয় পাইয়াও তো এখন—

তাতেও যদি না ছাড়ে আশ হই তার দাসের দাস

এই মহাজনের আশ্বাস বাণীতে আস্থা আসিতেছে না। কবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার উপর অটল বিশ্বাস আসিবে। কবে বলিতে পারিব—"তুমি যা কর়হে তোমার হলাম।" তোমার দর্শন পাইবার পূর্ব্বে তুমি যৌবনোদ্গমে নশ্বর পার্থিব প্রেমের তারল্যে একদিন ভাব দিয়াছিলে—

সঁপিলাম প্রাণমন জীবন যৌবন তোমারে
রাখিতে হয় রেখো সখা যতন করে।
না জানি হেরে তোমারে কি ভাব হল অন্তরে
দিলাম যা ছিল সব কোন আশা নাহি ধরে॥

নাথ! তোমার দর্শনে ক্ষণিক আত্মহারা হইয়া অবোধ-পূর্ব্বক তোমাকে সব দিয়াছিলাম। কিন্তু কবে নিরন্তর এবোধ গাঢ় হইয়া আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে?

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদায়।

ফণিবাবু ফিরিবার জন্য ত্বরা দিতে ছিলেন। গুরুপূজা করিয়া শীঘ্র আশ্রম হইতে উঠিতে বাধ্য হইলাম। মনপ্রাণ বাবার নিকট পড়িয়া রহিল। বাসায় আসিয়া কলিকাতা যাত্রার সাজসজ্জা করা হইল। তারামার ভোগ সরিল। প্রসাদ পাইলাম। তিনদিনই রাজা রামকৃষ্ণের অতিথি হইয়াছি। ফণিবাবু ও ভুগভিপাণ্ডাসহ বাবার নিকট বিদায়ের জন্য আশ্রমে আসিলাম। বামের সহিত তিনদিন মাত্রের পরিচয়। কিন্তু বাম কি প্রেমময়। এই তিনদিনেই তাঁর সহিত গুরুশিষ্য, দাসপ্রভু সম্বন্ধ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর পিতাপুত্র সম্বন্ধ হইয়াছে। এমন কি জন্মদাতা

প্রেমের বাঁধন পিতা অপেক্ষাও তাঁকে যেন আরও ভালবাসিয়াছি—

উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা

জন্মদাতা ও ব্রহ্মদাতা এই উভয় পিতার মধ্যে ব্রহ্মদ পিতাই শ্রেয়স্। এই মনুর বাণী যেন কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। বামকে ছাড়িয়া আসিতে হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে। প্রাণ পুড়িতেছে, মন হুহু করিতেছে। চোখে জল আসিতেছে। মনে করিতেছি—

নয়নেরি বারি শুখাবে নয়নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তা হইল না। বাবাকে বিদায়প্রণাম করিতে গিয়া চোখের জল টস্‌টস্‌ করিয়া পড়িতে লাগিল। মনে হইল আর সংসারে ফিরিব না। ঐ শান্তির আধার শ্রীচরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করি। সকলি সময়সাপেক্ষ। শিক্ষার উপর নির্ভর করে। জন্মজন্মান্তরের ভোগবাসনা কি একেবারে ক্ষয় হয়। মহাপুরুষেরা ইচ্ছা করিলে চকিতে জীবের কামপাশ ছেদন করিতে পারেন বটে কিন্তু তাহা করেন না। সকাম জীব তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাই তাঁরা আশ্রিতগণের মনোগতি ফিরাইয়া প্রবৃত্তি পথের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে নিবৃত্তি জাগান। শেষ চিত্তশুদ্ধি ঘটাইয়া মুক্তি দেন। একজন্মেই বহুজন্মের ফল ফলান। তাই বাবা এই সংসারকীটকে সংসারের অসারতা দেখাইবার জন্য মাতৃবিয়োগ দিলেন এবং বিষয় হইতে ফিরাইয়া সেই মহাশ্মশানে আকর্ষণ করিলেন, এবং অযাচিতভাবে আমার হৃদয়ে শ্মশান-তত্ত্ববীজ আমি বুঝিতে না পারিলেও রোপণ করিয়া, ভোগ দ্বারা কর্ম্মক্ষয়ের জন্য পুনরায় ভোগভূমি সংসারে পাঠাইলেন।

ভোগের প্রয়োজন

বিদায়ে কেবল আমার প্রাণে যে ব্যথা লাগিয়াছে তাহা নহে। বাবারও প্রাণে যেন ঘা দিয়াছে বোধ হইল। তিনি বলিলেন—"বাবা চল্‌লি।" তাঁর ধীর মধুর স্বরে যেন স্নেহজনিত ব্যথার ঈষৎ কম্পন শুনিলাম। মহাপুরুষদেরও দেহাধ্যাস কিঞ্চিৎ থাকে। জীবগণের কল্যাণে তাঁরা দেহধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, দেহ লইয়া জীবজগতে কার্য্য করেন। যন্ত্রীর কি যন্ত্রবোধ থাকিবে না? তাই কবি শিরোমণি শকুন্তলার পতিগমনদিনে শাশ্বত ব্রহ্মচারী কন্বমুণির মুখে বলাইয়াছেন—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্প ভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যংহি মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যোকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবে—এখনও যায় নাই। সে শকুন্তলা মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্মিয়াছে। আমার দুহিতা নহে। তার পিতা তাহাকে স্বীকার করে নাই। মাতাও নির্ম্মল হইয়া বিজনে ফেলিয়া চলিয়া যায়। শকুন্তল অর্থাৎ (পক্ষিগণ) কর্ত্তৃক রক্ষিতাবস্থায় আমি তাহাকে দেখি। আমার মনে দয়া হয়। তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসি। নাম দেই শকুন্তলা। আমার পত্নী নাই। আশ্রমে ভগ্নী গৌতমী তার পরিপালনের ভার লন। সে আমার অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভূতা হৃদয়াদভিজাতা নহে, কেবলমাত্র পালিতা কন্যা। কন্যা সৎপাত্রে দেওয়া আমার উচিত। দিতে পারি নাই। দৈবসুযোগে সে রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের সুনয়নে পড়িয়া উভয়ে হৃদয় বিনিময় করিয়া গান্ধর্ববিবাহবন্ধনে বদ্ধ। পরস্পরের প্রণয় প্রগাঢ়। শকুন্তলার প্রাণমন দুষ্মন্তেই নিহিত। সুতরাং সেতো পতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শকুন্তলা বিদায়ে কণ্ব

নিকট যাইতেই চায়। পতিগৃহে গমন উঁহার কল্যাণকর। সে তথায় রাজমহিষী হইবে। এখানে তার সাংসারিক বড় অভাব। সেখানে সে কত সুখে থাকিবে। আমি পালক পিতা। আমার কর্ত্তব্য তার সুখ বিধান তথাপি আমার হৃদয় এত উৎকণ্ঠিত। উৎকণ্ঠা এত প্রবল যে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না, বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। চক্ষে জল পড়ে নাই বটে কিন্তু অন্তর্বাষ্পভরে কণ্ঠরুদ্ধ স্বর গদগদ। বাক্য সরিতেছে না। হৃদয়ব্যঞ্জক নয়নও চিন্তায় বিষয়গ্রহণে বিধুর। আহা স্নেহের কি বিচিত্র লীলা। আমি বনবাসী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অকৃতদার, মুনি, কুলপতি, মহর্ষিনামে বিদিত। আমার ন্যায় ব্যক্তিও একটা লালিত কন্যার ক্ষণিক মঙ্গলময় বিরহে যদি অধৈর্য্য হয়, জানি না মায়াজালে নানারূপে বদ্ধ গৃহী আপন ঔরস কন্যার পতিগৃহ গমনে প্রথম বিরহে কতই ব্যথা পায়।

শকুন্তলাবিরহাশঙ্কায় কণ্বের এই উৎকণ্ঠা বাহ্যে বিশেষ প্রকাশ হয় নাই এবং অধিকক্ষণও থাকে না। মহাপুরুষ ও সাধারণ জীবে প্রথমতঃ এই প্রভেদ যে মহাপুরুষের দেহাভিমান ক্ষীণ ও ক্ষণিক—নাই বলিলেই হয়। জীবের দেহাভিমান বদ্ধমূল ও প্রবল। দ্বিতীয়তঃ মহাপুরুষ যে সংসারী জীবের ব্যথায় ব্যথিত হন তাহার কারণ ও ধারা পৃথক। তুমি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হও তাহা মোহমূলক। আমি মোহবশতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোকে বা রোগে নিজ শারীরিক পীড়নে বা কোন পদার্থের অভাবে ব্যথা পাইতেছি। তাহা দেখিয়া তুমি কল্পনায় তোমাকে আমার অবস্থায় আনিয়া আমার দুঃখ অনুভব কর। কিন্তু মহাপুরুষ আমাকে বা তোমাকে শোকাকুল দেখিয়া তাহা মোহের বিকারে আমরা ভুগিতেছি বুঝিয়া ব্যথিত হন। জীবের জন্মজরা শোকমৃত্যু কবে ঘুচিবে, কবে জীব বুঝিবে সমস্তই শ্রীভগবানের লীলা, এ লীলায় আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ নাই—এইরূপ ভাবনায় মহাপুরুষের হৃদয় ঈষৎ উদ্বেলিত হয়। রাম আমাকে ক্রোড়ে লইয়াছেন, ঐহিক ও পারত্রিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধস্থাপন করিয়াছেন। কেবল মাতৃশোকের কেন ঐহিক সর্ব্ববিধ শোকরোগের মহৌষধি দিয়াছেন।

গুরুশিষ্য সম্বন্ধ

তাঁর সহিত আমার আত্মার মিলন ঘটিয়াছে, কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। আমি মোহান্ধ তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁর দেহকে তিনি ও আমার দেহটাকে আমি বুঝিয়া উভয়জড়-পিণ্ডের বিচ্ছেদকে বিরহ ভাবিয়া কাতর হইয়াছি দেখিয়াই রামের বোধ হয় দয়াবশতঃ ঈষৎ বিকার আসিয়াছে। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন—"আমার অজ্ঞান সন্তান কবে গুরুশিষ্যের নিজ সূক্ষ্ম মিলন বুঝিবে।" আমি তখন ইহা বুঝি নাই। আমি বুঝি আর নাই বুঝি করুণাময়ের করুণার ফল হাতে হাতে পাইলাম। তাঁহার নিকট নির্ব্বাক বিদায়ের পরই আশ্রম হইতে বাহিরে আসিতে না আসিতে আমার প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন উদাস হইল যে বিরহ ব্যথাদি সব কোথায় উড়িয়া গেল —হৃদয়ে কি এক শূন্যময় আনন্দভাব খেলিতে লাগিল। ফণি-বাবু ও ভূপতি পাণ্ডার সহিত শ্মশানঘাটে আসিয়া দ্বারকায় জোড়াডোঙ্গায় তিনজনে চাপিলাম।

ভবিষচ্ছায়া।

দ্বারকায় বন্যার প্রকোপ দেখিলাম। ঘাট বাট মাঠ ভাসিয়া গিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই জল। নদী খরস্রোতে প্রবাহিতা। জল কোথাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কোথাও ফুলিয়া ফুলিয়া তটের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মহাকলরবে ছুটিতেছে। কুটা ফেলিয়া দিলে কুটা ছিঁড়িয়া যায়। আমার মন উদাস। সুতরাং টিলটিলে ডোঙ্গায় ঐরূপ নদীবক্ষে তীরবেগে আসিতে ভীতির সঞ্চার হয় নাই। অর্ধক্রোশ আসিয়া চিলে নদীর সঙ্গমে পড়িলাম। একজন মাত্র নেয়ে দাঁড়ি মাঝির কাজ একগাছী লগি দ্বারা করিতেছে। গুণপণা আছে। ঐ প্রবল প্রবাহের মধ্য দিয়া ডোঙ্গা চিলে নদীতে প্রবেশ করাইল

জলপথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং উজানে বাহিতে লাগিল। চিলে দ্বারকা অপেক্ষা গভীর। তাই বেগ অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া দেখা গেল। শুনিলাম চিলে কুম্ভীরে ভরা। উহা ২০।৩০ হাত মাত্র প্রশস্ত। কিছুদূর উজান বাহিয়া চিলে পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। চারিদিকেই জল। সেখানে টান বেশি নয়। বায়ু বহিতেছে। তাহাতে হিল্লোল উঠিতেছে। প্রাণ শূন্য থাকিলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতেছি। ক্রোশ দুই অতিক্রম করিয়া শেষে রামপুর হাটের কোলে সানঘাটার মাঠে ডোঙ্গা লাগিল। দ্রব্যাদির ভার ফনিবাবু ও পাণ্ডা মহাশয় লইলেন।

আমি একটী হাল্কা পুঁটুলি লইয়া নামিলাম। মনে মনে কয়দিনের অদ্ভুত ঘটনাবলি তোলাপাড়া হইতেছে। কিজন্য আসিলাম কি পাইলাম। জননীর পুনরুজ্জীবন ঘটিল না। তৎপরিবর্ত্তে এক মন্ত্র ও সিদ্ধ পুরুষের ছায়া পাইলাম। ছায়া হৃদয়ের পাঁজর কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রাণ কতক জুড়াইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ কিছুই প্রতিভাত হয় নাই। মন্ত্রজপে বিশ্বাসও নাই। মনে হইতেছে কেন উহা জপ করিব। কিন্তু কি জানি বাম ঐ মন্ত্রে

মন্ত্রশক্তি

কি শক্তি দিয়াছেন উহা মনে মনে আওড়াইতেছি। এইরূপ নিরাশাময় সুখদুঃখ-পূর্ণ উদাসভাবে রামপুরহাটে নগেন্দ্রবাবুর বাটীতে সায়াহ্নে পৌঁছিলাম। রাত্রে তিনি যথাসাধ্য আমাদের আতিথ্য সৎকার করিলেন। তারাপীঠ ও ঐ পীঠের জীবন্তভৈরব ক্ষ্যাপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবার কথায় এবং গভীর নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে লুপলেন তিনজনে ধরিলাম। রামপুরহাট

রেলপথে ছাড়াইয়া মল্লারপুর পৌছিবার কিছু পূর্ব্বে রেলপথ হইতে তারাপীঠের তারা মন্দিরের অভ্রভেদী চুড়া দেখা গেল। সকলে প্রণাম করিলাম। তারাপীঠের ক্ষ্যাপার চিন্তা করিতে করিতে কয়েক ঘণ্টার বেলা ১১টার সময় চন্দননগরে পৌছিলাম। তখন চুঁচুড়ায় লুপলেন ধরিত না তাই ফণিবাবু চন্দননগর পর্য্যন্ত টিকিট লইয়াছিলেন। আমার ও পাণ্ডা মহাশয়ের হাওড়ার টিকিট ছিল। চুঁচুড়া আদালত হইয়া ফণিবাবুর বাসা হইতে দ্রব্যাদি লইবার জন্য আমরা সকলে চন্দননগরে নামিলাম। ঘোড়ার গাড়িতে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া চুঁচুড়ার কাছারী পর্য্যন্ত

গঙ্গাবক্ষে যাইবার জন্য এক নৌকা করা হইল। নৌকা পশ্চিমতীর দিয়া উজানে চলিতেছে। তটে চন্দননগর ও চুঁচুড়া নগরের হর্ম্মরাজি শোভা পাইতেছে। ঐ দৃশ্য সে অবস্থাতেও আমার মনোহারি বোধ হইল। ফণি ও ভূপতি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি নিরুত্তর, অন্যমনস্ক। গন্তব্য ঘাটের নিকট নৌকা আসিয়াছে, হঠাৎ আমার কাণে উহাদের কথোপকথন গেল। ফণি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ক্ষ্যাপা বাবার কোন সন্ন্যাসী উন্নত শিষ্য আছে? ভূপতি বলিলেন—হাঁ একজন ক্ষ্যাপা চেলা আছেন। তিনিও সিদ্ধপুরুষ। ইহা শুনিয়া আমার মনে হইল "ক্ষ্যাপা বাবাতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রজের ছায়া

জননীকে বাঁচাইয়া দিলেন না। অন্য ক্ষ্যাপা দিয়া কি আমার এই বাসনা পূর্ণ হইবে না?" তাঁর আস্থানা কোথায় জানিবার কৌতুহল হইল। আমি জিজ্ঞাসা না করিতেই ফণিবাবুর ঐরূপ প্রশ্নে পাণ্ডা বলিলেন—জুরানপুর। ছোট ক্ষ্যাপাকে দেখিবার বাসনা উঠিল। বাম কল্পতরু সে বাসনা কিছুকাল পরে পূর্ণ করেন। তার বিবরণ পরে আসিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোকহারী।

চুঁচুড়া হইতে সেই দিনই সায়াহ্নে কলিকাতায় ফিরিলাম। পিতৃদেব প্রভৃতিকে তারাপীঠের কতক কতক পরিচয় দিলাম। জননীকে উজ্জীবিত করিবার আশায় গিয়াছিলাম ইহা কাহাকেও বলিলাম না। আশা ফলবতী না হওয়ায় বিমর্ষ হইয়াছি। বামের শক্তি সম্বন্ধে সংশয় হয় নাই। তিনি পরম দয়াল হইয়া আমাকে অযাচিতভাবে ডাকিয়া মাতৃলাভ আশা মনে জাগাইয়া কেন নিরাশ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। ভগবান্‌কে পণ্ডিতেরা অগ্নির সহিত তুলনা করেন। অগ্নির কেহ প্রিয় নাই, অপ্রিয় নাই। যিনি যত অগ্নির সান্নিধ্যে আসেন তদনুরূপ ফল পান। বামই আমার ভগবান্। তাঁর কথায় তাঁর সান্নিধ্যে আসিয়াছি। সুতরাং বুঝি বা না বুঝি সুফল পাইলাম। মাতৃশোকানলে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল, শরীরও শীর্ণ হইতেছিল।

সঙ্গএল

শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্—

তাহা রক্ষা করা চাই। মনও শোকাকুল থাকিলে তারামার চরণে পড়িবে না এই কারণেই বোধ হয় দয়াল বাম অচিরেই আমার শোকানল নির্ব্বাপিত করিলেন। তিনিই মন ফিরাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য অনল জ্বালিয়াছিলেন, তিনিই নিভাইলেন। গীতে শুনিয়াছিলাম—

যে দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে কেবল দয়া তোমার জেনেছি গো দুখহরা।
সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে
তাই বহিতেছি শিবে সুখদুখ পসরা।
আমি তোমার পোষা পাখী
যা শিখাও মা তাই শিখি
তুমি শিখায়েছ তারা বুলি
তাই ডাকি মা তারা তারা।
তুমি মা দীনতারিনী শরণাগতপালিনী
আমি মা পাতকী বলে হয়েছি মা তোমা হারা।

রামের নিকট হইতে ফিরিয়া তাঁর কৃপায় অচিরে এইভাব কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

শোক দুঃখের প্রকারভেদ। মনের প্রতিকূলবেদনই দুঃখ। মন যাহা চায় তাহা না পাইলেই মনের যে প্রতিকূল জ্ঞান হয় তাহাকেই দুঃখ বলে। ইষ্টবিয়োগে মনের প্রতিকূল বেদনই শোক। ইষ্টবিয়োগ বোধ দূর হইলেই শোকও দূর হয়। ঐ বোধ দূরীভূত হইবার সাধারণ কারণ ইষ্টবিয়োগ বিস্মরণ। কালের প্রভাব কেবল জড়জগতের উপর নহে। মানসিক জগতের উপরও তার শক্তি পরিলক্ষিত। কালপ্রভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখদুঃখাদি স্মৃতি এবং রূপাদি জ্ঞানও মলিন হয়। অসহায়া পতিপ্রাণা পুত্রাদি বিহীনা হিন্দুরমণী পতিশোকে কতই না কাতর হন। চারিদিক্ অন্ধকারে দেখেন। জগৎ তাঁর চক্ষে জীর্ণারণ্য। তিনি পতির চিতায় আত্ম বিসর্জ্জন দিতে চাহেন। সেই তাঁর দুর্ব্বার শোকও কালে মন্দীভূত হল। পত্নীশোকেও পতি উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে কতই না ভাবেন কতই না বলেন, কতই না লিখেন। আবার সেই পতিই কালক্রমে সেই পত্নীকে, সেই পত্নীর গুণরাশি ভুলিয়া, নবদার পরিগ্রহে নূতন করিয়া সংসার পাতেন।

কালের প্রভাব

রাম আমার শোক মাতৃস্মৃতির মালিন্য পরিবর্ত্তে উজ্জ্বলীকরণে অপনীত করিলেন। শয়নে বিচরণে, স্বপনে জাগরণে মার ধ্যান আমার বাড়িয়া গেল। তারাপীঠ হইতে ফিরিয়াই আমি একদিন স্বপ্নে তাঁকে এক সাগরকূলে উচ্চসৌধে দেখিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়া যেন অন্তর্হিত হইলেন। শীঘ্রই তাঁর অস্তিত্ব খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে লাগিলাম। স্নেহময়ী জননী যেন অহর্নিশি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, আমার চক্ষের জল মুছাইতেছেন, আমাকে মধুরবোলে সান্ত্বনা দিতেছেন, আমার দুঃখে দুঃখী, আমার সুখে সুখী এই জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁর সদেহাবস্থায় তাঁর শ্রীচরণ দর্শন সর্ব্বদা ঘটিত না এবং যখনও ঘটিত তখন সে চরণদর্শনে

মাতৃসাধনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধানন্দ পাইতাম না। এখন রামের কৃপায় কল্পনায় তাঁর চরণদর্শন ইচ্ছামাত্রেই ঘটিতেছে; এবং তদ্দর্শনে অপার আনন্দ হিল্লোল উঠিতেছে। তাঁর জীবিতাবস্থায় যখন তাঁর নিকট থাকিতাম তখনই তাঁর স্নেহপ্রস্রবণে স্নপিত হইতাম। চক্ষের অন্তরালে সেভাব থাকিত না। এখন দিবারাত্র রামের প্রসাদে সেই প্রস্রবণের শীতলসলিলে হৃদয় প্লাবিত। শ্যামোন্মাদিনী রাধা মুখে মহাজনেরা যাহা বলাইয়াছেন— রামের কি যাদুমন্ত্রে আমিও যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে সেই স্নেহময়ীর মূর্ত্তি যেন দেখিতে লাগিলাম।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈবৈকা বিরহে তন্ময়ং জগৎ॥

তাঁর সঙ্গলাভ বা বিরহ এই উভয়ের মধ্যে তাঁর বিরহে বিরহই সঙ্গ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। সঙ্গে তিনি একা তন্ময়ম্ বিরহে সমস্ত জগৎ তন্ময়।

অলঙ্কার পাঠের সময় অবিশুদ্ধ আদিরসের ভিতর দিয়া ঐ উক্তির বিশুদ্ধ মধুরিমা পাই নাই। শুদ্ধবুদ্ধযুক্ত স্বভাবে শ্রীরামের করুণায় বিশুদ্ধ ভক্তিরসের দ্বারা উহার শুদ্ধমাধুর্য্য এখন বুঝিতে পারিলাম। আর কি শোক থাকিতে পারে। রাম তোমার সকলই অদ্ভুত। ধন্য তুমি, ধন্য সেই সব জীব যাঁরা তোমার চরণাশ্রয় পাইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার নিয়োগ ।

প্রাণের আবেগে ভক্ত গাহিয়ছেন—

শুনেছি হে তৃষাহারী
তুমি এনে দাও তারে প্রেম অমৃত তৃষিত
যে চাহে বারি।

এ অধম এই পুণ্যোচ্ছ্বাসের মর্ম্ম বামের কৃপায় কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছে। মাতৃশোকানলে আমি কাতর হইয়া কে কোথায় মহাপুরুষ আছ বলিয়া কাঁদিতেছিলাম। অমনি বাম আমাকে ডাকিলেন এবং শোকানল নির্ব্বাপিত অমৃতদান করিলেন। এইটুকু মাত্র করিলে এই জল পিপাসুকে তাঁর জলমাত্র দেওয়া হইত, অমৃত দেওয়া হইত না। তিনি যে দয়ালের অগ্রগণ্য, জল চাইতে সুধা দেন।

তাই আমি না চাহিলেও আমার হৃদয়ে তিনি তারা তত্ত্বামৃতবীজ রোপণ করেন এবং সেই বীজের পরিপুষ্টির জন্য আমাকে সাধনাও দিলেন। ঐ সাধনাদানও অদ্ভুত। মুখে তিনি কোন ধ্যান বা অনুষ্ঠান আমাকে বলিয়া দেন নাই। তাই আমার সংশয় হইয়াছিল যে তিনি দীক্ষা দিলেন কিনা। কিন্তু ঝটিতি দূরে নয়নের অন্তরাল হইতে তিনি আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞাতসারে শাক্ত তন্ত্রের প্রথমানুষ্ঠান বেদাচার আমার মনে স্ফুরিত করিলেন।

বুঝিলাম জীবহিংসা কমিতেছে। অল্পদিন মধ্যেই মৎস্য মাংস ছাড়াইলেন। কর্ত্রীমা তাহাতে দুঃখিতা হইলেন। তিনি আমাকে মৎস্যমাংস খাইতে কত অনুরোধ করিলেন। পিতৃদেব কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইহাও বামের খেলা। আমার স্থির সংকল্প দেখিয়া শেষে স্নেহময়ী মাতৃকল্পা কর্ত্রীমাতা অভিমানরূপ অমোঘাস্ত্র আমার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"হরিচরণ! যদি তোর মা থাক্‌তো তুই কেমন করিয়া মাছ মাংস ছাড়্‌তিস দেখ্‌তুম। আমি মা নই তাই আমার কথা রাখ্‌বি কেন?" বামই এই অস্ত্র প্রয়োগ করাইলেন আবার বামই তাহা প্রতি সংহার করিলেন। গিন্নিমা নিজেই পরে বলিলেন—"তা ভাল, যখন তোর জীব হিংসা করিতে মন যায় না, আমি তোকে সে পথে লইয়া যাইতে আর অনুরোধ কর্‌বো না।" আমার প্রাণে হঠাৎ বাম মৎস্যাদির জন্য একটা অনির্ব্বচনীয় দয়া দিয়াছেন। তাদের বধে বা পীড়নে আমার প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগে।

শুদ্ধাচারে

বাম স্বয়ং মৎস্যাদি পঞ্চতত্ত্বের সাধক। তাঁর চরণ স্পর্শে আমার মৎস্যমাংসের বিরতি বিচিত্র। আমি তখন কারণ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি উহাকে পশ্বাচারের প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোপান। হিংসা থাকিতে জীবে প্রেম আসিতে পারে না। সেইজন্যই শ্রুতির দুন্দুভিনাদ—

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

জীবহৃদয়ে হিংসাও আছে, দয়াও আছে। অভ্যাস ও পারিপার্শিক ঘটনাবলি দ্বারা ঐ নীচ ও উচ্চভাবের বৃদ্ধি ঘটে। পাশ্চাত্য সমাজে অজাতদন্ত শিশুকে কর্ত্তিত কুক্কুটচরণ চুষিতে ও ডিম্বাদি গুলিয়া পানীয়ের সহিত দেওয়া হয়। বয়স হইলে নানাবিধ মাংসের ব্যবস্থা। সুতরাং তার প্রাণে দয়ার প্রস্রবণ শুকাইয়া যায়। মৃগয়ু অভ্যাস বশতঃ মৃগবধে দয়া বোধ করে না! হিংসার দমন ও দয়ার উদ্রেক চাই। তাহা কি উপায়ে করা যায়।

অহিংসা

যদি একেবারে হিংসানিষিদ্ধ হয়, সেই কঠোর শাসন সমাজ মানিবে না। আর্য্য-ঋষিগণ তাহা বুঝিয়া সুন্দর নিয়ম করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

মাংসভক্ষণে দোষ নাই। মদ্যপানেও নাই। মৈথুনেও নাই। উহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তি মহাফলা। মনুষ্য জীব শ্রেষ্ঠ। তাঁর পক্ষে মহাফল নিবৃত্তি মার্গই অবলম্বনীয়। পশুর ন্যায় তাঁর অনর্থকর প্রবৃত্তি মার্গ অবলম্বনীয় নহে। মনুষ্যের হৃদয়ে এইরূপ আত্মগরিমা জাগাইয়া, অন্যজীবও তাঁর ন্যায় ক্লেশানুভব করে ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ দ্বারা তাঁর দয়া উদ্রিক্ত করিয়া শাস্ত্র তাঁকে ক্রমশঃ অহিংসাপথে লইয়া গিয়াছেন। হিংসাবৃত্তির ক্রমশঃ দমনোদ্দেশ্যেই শ্রুতি সেই বৃত্তির কিঞ্চিদবকাশ জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন—

যজ্ঞার্থে পশুমালভেত

যজ্ঞের জন্য পশু মারিবে। স্মৃতিও তদনুসরণে বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা স্তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।

বৈধহিংসা

যজ্ঞের জন্যই পশুর সৃষ্টি। সেই হেতু যজ্ঞে পশুবধ বধ নহে। এইরূপ নিয়ন্ত্রিত পশু হিংসার অবসর অত্যল্প। যজ্ঞ মুখের কথা নহে। তার সম্ভার অর্থও আয়াস সাধ্য। শাস্ত্রযজ্ঞে পশুবধের প্রসর দিয়াও তাহা আবার কমাইবার জন্য কতিপয়যজ্ঞে কেবল পশুহননীয় করিয়াছেন। অধিকাংশ যাগই বীজধান্যাদি সাধ্য। এই বীজাদিরও প্রাণ আছে।

অন্তঃযজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ।

লতাগুল্মাদিরও ভিতরে ভিতরে বেদনা আছে। তাদের সুখদুঃখ জ্ঞান আছে। তাই তপোবন বালাগণ পত্রপুষ্পাচয়নেও ব্যথিতা হইতেন।

সমন্বয়

সাত্ত্বিক হিংসাতেও পাপ নিশ্চিত। পঞ্চ শিখাচার্য্য বলিয়াছেন—

স্বল্প সঙ্করঃ সপরীহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিষ্টোমাদি যাগজনিত পুণ্য পশুবীজাদি হিংসাজনিত পাপের সহিত মিশ্রিত। সেই পাপপরীহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ফলভোগ করিতেই হইবে। এইরূপে শাস্ত্র ক্রমশঃ হিংসা বর্জ্জনীয় করিয়াছেন।

কালক্রমে ভারতে হিংসাবৃত্তি জাগিলে শাক্যসিংহের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি অহিংসাধর্ম্মের প্রধান যাজক হইলেন। মনৌ পূর্ব্বাঙ্গষো ধর্ম্মঃ। বিম্বসারের যজ্ঞস্থলে শত শত পশুঘাত হইবে শুনিয়া তথায় গিয়া যখন কথায় নিবারণ করিতে পারিলেন না তখন ঐ নিরীহ পশুর পরিবর্ত্তে আপনাকে বলি দিবার অনুরোধ করতঃ যূপকাষ্ঠে তিনি নিজ শিরঃ রাখিলেন। এই দয়ার চিত্রদর্শনে রাজা পাত্র মিত্রাদি সকলেই স্তম্ভিত। তাঁদের হৃদর গলিল। শাক্য সিংহের চরণে সকলে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁর শক্তিতে অহিংসামন্ত্র পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। অহিংসা বৈষ্ণবাচারের ভিত্তি বলিয়া বৈষ্ণবভারত তাঁকে বিষ্ণুর দয়ার অবতার বলিয়া মানিলেন। বৈষ্ণব কবি গাহিলেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
শাক্যসিংহ সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।

হিংসাসমাকুল যজ্ঞবিধিমূলক শ্রুতি সমূহকে তুমি নিন্দা কর। পশুঘাত দর্শনে তোমার হৃদয়ে (অভূতপূর্ব্ব) দয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্রেক হয়। হে কেশব তুমিই বুদ্ধরূপ ধরিয়াছ। হে জগদীশ হরি! তোমার জয় হউক।

জীবের হিংসাবৃত্তি সহজ বলিয়া কালে বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রের প্রভাব খর্ব্ব হইতেছে। শাক্ততন্ত্রের বীরাচারমর্ম্ম না বুঝিয়া শাক্তোপসদগণ সেই আচারানুষ্ঠানচ্ছলে স্বীয় রসনা-তৃপ্তির বিধান করিলেন। তখন প্রেমের

বীরাচার

ঠাকুর দয়াল নিমাই জগতে আসিয়া প্রেমবন্যায় ভারতকে ধৌত করিলেন। "নিম মর্ধঃ কিঞ্চিৎ ন্যূন" আমি বীরাচারের পাত্র নহি বলিয়া আমার নিমাই আমাকে বেদাচার দিলেন। তাপিত সংসারীর তাপহরণের জন্য আমাকে দূত করাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় এখনও সেই আচারে রাখিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তশোধন।

চিত্তশুদ্ধি সাধনপথের প্রবেশিকা। চিত্তের প্রধান মালিন্য ভোগমুখী কাম। ঐ কাম হইতেই লোভ, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য ও মোহ। জীব হৃদয়ে ঐ কামেরই প্রাধান্য। কবিগণ তাই কামকে অনঙ্গ হইলেও বিশ্ববিজয়ী ধনুর্দ্ধী বলেন। সেই কাম ভক্তমতে হরকামিনীর অপাঙ্গবলেই বলী।

ধনুঃ পৌষ্পং মৌর্ব্বা মধুকরময়ী পঞ্চ বিশিখা
কাম　　বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুৎ আয়োধনরথঃ।
তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমিগিরিসুতে! কামপি কৃপা
—মপাঙ্গাত্তে লব্ধা জগদিদমলঙ্গো বিজয়তে॥

ইতি আনন্দ লহর্য্যাম্—

কামের ধনু ফুলময়, জ্যা মধুকরময়ী, বসন্ত সারথী, মৃদুমন্দবাহী মলীয়ানিল আয়োধন ও রথ, অপর পাঁচটী মাত্র। তথাপি একমাত্র দেহহীন রথী কাম, অয়ি হিমাচলনন্দিনি! তোমার কটাক্ষ কৃপায় (অদ্ভূত বল) লাভ করিয়া নিখিল জগৎ জয় করিতেছে। মদনের শ্লাঘা অতিরঞ্জিত নয়—

কুর্য্যাং হরস্যাপি পিণাক পাণেঃ ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বি-নোঽন্যে। আমি আপনি পিণাকপানি হরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে পারি। আমার সমান আর কে ধ্বনী আছে? লেখক কামের বিশিষ্ট দাস। তার তৎকালিক হৃদয়ভাব—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্বালিঙ্গনং ভুজনিপীড়িত বাহুমূল-
ভুগ্নোন্নতস্তন মনোহর মায়তাক্ষ্যাঃ।
ভিক্ষোপবাস নিয়মার্কমরীচিদাহৈ
—র্দেহেপে শোষণবিধিঃ কুধিয়াং ক্ব চৈব॥

কামিনী প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে—

কোথায় সেই বিস্ফারিত লোচনা কামিনীর গাঢ় আলিঙ্গনে ভুজযুগ নিষ্পীড়ন বশতঃ পীবরস্তনযুগের পরিমর্দ্দনে অপার আনন্দ? আর কোথায় কুবুদ্ধিগণের ভিক্ষা উপবাস প্রভৃতি কঠোর নিয়মরূপ সূর্য্যকিরণদাহে দেহের উপশোষণ বিধি?

ঐরূপ উদ্দামকামের ফল বিষময়। ভোগাধিক্যবশতঃ অগ্নিবর্ম্মার দশা ঘটে। তখন দারুণ অনুতাপ আসে। শরীর অপটু, মন দুর্ব্বল, জীবতারা ডুবুডুবু। ইহকাল ও পরকালও যায়। তাই শাস্ত্রে কাব্যে নাটকে ভোগের কুফল ও অসারতা খ্যাপনপূর্ব্বক যথাসময়ে জীবের বিবেক জাগাইবার এত প্রয়াস। তাই যাঁরা বৈরাগ্য বলে শান্তি লাভ করিয়াছেন তাঁরা পটহনিনাদে জানাইয়াছেন—

কান্তেত্যুৎপললোচনেতি বিপুলশ্রোণীভরেত্যুন্নস্ত-
পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরেতি সুমুখাম্ভোজেতি সুভ্রূরিতি।
দৃষ্ট্বা মাদ্যতি মোদতেঽভিরমতে প্রস্তৌতি বিদ্বানপি,
প্রত্যঙ্গাশুচিপুত্রিকাঃ স্ত্রিয়মহো কামস্য দুশ্চেষ্টিতম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগের অসারতা

পূযঃ শোনিতাদি রক্তপূযঃ প্রভৃতি অশুচি উপাদানে যে নারী গঠিত তাহাকে দেখিয়া বিজ্ঞও কান্তা, পদ্মপলাশাক্ষী, নিতম্বিনী, পীনোন্নতস্তানী, চন্দ্রাননী, সুভ্রূ প্রভৃতি এই বোধে প্রমত্ত হয় এবং আমোদ পায়, এবং তাতে অভিরমণ করে ও প্রশংসা করে। হায় কামের কি তুর্ব্বিলাস।

জীবের মোহাপনয়ন জন্য তাঁরা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন —

নারীস্তনভর নাভিনিবেশো মিথ্যামায়ামোহবিলাসঃ।

এইরূপ উপদেশ চিরকাল জীব শুনিতেছে। তথাপি তার চৈতন্য হয় না। তাই ভক্ত ভগবানের নিকট কাতরে জানান—

তুমি নির্ম্মলকর মঙ্গল করে মলিনমর্ম্ম মুছায়ে।

আমার ভগবান্ রামকে আমি এইরূপ কখনও জানাই নাই। আমি তাঁর নিকট পার্থিব ভোগের কামনা লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি এমনি দয়াল যে অযাচিতভাবে আমার মলিনমর্ম্ম মুছাইবার ভার লইলেন। নীরবে দূর হইতে আমার হৃদয়াধিকার করিয়া তাঁর মঙ্গলময় করে ক্রমশঃ

নির্ম্মলীকরণ

আমায় মর্ম্মের মালিন্য মুছাইতেছেন, আমার মত্তমাতঙ্গসম উদ্দাম কামকে দমিত করিতেছেন ও তাঁর পুণ্যালোকে আমাকে অন্ধকার হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার লক্ষ্যশূন্য লক্ষ লক্ষ বাসনা গভীর আঁধারে এখনও ছুটিতেছে বটে কিন্তু তিনি অভয় দিতেছেন—"তোর মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতলগরলসাগরে ডুবিবে না, এই আমি তোকে ধরিয়া আছি।" সময়ে সময়ে আমাকে অনুভব করাইতেছেন, তিনি জলে স্থলে অনলে অনিলে আকাশে। বীটপীলতায়, শশিতারকায়, তপনে, গগনে আছেন। তবে সে ভাব এখনও গাঢ় করিতেছেন না। ঐরূপ ভাব চপলার ন্যায় চমকাইয়া লুকায়। কখনও বা জ্ঞান পিপাসা জাগাইয়া বলান—

আমি বুঝি নাই কিছু জানি নাই কিছু
দাও হে বুঝায়ে জানায়ে।

আবার কখনও বা বলান—

আমি না চাহি জটিল ন্যায়ের বারতা
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা
তুমি হে আমার হৃদয়দেবতা
তাই তোমায় বরি হে।

আমার মালিন্যাপসরণের প্রথা এইরূপ। অসৎ প্রবৃত্তি জাগিলে প্রভুরাম তৎক্ষণাৎ তদ্বিপরীত প্রবৃত্তি জাগান। আমরা কলির ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণোচিত শমদমদয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ আমাদের নাই। কেবল ক্রোধ অভিমানাদি দোষ আছে। ইচ্ছার বিঘাতে বা কল্পিত অপমানে ক্রোধাগ্নি ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু করুণাময়ের আমার প্রতি কি করুণা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এইভাব দেন যে—"কেন রাগিলে? যার প্রতি কোপ করিলে তার কি দোষ বিচার কর। তাকে কটূক্তি কেন করিলে? কটূক্তি যেমন তোমার অপ্রিয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি পরেরও প্রাণে ব্যথা দিলে কি লাভ? ইত্যাদি। যাঁকে বাক্‌পারুষ্য দেখাইয়াছি তাঁর নিকট ক্ষমা চাহিতে বাসনা হয়। ক্ষমা চাহিবার বলও বাম দেন। নষ্ট শান্তি আমার খুঁজিয়া পাই। লোভ হইলে ঠাকুর আত্মমর্য্যাদা জাগরিত করেন। মনে মনে হয়, "কি? নিষ্কাম শ্রীবামের পদস্পর্শ করিয়াছি। এখনও এই ক্ষুদ্র বিষয়ে লোভ সম্বরণ করিতে পারিব না?" লোভ শমিত হয়। মাৎসর্য্য হৃদয়ে উদিত হইলে শ্রীগুরু যেন বলিয়া দেন—"পরের শ্রীতে কাতর হইয়া হৃদয় পুড়াইতেছ কেন? উহাতে লাভ নাই। বরঞ্চ ঐ শ্রীতে আনন্দপ্রকাশ কর; হৃদয় জুড়াইবে।" মদ বা অভিমানে হৃদয় ভরিলে তিনি আমাকে যেন বুঝান—"তোমার অভিমান করিবার কি গুণ আছে। পরে যে তোমাকে বলিয়াছে তাহাতো সত্য। সে তোমার চক্ষুরুন্মীলিত করিতেছে। তার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া অভিমান করিতেছ?"

ক্রোধাপনয়

কামের উদ্রেকে কামারি বাম রতিভাবের প্রতিকূল জুগুপ্সা জাগান। আমার মনে হয়—যে কামিনীসম্ভোগে এত আগ্রহ সেই কামিনী রক্তমাংসের সঙ্ঘাত মাত্র" যদি জুগুপ্সায় কাম না যায় তাহা হইলে প্রভু কামের অমোঘ ঔষধ কাম উদ্রিক্ত করেন। আমাকে বুঝান—"বাবা! রমণী সঙ্গ-সুখ চাহিতেছ। স্থূলসঙ্গ ক্ষণিক। তজ্জনিত সুখও ক্ষণিক। তাহাতে শরীরের নষ্ট, ধর্ম্মনষ্ট হয়। সমাজেও কলঙ্ক ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সুখ সমল। নির্ম্মলানন্দ চাও। ঐ

কামদমন নারীকে তারা মা বলিয়া ভাব, এবং উহার চরণে মালাদি পুষ্পাঞ্জলি দাও। দেখিবে কি বিমলানন্দ পাইবে।" আমার মন অবশ হইয়া তাই করে। কাম ভুজঙ্গের ফণা তৎক্ষণাৎ অবনত হয়। অসৎকাম সৎকামে পরিণত হইয়া আমাকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যায়। আগে আগে পরনারীর প্রতি মাতৃভাব জাগাইয়া আমার কামকালিয় দমন করিতেন এক্ষণে কন্যাভাবও জাগান। সম্ভোগেচ্ছা ডুবিয়া যায়।

তুচ্ছং ব্রহ্মপদং তদা পরবধূ সঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ।

তখন ব্রহ্মপদও তুচ্ছ হয়। পরনারী সঙ্গমের প্রসঙ্গ তখন কোথায়?

ভাবুক শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে গাহিয়াছেন—

ওপথে যেও না কুপথ বলিয়ে
কাণে কাণে কত কয়েছ।
আমি তবু ছুটে যাই ফিরায়ে আনিতে
আমার পাছু পাছু তুমি ছুটেছ।

শ্রীবামের এই লীলা আমি নিজেই অনুভব করিতেছি।

সঙ্গে বিচরণ অধম বলিয়া তিনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন। আমার কাণে কাণে নিতুই তিনি বলিতেছেন, "বাবা ওপথে যেও না, ও কুপথ।" আমি কখনও সে কথা শুনি, কখনও না শুনিয়া কুপথে যাই। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তাঁর দুবাহু প্রসারি আমাকে ফিরাইবার জন্য আমার পাছু পাছু ছুটেন এবং আমাকে ফিরান। যখন কামাদির প্রকোপ এরূপ প্রবল হয় যে তাঁর জাগরিত জুগুপ্সাদিভাবে শমিত হয় না তখন প্রভু যেন আমাকে আগলাইয়া থাকেন; কামাদি চরিতার্থতার অবসর দেন না। সুতরাং রক্তবীজের রক্ত ভূমিতে পড়িতে পায় না, অন্য রক্তবীজও উঠে না।

শ্মশানে	(আমার) হৃদয় ছিল শ্মশান সমান
ফুলবাগান	কি যাদুতে ও যাদুকর করলে এরে ফুলবাগান।
	এখন সেই বাগানে ফুল ফুটেছেরে
	সৌরভে প্রাণ আকুল করে॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিনিধি প্রেরণ

বেদাচারের পর বাম আমার মানসে নীরবেই বৈষ্ণবাচারের লক্ষণ দিলেন। তাহাও ভাল বুঝিতে পারি নাই। কেবল হিংসা কাম ক্রোধাদি কমাইতেছেন ইহা বুঝিতে পারি। মন্ত্রের অর্থবোধ বা উপকারিতা জ্ঞান হয় নাই। তথাপি প্রাণে প্রাণে তাহা এমনি গাঁথিয়া যায় যে তাহা সায়ংপ্রাতঃ এবং অবসর হইলেই অন্য সময়ও জপ করাইতে লাগিলেন। নিত্য গঙ্গাজলে গুরুর ও ইষ্টদেবীর পূজা ও চণ্ডীপাঠও করান। তান্ত্রিক সন্ধ্যা ইষ্টপূজার পদ্ধতি প্রভৃতি কিছুই জানা ছিল না। তবে সংসার হইতে অবসর পাইলেই চিত্তচোরার নিকট চিত্ত বিচরণ করিত। দূরস্থ হইলেও অচিরে তাঁর অন্তেবাসী হই। তাঁর কথা শুনিতে প্রাণ চাহিত। তাঁর গুণগানে মন উৎফুল্ল হইত। তাঁর শ্রীপদবন্দনার চিত্রে হৃদয় জুড়াইতে লাগিল। ইহাই বৈষ্ণবাচারের অনুষ্ঠান—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

সেই বিশ্বব্যাপক পরমদেবের লীলার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও তাঁর শ্রীপদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, তাঁর প্রতি দাসভাব, তাঁর সহিত সখিত্ব ও তাঁকে আত্মনিবেদন—ভক্তির এই নববিধা। পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাতঞ্জলপাঠে বুঝি যে মহাপুরুষের সতত স্মরণই সমাধির উপায় বিশেষ—

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ।

যাহার মানস হইতে রাগদ্বেষ বিশেষরূপে গত সেই মহাপুরুষে চিত্ত অর্পণ করিলেও সমাধি আসে।

কিন্তু গায়ত্রী প্রভৃতি পাওয়া এবং তন্ত্রের অনুষ্ঠানও জানা চাই। দূর হইতে তাহা স্ফুরিত করিবার শক্তি পিতার থাকিলেও আমার চিত্ত সমল বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক তিনি শীঘ্র আমার উপকারের জন্য নিজ প্রিয় পুত্র ছোট ক্ষ্যাপার সহিত মিলন ঘটাইলেন। ইহারই নাম তারাপীঠ হইতে ফিরিবার পথে নৌকায় ভূপতিপাণ্ডার মুখে শুনি।

সন ১৩১৩ সালের চৈত্র মাসে চুঁচুড়া কাছারিতে অপরাহ্নে উকিল শ্রীযুক্ত গিরীষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাদা আমাকে বলিলেন— "হরি! তোদের ক্ষ্যাপা আমার বাসায় আসিয়াছে, তাঁকে দেখ্‌তে যাবি না?" আমার মনে হইল—"ক্ষ্যাপা বাবাতো বড় কোথাও আসেন না। তিনি কি কারণে হুগলিতে আসিলেন?" গিরীষ দাদা পরক্ষণেই বলিলেন—তোর ক্ষ্যাপা বাবার বড় চেলা ছোট ক্ষ্যাপা আসিয়াছে। আমি যাইতে সম্মত হইলাম। এবং গিরীষ দাদার গাড়ীতে তাঁর বাসায় আসিলাম। তখন গিরীষ দাদার নিজের বাটী হয় নাই। ইহার সম্মুখে বাসাবাটী ছিল। দেখিলাম বৈঠকখানায় কৃষ্ণকায় দীর্ঘকেশ শ্বশ্রু গৈরিকবসন একজন সন্ন্যাসী ও আর একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর জ্যোতিঃ আছে। আমি যাইতেই অন্য ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন—"দাদা! এই তো সে।" পরে জানিলাম যে কিছু পূর্ব্বে আমার আকৃতি তাঁর মানসপটে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল। আমার সহিত পরিচয় না থাকায় তিনি চিনিতে পারেন নাই। ছোট ক্ষ্যাপাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "গৌরবর্ণ কে যুবা আমাকে দেখা দিল।" ক্ষ্যাপা উত্তর দেন—"হবে কেহ আসিতেছে।"

ক্ষ্যাপাদাদাকে প্রণাম করিলাম। গিরীষ দাদা তাঁকে আমার পরিচয় দিলেন। দাদা যথার্থই দাদার ন্যায় স্নেহ ও যত্ন দেখাইলেন। প্রথম দর্শনেই প্রাণ বিনিময় হইল। অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আসিব এইরূপ ইচ্ছা আমার ছিল। কারণ মাতৃদেবীর দেহান্তে পিতৃদেব একাধারে পিতা ও মাতা হইয়াছেন। হুগলি হইতে আমার ফিরিতে বিলম্ব হইলে মাতৃদেবীর ন্যায় তিনি তখন ঘরবাহির করিতেন। ক্ষ্যাপা দাদা আমার অন্তর জানিয়া বলিলেন—"আজ এখানে থাক।" তাঁর কথায় আমি কাছারির পোষাক ছাড়িলাম। জলযোগ হইল। ক্ষ্যাপার সঙ্গে ব্যক্তির সহিত পরিচয় ঘটিল। তিনি হরিপদ মৈত্র। গিরীষদার গুরুভাই, ময়ুরভঞ্জে কাজ করিতেন। আমাদেরও গুরুভাই শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও তথায় থাকেন। ক্ষ্যাপা ময়ুরভঞ্জে গিয়াছিলেন। হরিপদদার সহিত হুগলিতে আসিয়াছেন। গিরীষদার অন্য গুরুভাই উকিল বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় শীঘ্রই আসিলেন। সকলে গঙ্গাতীরে গেলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথায় সদালাপে মৃদুমন্দ পুণ্য সমীরণে স্নিগ্ধ হইয়া সকলে ফিরিলাম। সন্ধ্যাবন্দনা গিরীষদাদার ঠাকুর ঘরে হইল। কেবল ক্ষ্যাপা সন্ধ্যায় গেলেন না। তিনি বৈঠকখানায় নিজ আসনে কর্ম্ম সারিলেন। সান্ধ্যকৃত্যের পর গিরীষদা তানপুরাযোগে ভক্তিসঙ্গীতে আনন্দ দিলেন। আমি মুখে ঘুঙুর দিলাম। উঁহারা ঐ শব্দ কোথা হইতে উঠিল বুঝিতে পারিলেন না। বিষ্ণুদা বলিলেন—"শোন! অলক্ষ্যে কে নূপুর পায়ে নাচিতেছে।" আহারের কাল উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদাদা নিজ বাসায় গেলেন। গিরীষদা ও হরিপদদা অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আমি ও ক্ষ্যাপা দাদা বৈঠকখানায়। ক্ষ্যাপা মৃগচর্ম্মে শয়ান। তিনি আমাকে বলিলেন "ওরে! আমার মেরুদণ্ডে একটু পুরাণ ঘৃত মালিস করিয়া দেতো।" তাঁর শিশি হইতে ঘৃত লইয়া আমি মালিস করিতেছি। আমার চিত্ত বড়ই সংশয়ী। ক্ষ্যাপা দাদার উপরই সংশয় হইয়াছিল। সুতরাং মনে হইল —"দাদা! এতবড় যোগী আকুমার ব্রহ্মচারী। তাঁর মেরুদণ্ডের দৌর্ব্বল্য।" দাদা তৎক্ষণাৎ মধুরস্বরে বলিলেন "ওরে অতিরিক্ত হঠের ফল।" মালিস করিতেছি দাদার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছি। মনে করিলাম—"ক্ষ্যাপা বাবাতো কোন অনুষ্ঠান দিলেন না, ইঁহার নিকট কি তা পাইব না? ইনি কি গুরুকৃত্য করিবেন না?" তন্দ্রাবস্থাতেই দাদা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন—"কি একজনকে মাথা বেচিয়া আবার অন্যজনকে তা বেচিবার ইচ্ছা।" আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লজ্জায় মরিয়া গেলাম। সত্যসত্যই তো আমার শির শ্রীক্ষ্যাপার নিকট বিক্রীত। আবার অন্যত্র তা আমি কিরূপে বিক্রয় করি। ক্রেতা অন্য কাহারো নিকট তার ক্রীতদাসের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিতে পারেন। কিন্তু দাসের আত্মবিক্রয়ের অধিকার নাই। আহারের আহ্বান হইল। দাদা নিজে একটু পৃথক্ সুজি পাক করিলেন। আমরা চর্ব্ব্যচোষ্যপেয়লেহ্য পাইলাম। আহারান্তে ঐ ঘরে আমার শয্যা পড়িল। দাদা কাহারও ব্যবহৃত দ্রব্য ব্যবহার করেন না। তাঁর মৃগচর্ম্মের উপর পাগ্‌ড়ির উপাধান। উভয় সহোদরে কথোপকথন হইতে লাগিল। ক্ষ্যাপা বাবার নিকট আমার যাইবার ঘটনা কতক কতক বলিলাম। দাদাও নিজ পরিচয় কিছু কিছু দিলেন। জুরনপুরে তাঁর আস্থানা জানিয়া আমার জুরনপুরে যাইবার বাসনা উঠিলে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—"আমার গণ এখন সেথায় যাইতে পারিবে না।" ফলে তাহাই ঘটিয়াছে চেষ্টা সত্তেও সন ১৩৩০ সালের পৌষ মাসের পূর্ব্বে জুরনপুরে আমার যাওয়া ঘটে নাই। তার বহু পূর্ব্বেই ক্ষ্যাপা দাদা ঐখান হইতে আসন তুলিয়াছিলেন।

কথোপকথনে দাদা বলিলেন—"তোর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ইহার চিহ্ন শ্রীগুরু ময়ূরভঞ্জ হইতে আসিবার পথে দিয়াছিলেন। নিবিড় বনপথে হঠাৎ দেখিলাম আকাশ দিয়া হনুমান যাইতেছে। তুই কি তবে বামের হনূরে? আমি অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি বাম আমাকে তাঁর দূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন বটে। যদি শ্রীমহাবীরের ন্যায় ভক্তি ও শক্তি দেন তাহা হইলে আমার ন্যায় ভাগ্যবান আর কে ?

আমার বাসনা হইয়াছে যে দাদা পরদিন আমার বাসায় পদধূলি দেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি এখানে কয়দিন থাকিবেন। তিনি বলিলেন – আগামী কল্যই কলিকাতায় যাইব। আমি ভাবিলাম—"মুখে বলিব না দেখি আমার বাসনা পূর্ণ করেন কিনা। পরে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লইলাম। প্রত্যূষে দাদা উঠিয়া আমাকে উঠাইলেন। গিরীষদার আতিথ্য স্বীকারান্তে অপরাহ্নে উভয় ভ্রাতায় কলিকাতা যাত্রা করিলাম। বেণ্ডেলে রেলগাড়ি ধরিয়া হাওড়ায় নামিলাম। দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার জন্য গাড়ী করা যাক। কোথায় যাইবেন ?" তিনি হাঁসিয়া বলিলেন—"তোর ইচ্ছা যখন তোর বাসায় লইয়া যাস্ তখন সেথায় যাইব।" আনন্দে তাঁকে নিজ বাসায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লইয়া আসিলাম। তখন পিতৃদেব ও গিন্নিমা সত্যভামাদেবী জীবিত আছেন। "দাদা নিজেই বলিলেন—"আজ রাত্রে আর একজন তোর অতিথি হইবে। তিনি দুধ ও খই খাইবেন।" দাদার জন্য আমি যথাশক্তি ফল ও দুগ্ধ আনাইলাম। দাদা বেড়াইতে গেলেন। সন্ধ্যার পর তাঁর প্রিয়তম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তিকে সঙ্গে আনিলেন। তাঁর মূর্ত্তি প্রশান্ত। শুনিলাম আমার বাসায় তাঁকে অন্বেষণ করিতে আসিলেন ও তাঁর জন্য অপেক্ষা করিলেন। প্রিয় দাদা কলেজের বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্নত সাধক। দাদা আসিয়াই তাঁহাকে আমার বাটীতে রাত্র যাপন করিতে বলিলেন। উভয়ে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। রাত্রে বৈঠকখানায় আমাকে মধ্যে লইয়া তাঁরা দুইজনে শয়ন করিলেন। সদালাপে কতক্ষণ কাটাইবার পর আমি নিদ্রিত হইলাম। প্রাতঃকালে প্রিয় দাদা চলিয়া গেলেন। ক্ষ্যাপা দাদা তাঁর সঙ্গে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া স্বপাক করিলেন। অপরাহ্নে বিদায় লইলেন। বলিলেন—গতরাত্রে তোর উৎমীলন হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম না। দাদা আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। মধ্যে মধ্যে এ অনুচরের বাসায় পদধূলি দেন। তাঁর দ্বারা আমি বিশেষ উপকৃত। তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর নিকট আমি গায়ত্রী ও তান্ত্রিকানুষ্ঠান পাইয়াছি। তিনি আমাকে দুর্লভ তারা বিদ্যার সন্ধান দিয়াছেন। তিনি পরে প্রকাশ করেন যে তিনি আমার নিকট রামের প্রেরণায় আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পক্ষে শ্রীরামের প্রতিনিধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃবিয়োগে

শ্রীগুরুর চিন্তনে ও মধ্যে মধ্যে গুরুপ্রতিনিধির সঙ্গলাভে আনন্দ পাইতেছি। অর্থের অভাবও বাম রাখেন নাই। মহাভারতের ইংরাজি অনুবাদাদিতে অদ্ভুত কৃতিত্বহেতু পিতৃদেব বিলাতি বন্ধু ও প্রশংসকগণের চেষ্টায় সরকার বাহাদুর হইতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন।

সাংসারিক সুখে

চরকের ইংরাজি অনুবাদও চলিতেছে। প্রকাশক কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন অর্থ জোগাইতেছেন। আমারও ওকালতিতে আয় আছে।

১৩১১ সালের চৈত্র মাহায় নিজ মহকুমা শ্রীরামপুরের প্রথম অস্থায়ী মুনসেফি পদও পাইলাম। শ্রীরামপুরের উদারচেতা ডাক্তার গোপালচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় পিতৃদেবের অকৃত্রিম বন্ধু। আমায় দীর্ঘব্যাপী জ্বর হইতে ও কৈশোরে বাতশ্লেষ্মা বিকারে বহুযত্নে বিনা কপর্দ্দক গ্রহণে আমাকে বাঁচাইয়াছেন। তাঁর ঋণ পরিশোধ আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি শাপভ্রষ্ট দেবতাকল্প। তিনি শ্রীরামপুরে আমাকে পৃথক্ বাসা করিতে দেন নাই। আমার সমস্ত বেতনই বাঁচিতেছে। দুইমাস পরে আমার হুগলি আদালতে যোগ দিয়া প্রসার বৃদ্ধি হইল। দ্বিতীয়বার নোয়াখালী জেলায় লক্ষ্মীপুর চৌকিতে অস্থায়ী মুনসেফি পদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়াও পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না। সন ১৩১২ সালের ফাল্গুন মাসে তৃতীয়বার ময়মনসিংহের মুনসেফি অস্থায়ী চাকরি প্রস্তাব আসিলে পিতৃদেবই ময়মনসিংহের জলবায়ু মন্দ নহে বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তথায় প্রায় ছয় মাস কার্য্য করিলাম। প্রথমে মন টেঁকে নাই পরে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী ও উকিল প্রভৃতির সঙ্গে সময় সুখেই কাটে। কলিকাতায় কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন কয়েকখানি ইংরাজিতে কবিরাজি পুস্তক প্রণয়ণের জন্য ভার দেন। তাহার পরিশিষ্টে আয়ুর্ব্বেদীয় তরুগুল্ম লতাদির পরিচয় দিতে হয়। সেইভাবে আমি ময়মনসিংহে লিখিয়া পিতাকে সাহায্য করি। সুতরাং তাহাতেও অতিরিক্ত আয় থাকে। ময়মনসিংহে পূজাপর্ব্বেরও ব্যাঘাত হইত না। পিতৃদেব আমাকে পাঠাইয়া ব্যাকুল হওয়ায় তথা হইতে শীঘ্রই চলিয়া আসি। আর মুনসেফি করিব না বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াই পুনরায় হুগলিতে ওকালতি আরম্ভ করিলাম। আয় কমিল না। এই সুখের মধ্যে দুঃখের কারণ পিতৃদেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পরে তাঁর গঙ্গালাভ। তবে বাবার কৃপায় এ হেন শোকও সম্বরণের শক্তি আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরাহ্বান

পিতৃবিয়োগের কিছু পরে সন ১৩১৪ সালের ১৪ চৈত্র শুক্রবার, একটী পুত্র জন্মে। কৃশাকৃতি হইলেও তার মুখশ্রী সুঠাম গঠন ছিল। সম্মুখে একটী দাঁত উচ্চ থাকে। পুত্রটী আমার পিতৃদেবের রাশি পাওয়ায় তাঁর উপর পিতৃদেবের প্রসাদ দৃষ্টি ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। অল্প বয়সে সে হাঁটিতে এবং কথা কহিতে শিখে এবং বুদ্ধি প্রাখর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাকে দিয়া বাম কতকটা চিত্তবিনোদনও করেন। শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে তার নিউমোনিয়া হইলে ডাক্তার অক্ষয় দত্তের চিকিৎসায় বামের প্রসাদে সে আরোগ্য লাভ করে। হুগলিতে ওকালতি পূর্ব্ববৎ করিতেছিলাম। সাংসারিক অভাব ছিল না। সন ১৩১৫ সালের শারদীয়া পূজায় জনাই যাইয়া নবপুত্রের অন্নপ্রাশন অবস্থামত দেই। হুগলির এক ধনী মক্কেলের মোকর্দ্দমা উপলক্ষে বাম পূজার পর কাশীধাম যাইবার অবসর দেন। আহার ঔষধ দুই হইল। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন হইল। অর্থও আসিল, কাশীতেই জ্যেষ্ঠ কন্যার পাত্রানুসন্ধানে শ্রীগুরু দাসকে প্রয়াগেও লইয়া গেল্লেন। তথায় বেনীঘাটে শাস্ত্রীয় বিধিপালনান্তে গয়াধামে আনেন। রেলে নিদ্রাভঙ্গে প্রভু দুই দেবীমূর্ত্তিও দেখান এবং ফল্গুতে স্নানাদি করাইয়া গদাধরের মন্দির প্রাঙ্গণে চণ্ডীপাঠ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে নীলজ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইয়া আনন্দ দেন। ফল্গুতে পিতামাতার পিণ্ডদানের পর গদাধরের পাদপদ্মে তাঁদের ও জ্ঞাতি বান্ধবাদি পিতৃগণের পিণ্ড দেওয়ায় আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত করেন। মাতৃষোড়শিকা পিণ্ড দানকালে মাতার অগাধ স্নেহরাশি স্মরণে উদ্বেলিত হই। এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করাইয়া প্রভু এই দাসকে দেশে আনাইলেন।

গুরু ভ্রাতা ও পিতৃব্যপুত্র সুবোধ ভায়ার সঙ্গলাভে পূজাবকাশ মহানন্দে কাটে। তিনি বিদ্বান ও নির্ম্মল হৃদয়, যথার্থ গুরুভক্তি তত্ত্বজ্ঞান তাঁতে উন্মেষিত হইতেছিল। তাঁর সহিত স্থির হয় যে আগামী বড়দিনে উভয়ে শ্রীধামে রামদর্শনে যাইব। বড়দিন আসিতেছে। শীতের প্রকোপ পড়িয়াছে। মনে মনে হইতেছে বাহিরে যাইলে ক্লেশ হইবে। সুবোধ না আসিলেই ভাল হয়; কিন্তু রাম টানিয়াছেন। সরে থাকিবার উপায় নাই। সুবোধকে দূত করিয়াছেন। তিনি বড়দিনের পূর্ব্বদিন ৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার আসিলেন; অপরাহ্নে যাত্রার উদ্যোগ হইল। পূজার জন্য ফল মিষ্টান্ন ও একবোতল বিলাতি কারণ লওয়া হইল। আমার পত্নী পিড়ীত। তাঁর ইচ্ছা আমি না যাই। কিন্তু রাত্রে ১০টা ২৪ মিনিটের ট্রেণে হাওড়া হইতে দুই ভ্রাতায় শ্রীধাম যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে একদল গায়ক বাদক চলিয়াছেন। তাঁদের সঙ্গীতও শুনিতে শুনিতে চলিতেছি। হুগলির পর একজন গৈরিকবসনধারী উঠিলেন।

শ্রীধামযাত্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি নাম গাহিতে লাগিলেন। বৰ্দ্ধমানে নামিয়া পার্শ্বে লুপলাইনের গাড়িতে উঠিয়া শেষ রাত্রি সুনিদ্রায় যাপিত হইল। প্রত্যুষে গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রি ৮॥০ টায় মল্লারপুরে নামিয়া গোযানে বামকথায় আনন্দে চলিলাম। শীতের প্রভাব বোধ হইল না। কবিচন্দ্রপুরে আসিলে গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিতেছি। মৃদুল পবন হিল্লোলে, শরীর হর্ষিত। হৃদয়াধিকারীর দর্শনাশায় হৃদয় উল্লসিত, চিত্তচোরার সঙ্গলাভ নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া চিত্ত প্রফুল্ল। বাম যেন শ্যাম হইয়া গেলেন। গোপীভাব আসিল। মুখ দিয়া গীতের কলি বাহির হইল—

চল সখি যাই শ্যাম দরশনে।

সুবোধভায়া কলিকাতায় বলিয়াছেন, "দাদা তুমি বৈষ্ণব হয়েছ। যাইলেই বাবা পাঁটা খেতে বলবেন তখন কি করবে? প্রসাদ খাবে না?" আমি উত্তর দিয়াছি, "তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য. আমি অবিচারিত ভাবে তাঁর প্রসাদ লইব। তোমার কথা তিনি নিশ্চয় রাখিবেন। কিন্তু আমারও আব্দার শুনিবেন যে একদিন ভিন্ন পাঁঠা হইবে না।" অৰ্জ্জুন ও

মান — সুধন্বার প্রতিজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণের দশা বামের হইয়াছে। বাম আমাদের আগমন জানিতে পারিয়া পাণ্ডাকে ইসারায় বলিয়াছেন। আমরা

দ্বারকা পার হইয়া আশ্রমের নিকটে আসিলে নুটু বলিয়া উঠিল—"বাবা! ঠিক বটে, ঐ সুবোধদা আসছে।" সুবোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম করিলে বাবা তাঁকে আদর করিলেন। আমি প্রণাম করিলে বাবা ঔদাস্য দেখাইলেন। নুটু আমার পরিচয় করিয়া দিলেও তিনি বলিলেন, "কে বাবা। আমি চিনিতে পারলাম্ না।" রাধার নিকট শ্যাম চন্দ্রাকে চিনিতে না পারিলে চন্দ্রার যে ভাব মহাজন বর্ণনা করিয়াছেন বাম আমাকে সেই ভাব দিলেন। আমার অভিমান আসিল। কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না। মনে হইল—আমাকে পরীক্ষার জন্য তোমার এই ছল। আর তুমি চিন কিম্বা না চিন তাহাতে ক্ষতি নাই। তোমার কৃপায় আমি তোমাকে কিছু চিনিয়াছি। আমার হৃদয়পটে তোমার মোহনমূর্ত্তি অঙ্কিত। তুমি কি আর আমায় ছাড়িতে পার।" আমার মনের ভাব কতকটা এইরূপ—

তোমারি কৃপায় হরি তোমারে চিনেছি।
নীল নলিন আঁখি হেরিয়া মজেছি॥
কামনার মোহ ফাঁস ছিঁড়ে দাও শ্রীনিবাস
প্রেম পরমনিধি হৃদয়ে এঁকেছি।
(অনুপমা সুষমা তাই হৃদয়ে এঁকেছি)

"বাবা কি খাবেন?" বলিতেই বাবা সুবোধকে উত্তর দিলেন, "পাঁঠা খাব।" সুবোধ নিজ পণ রক্ষিত হওয়ায় হৃষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন, "হরিদা! কেমন? দাও টাকা, পাঁঠা আন্‌তে দেই।" আমি বলিলাম, "ঐ তহবিল হইতে যাহা আবশ্যক লও।" সুবোধ নুটু পাণ্ডাকে শ্মশানে পূজার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য ছাগাদির মূল্য দিয়া বাবার সম্মুখে বিলাতি কারণের বোতল দিলেন। বাবা নিজেই বোধ হয় বোতল খুলিলেন এবং স্বীয় কপাল পাত্রে প্রায় অর্দ্ধেক বোতল ঢালিয়া উৎসবান্তে অল্প নিজে পান করিয়া বাকী আমাকে দিলেন। আমি হাত বাড়াইয়া প্রসাদ লইলাম। প্রায় এক পোয়া বিলাতি ব্রাণ্ডি ছিল, কখনও জীবনে মদ খাই নাই। ভয় হইল পাছে অতটা পান করিলে বেগতিক হয়। বাবা চিত্তজ্ঞ। আমার হস্ত হইতে প্রসাদের পাত্র ফিরিয়া লইলেন। কণিকা গ্রহণে আমার ইচ্ছা ছিল। তিনি তাই দিলেন আমি কিঞ্চিৎ জিহ্বায় দিয়া কপালে ফোঁটা পরিলাম। বাবা বাকী সমস্ত নিঃশেষ করিলেন।" তখন আমার মনে অনুতাপ আসিল। গুরুর প্রসাদে দ্বিধা করিলাম। বোধ হয় ঐ প্রসাদের ভিতর দিয়া তিনি শক্তিসঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আমি তাহা না লইয়া বড়ই ভুল করিলাম। মনকে আমার এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম—বাবা বুঝিলেন আমি বীরাচারের উপযুক্ত নই; তাই উহা দিলেন না। কখনও মনে হয় যে ইহজন্মে সিদ্ধি লাভের ঐ এক অবসর আসিয়াছিল, নিজে তাহা ছাড়িয়াছি। আবার মনে ভাবি বামই প্রবৃত্তি দাতা। তিনি যখন প্রসাদ গ্রহণের প্রবৃত্তি দিলেন না তখন তাহাই আমার ভাল। সুবোধ প্রসাদ চাহিলে বাবা আর এক পাত্র ঢালিয়া তাকে অর্ধপাত্র দিলেন। সুবোধ পরম ভক্ত। আমার ন্যায় তাঁর দ্বৈধভাব আসিল না।

প্রসাদ গ্রহণে সঙ্কোচ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃসঙ্কোচে তিনি তাহা পান করিয়া শয়ন করিলেন ও তন্দ্রালু হইলেন।

বলির গুণাগুণ

আমি দ্বারকায় স্নানে গেলাম। তথায় অবিনাশ চৌধুরীর সহিত পরিচয় হইল। আমাকে বাবা প্রসাদ দানের সময় তিনি আশ্রমে ছিলেন। তিনি আমার প্রসাদ প্রত্যাখ্যান দেখিয়া আমাকে দোষারোপ না করিয়া ভালই বলিলেন। আমার মন কিন্তু তাহাতে প্রবোধ মানিল না। তিনি বামের ভক্ত। বামের কাহিনী তিনি সংক্ষেপে পদ্যে ১২।১৪ পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে দেন। স্নানান্তে আশ্রমে আসিয়া চণ্ডীপুস্তিকা করে, বামের অনুমতির জন্য দাঁড়াইলে শিমুলতলায় পূজাপাঠের জন্য বাম আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। আমি তথায় বেদীতে যাইয়া পুজায় প্রবৃত্ত হইলাম। উহা বসিষ্ঠের সিদ্ধাসন। মাদৃশ কামীর উহাতে উপবেশন সম্ভবপর নহে। বাম অনুমতি দিয়াছেন তাই আমি বসিতে সাহসী হইয়াছি। বামের বিনানুমতিতে কত উন্নত সাধক ঐস্থানে বসিয়া বিভীষিকা দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। অনুমতি দিলে আমাকে উহাতে বসিবার শক্তি দিয়াও বাম বোধ হয় উত্তর সাধকতার জন্য শিমুলতলায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তখন তাঁর শরীর স্থবির।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলির দোষ

শিমুলতলা ৫।৭ হাত নিম্ন। তিনি পাণ্ডা প্রভৃতির স্কন্ধে ভর দিয়া তথায় বেদীর নীচে বসিলেন। জয়তারা রবে আমার প্রাণে উৎসাহ ও ভক্তি দিলেন। প্রেমানন্দে চণ্ডী পড়িলাম। পাঠান্তে সসম্ভ্রমে পীঠ হইতে নামিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলাম। আমি তাঁর প্রসাদ গ্রহণও করিলাম। তাঁর দাস হইবার উপযুক্ত নহি তথাপি এত কৃপা যে আমার মস্তকে দক্ষিণচরণ দিলেন। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া কারণ করিয়া আমাদের উপর ভর দিয়া আশ্রমে আসিলেন এবং আমার দিকে পদপ্রসার করতঃ শয়ন করিলেন। আমি পদসেবা করিতে করিতে শুনিলাম আমার চণ্ডীপাঠ সময়ে নুটুপাণ্ডা শ্মশানবাসিনী মার পূজার জন্য ছাগাদি আনিয়াছিলেন। সুবোধভায়া নিজহস্তে ছাগাবলি দিবার প্রয়াসী। ক্ষ্যাপাবাবার নিকট যাইবার পূর্ব্বে এভাব তাঁর ছিল না। তাঁহার ও আমার বংশে দুর্গোৎসবাদিতে বলি নাই। বাবার নিকট বীরাচার পাইবার পর তাঁর বীরভাব আসিয়াছে। তিনি বলিতেন বলি নিজহস্তে দিলে বলিদানে পশুর কাতরতা উপলব্ধি হয় এবং তদ্দারা সংসারের মায়া কাটে। মহম্মদিগণের কতকটা এইরূপ মত তাই আড়াই পেঁচে বলি। নুটু সুবোধকে এই ক্ষেত্রে বলি দিতে বারণ করেন। বাবাও ঠারেঠোরে তাই বলিলেন। সুবোধ তথাপি নিরস্ত হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরঞ্চ বাবাকে বলিলেন—"আপনি, বাবা, পাঁঠা বেঁড়ে করিতেন শুনিয়াছি, আমি কখনও করি নাই।" 'বেঁড়ে' কথা বাবার। তার অর্থ একযোগে কাটিতে না পারা বাবা বলিলেন—"তুমিও বাবা, বেঁড়ে করিবে।" বোধ হয় সুবোধের বলি দেওয়া প্রবৃত্তি একেবারে কাড়িয়া লইতে চান। তাই বোধহয় তাঁকে শিক্ষা দিবার জন্য এমন উদ্দাম প্রবৃত্তি এইবার দিলেন যে সুবোধ নিষেধ না শুনিয়া খড়্গহস্তে ঘাতকের ন্যায় শিমুলতলায় দাঁড়াইলেন। নিরীহ ছাগকে হাড় কাটে ফেলা হইল। সে বে বে করিয়া চীৎকার করিতেছে। তার মুখ চাপা গেল। শ্বাস কণ্ঠেই বদ্ধ হইল। সুতরাং সুবোধ সবলে খড়্গাঘাত করিলেও খড়্গ কেবল গলদেশ হইতে লাফাইয়া উঠিল। দ্বিতীয় বার সুবোধ কোপ দিলেন। তথাপি মুণ্ড আদপে কাটিল না। তখন সুবোধের ভীতি ও দয়া যুগপৎ উদিত হইলে তিনি খড়্গ ছাড়িয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে আশ্রমে গেলেন। পাণ্ডা খড়্গ লইয়া মুণ্ড দ্বিধা করিলেন। এই দৃশ্যে সুবোধের প্রাণে এমন আঘাত লাগিল যে তারপরে অদ্যাবধি তিনি খড়্গাদি অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক বঁটী ছুরী প্রভৃতি স্পর্শ করেন না। মনই বামের খেলা। সুবোধকে অত্যন্ত ম্রিয়মান দেখিয়া বাবা আদর করিয়া তাঁকে বলেন—"বাবা! তারামা বেঁড়ে পাঁঠাও খান।" এই ব্যাঘাতে সকলের মন উদ্বেলিত। বেলাও হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রহরান্তে অন্নাদি ও ঐ মাংস পাক করিতে গেলে অপরাহ্ন হইবে। এই কারণে বাবার অনুমতি লইয়াই লুটু স্থির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন যে দিনে তারামার প্রসাদ আমাদেরও জন্য আসিবে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাকাদি করিয়া ৮।৯টার মধ্যে রাত্রে বাবার সেবা করাইবে। আশ্রমে পৌঁছিলে বাবা আমার দিকে পদ প্রসারিত করিয়া শয়ন করিলেন। আমি পদসেবা করিতে লাগিলাম। রাত্রে যৎসামান্য জলযোগ করিয়াছিলাম। বেলা ২টা এখনও জল স্পর্শ করি নাই। ক্ষুধা বেশ পাইয়াছে। সুবোধ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। নুটু আমাদের জন্য তারামার প্রসাদ আশ্রমে আনিলেন। বাবা কিন্তু যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত। তিনি আহার না করিলে আমি কিরূপে আহার করি। সুবোধ আমা অপেক্ষা উন্নত। তিনি বলিলেন—গুরুর স্থূলদেহ গুরু নন। এস উঁহার সূক্ষ্মদেহকে নিবেদন করিয়া তারামার প্রসাদ পাই। আমার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি মুখে বলিলেন মাত্র কিন্তু গুরুর পূর্ব্বে আহার করিতে পারিলেন না। শয়ন করিলেন ও চিন্তা করিতে করিতে যেন নিদ্রিত হইলেন। আমি মহানন্দে বাবার পদসেবা করিতে করিতে ক্ষুধা বিস্মৃত হইলাম।

অপরাহ্নেই নুটু পাণ্ডা আশ্রমের চুল্লী জ্বালিয়া রাত্রি ৮ টার মধ্যে অন্ন মাংসাদি পাক করিলেন। বাবারও যোগ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহ্যধ্যান হইলে আদর করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা আমার জন্য সুবোধদার ও এই বাবার আহার হয় নাই। নুটু শীঘ্র পারশ কর।" নুটু অন্নাদি রাখিয়া দিল।

প্রসাদ দান

আশ্রমের দাওয়ায় বাবা দক্ষিণমুখে, সুবোধ সম্মুখে, আমি তাঁর দক্ষিণে পূর্ব্বমুখে বসিয়াছি। বাবা তারামাকে নিবেদন করিয়া দিলেন। সুবোধ প্রসাদ জন্য হাত বাড়াইল। বাবা তাহাতেও না দেওয়ায় সুবোধ প্রসাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিল। বাবা বলিলেন—"হাঁ সবাইকে প্রসাদ দিয়া আমার কমিয়া যাক।" কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রসাদ তাঁর হাতে দিলেন। আমি মুখে কহি নাই। মনে মনে চাহিয়াছি। বাবা তাই বলিলেন—"এ ব্যাটার ভিট্‌কেলমি দেখ, মনে মনে চাহিতেছে মুখে কথাটি না। তা তুইও নে।"

কালুভুলু প্রভৃতি সারমেয়গণ বাবার সহিত ভোজনের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। বাবা তাদের মুখে পাঁঠার মাংস দিতেছেন। তারা মাংসাশী। অন্য সময় আমাদের সহিত পাঁঠার মাংস খাইত। রাম এবার নিজে দিচ্ছেন তারা খাইতেছে না। বাবা প্রকাশ্যে বলিলেন—"পাঁঠা খাওয়া বদ, দেখ না কুকুরেও পাঁঠা খায় না। পাঁঠার বলি দিতে নাই বাবা; পাঁঠার মা কাঁদে"

পাঁঠার মা কাঁদে

অহিংসাবাদ এককথায় এরূপ হৃদয়স্পর্শিভাবে কোথাও আছে কিনা জানি না। আমার হৃদয়ে ঐ কথা গাঁথিয়া গিয়াছে। কানেও বাজিতেছে। বোধহয় পাঠকগণের অনেকেরও হৃদয় "পাঁঠার মা কাঁদে" রবে শিহরিয়া উঠিবে। রামের কি অদ্ভুত শিক্ষা প্রণালী। আমাদের আহারান্তে নুটু প্রভৃতি

যোগনিদ্রা

আহার করিলেন। পরে বাবার শয্যা রচিত হইল। ইকুড়ার হৃষী চট্টোপাধ্যায় বাবার প্রিয় সন্তান। তিনি একখানি কম্বল বাবার জন্য দিয়া যান। সন্তানের দেয়া উপহার পিতার অত্যন্ত প্রিয়। তাই বাবা তাহাতে শয়ন করেন। উহা ও মাথায় বালিশ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানি লেপ পাতা হইল। এবার কোন মশারি দেখিলাম না। বাবা দাওয়ার দক্ষিণদিকে মাথা করিয়া শয়ন করিলেন। পাণ্ডা আমাদিগকে বাসায় লইয়া যাইতে চাহিলে বাবা বলিলেন "না"। আমি ও সুবোধ ঐ দাওয়ায় বাবার বিপরীত দিকে কম্বল পাতিয়া পুটুলি মাথায় দিয়া শুইলাম। দাওয়ার দরজা নাই। শয়নস্থানে একখানি পর্দ্দা ফেলা হইল। একটী বাতি মৃদুপানে জ্বালিয়ে রাখিলাম। বাবার অচিরে যেন নিদ্রা আসিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উঁহুঁ উঁহুঁ করিতেছেন। সুবোধকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল সমাধির দুই অবস্থা। সবিমর্ষ ও নির্বিমর্ষ। প্রথমে নানা অলৌকিক চিত্র সম্মুখে আসে। তাহা বিভূতি। বাবা সেগুলি চান না। তাই তাহা সরাইয়া দেন ও ঐরূপ কণ্ঠধ্বনি হয়। সমাধির দ্বিতীয় স্তরে অরূপ অবর্ণ অশব্দ অনন্ত মিলন। তাহাই বাবার অভিপ্রেত। ঐ দশায় শরীর নিস্পন্দ। সুবোধ পাতঞ্জলাদি না পড়িয়াও বাবার কৃপায় সমাধির বিভিন্ন দশা অনুভব করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিত্যযোগী।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম পাইলাম। নিশীথে পাণ্ডা ফিরিবার উপক্রম করিলে জাগিয়া দেখি যে একটী কুকুর সুবোধ ও আমার মধ্যে আমাদের গাত্রবস্ত্র চাপিয়া শুইয়াছে। আর একটী আমাদের মস্তকের উপরে ও আর একটী পদতলে শয়ান। অতিত্রস্তে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। শেষরাত্রে বাবা

প্রাতঃকৃত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকিতেছেন—"সুবোধ দা, সুবোধ দা"। আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সুবোধ পূর্ব্ববৎ যোগ নিদ্রায় বা নিদ্রায় অভিভূত। আমি উত্তর দিলাম—"কেন বাবা?" মধুরস্বরে বাবা কহিলেন—"তুমি বাবা জাগিয়াছ? আমায় শৌচে যেতে হবে।" আমি উঠিয়া বাবাকে তুলিলাম। তিনি আমার কাঁধে ভর দিয়া আশ্রমের বাহিরে কিছুদূরে যাইতে না যাইতে বালকের ন্যায় দাঁড়াইয়া তরল মলত্যাগ করিলেন। বলিলেন—"পাঁঠা খাওয়া বন্দ। পাঁঠা খেলে হজম হয় না।" বীরাচারীর মুখে মাংসের ব্যবহার নিন্দা বোধ হয় আমায় বেদাচারে বা বৈষ্ণবাচারে রাখিবার জন্যই শিক্ষা। আমি জ্যোৎকুণ্ড হইতে জল আনিয়া বাবার শৌচাদি করাইয়া জীবন সার্থক করিলাম। আমার কাঁধের উপর ভর দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন। পূর্ব্বাস্যে বসিয়া বলিলেন—"বাবা! ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত। আর শয়ন করিতে নাই।" আমিও বসিয়া রহিলাম। কিছু পরে তারামার মন্দিরে চর্চরী বাজিল।

প্রভাত

প্রভাত সমীরণ বহিতে লাগিল। বিহগগণের কাকলী উঠিতেছে। পর্দ্দা তুলিলাম। সম্মুখে পূর্ব্বদিক বহুদূর পর্য্যন্ত খোলা। মাঠ ও আকাশ একত্র মিশিয়াছে। সূর্য্যদেব যেন মাঠ হইতেই উঠিয়া পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মে মিলন

বাবা কহিলেন আমাকে ঐ নিমগাছের তলায় বসাইয়া দাও। আমি আবার তাঁর দিব্যদেহ স্পর্শে পবিত্র হইলাম। তাঁর পবিত্রাঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য দিনমণিও যেন ব্যস্ত। শীঘ্র শ্যামলকায় বালার্ক অপূর্ব্ব শোভা ধরিল। নন্দ পাটনি বাবার আশ্রমে পাট করেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন বাবা রাত্রে বালকের ন্যায় শয্যায় প্রস্রাব করিয়াছেন। বাবাকে ঐ বিষয় বলায় তিনি কহিলেন—"তা হবে বাবা! নল দিয়া জল গড়াইয়াছে।" নন্দ শয্যা তুলিয়া তাহা জ্যোৎকুণ্ডে ধুইয়া রৌদ্রে দিলেন। শাস্ত্রে তন্ময়তা শুনিয়াছিলাম। বামে প্রথম-বার তার নিদর্শন পাইয়াছিলাম। কিন্তু এরূপ অবস্থা অদ্ভুত। প্রৌঢ় সজ্ঞান অথচ পূর্ণ বালক স্বভাব। শিবমানসস্তোত্রে আছে—নিদ্রাসমাধের্বিধিঃ। বামে তার পরিচয় পাইলাম। সুবোধ উঠিলেন। তাঁর টলমল ভাব। তিনি বামের তন্ময়তা অভ্যাস করিতেছেন। মুটু পাণ্ডাও আসিল।

আমি শৌচে গেলাম। পবিত্র শিমূলতলার শ্মশানে ঐ কার্য্য কিরূপে করি ভাবিয়া শীর্ণ দ্বারকা পার হইয়া কবিচন্দ্রপুরের মাঠে যাইলাম। পার হইয়া শ্মশানে লোটা মাজিতেছি। অহোরাত্র শ্রীবামের সঙ্গলাভ হইয়াছে। ঘণ্টা দুই মধ্যে তাঁর দিব্যাঙ্গস্পর্শ বারবার ঘটিয়াছে! তখন আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন বৈরাগ্যময়। সুতরাং বৈরাগ্যভাব আসিল। মনে মনে বাবাকে জানাইলাম—"বাবা! এই বয়সে এক পুত্র দিলে ইহাকে মানুষ করিতে পঁচিশ বৎসর যাইবে। এইরূপেত ষাট্ বৎসর আমায় সংসারে রাখিবে। তবে আর কবে বন্ধন মোচন করিবে?" শ্মশান হইতে উঠিলেই মায়া আসিয়া মনকে অধিকার করিল। তখন ভাবিলাম—"একি পুণ্যক্ষেত্রে গুরুস্থানে, সিদ্ধকল্প গুরুর নিকট নবজাত পুত্রের মরণই কামনা করিলাম।" মায়া প্রভাবে বৈরাগ্য দূরীভূত। সুতরাং বাবাকে আবার জানাইলাম—"না বাবা! ভুল বলিয়াছি। পুত্রকে বাঁচাইয়া রাখিও।"

বৈরাগ্য ও মায়া

স্নানান্তে চেলিবস্ত্রে চণ্ডীহস্তে বাবার নিকট অনুমতির জন্য দাঁড়াইলে বাবা সিমূলতলায় পূজার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ঐ দিন ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ছাগবলি হইবে না। বাবা তার পক্ষপাতী নন। সিমুলতলায় বেদীতে বসিয়া পূজা সারিয়া চণ্ডী পড়িলাম। বাবা পূর্ব্বদিনের ন্যায় বেদীর নিম্নে বসিয়া আমার উত্তর সাধকত্ত্বা করিলেন। পাঠান্তে বাবাকে প্রণাম করিলে বাবা মস্তকে চরণ দিলেন। বাবার বালভোগ চলিতেছে। একবোতল কারণ, মুড়ি ও ভাজাভুজি। কে বলিল—"বাবা হরিবাবুকে প্রসাদ দিবেন না?" বাবা অভিমানের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"আমি মদ খাই। বাবা কি আমার প্রসাদ লইবেন?" গতকল্য কারণ প্রসাদ প্রত্যাখ্যানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবার এই মৃদু উপালম্ভ। আমি লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলাম। বাবা দয়াময়। তখনি আমাকে দুটো মূড়ি ও আলু ভাজা দিলেন কিন্তু কারণ দিলেন না।

দ্বিপ্রহরে ভোগ আসিলে বাবা আমাদের লইয়া নিমতলায় ভোজন করিলেন। কারণ চলিতেছে। বাবা সুবোধকে কারণ দিতেছেন আমাকে দেন নাই, যৎকিঞ্চিৎ অন্নপ্রসাদ দিয়াছেন। বাবার প্রেমোদয় হইয়াছে। গান ধরিলেন—

মরবো নায় অমনি যাবো ব্রহ্মে মিশাইয়ে।
কাজ কিরে ভাই পাপসংসারে আর থাকিয়ে॥

গীতটী মোক্ষদানন্দ বাবার রচিত। বাবা প্রায়ই উহা গাহিতেন। বাবার মহিমাতিশয্যে আমার মুখ দিয়া প্রায় বাক্য সরিত না। আমারও ছিন্ন হৃদয়বীণা বাজিয়াছে তাই হঠাৎ আমি বলিলাম—"বাবা! মরে কি ব্রহ্মে মিশায়? শাস্ত্রে তো বলে জীবদ্দশায় ব্রহ্মে মিশায়।" বাবা অমনি দক্ষিণকরের অঙ্গুলি দ্বারা কি এক মুদ্রা ধরিয়া তাহা ধীরে তুলিয়া শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"এই যে বাবা! ব্রহ্মে মিশে আছি।" পরে স্তিমিত হইলেন। তাঁর ব্রহ্ম মিলন ছবি যেন আমার স্থূলহৃদয়েও পড়িল। শুনিয়াছিলাম কুলকুণ্ডলিনীকে সুষুম্নাপথে উঠাইয়া সাধক ব্রহ্মরন্ধ্রে মিশাইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। বামের কুণ্ডলিনী সর্ব্বদাই ব্রহ্মরন্ধ্রে বিরাজমান। তিনি যে যোগীরাট্ কতকটা বোধগম্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। মাদৃশপাপী তাপীর জন্য কখনও তাঁর ব্যুত্থান হয়। ব্যুত্থানেও তাঁর ভক্তিভাব প্রবল হয় সে ভক্তিতেও তন্ময়ত্ব। স্তিমিত দশাভঙ্গে বাবা ঐ গীতের প্রথম কলি এইরূপ পাল্টাইয়া গাহিলেন—

মর্‌বো আর অমনি রব ঐ শিমুলতলায় লুকাইয়ে।

হঠাৎ বীরভাব জাগিল—সদর্পে কহিলেন—"কোথায় আর সব এই শিমুলতলায় থাকিবো লাখ্ লাখ্ ক্রোর ক্রোর পাঁঠা খাব সাদা পাঁঠা বাবা।"

ইহার অর্থ বুঝিলাম না। প্রভু কি বলিলেন, তিনি তারা বাম তাঁর মৃত্যু নাই—তাঁর আবির্ভাব তিরোভাব। তিরোভাব শিমুলতলায় অর্থাৎ তারাতত্ত্বে। সে তিরোভাবে অনন্ত দৃক্‌শক্তি বিদ্যমান। তদবস্থাতে তিনি জগৎ পরিচালনা করেন। অবোধ জীবসমূহের পশুভাব মোচন করেন। "সাদা পাঁঠা" বলিবার প্রয়োজন কি? ইউরোপের মহাসমর বাধিবার পর মনে হয় "বোধ হয় বাবা ঐ সময়ের ছায়া দিয়াছিলেন।"

আশ্রমেই মধ্যাহ্নের বিশ্রাম হইল। অপরাহ্নে একটী স্ত্রীলোক তার ষষ্ঠ সপ্তম বর্ষীয় পুত্রকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দাওয়ায় উত্তরের খোপে বাবা বসিয়া আছেন। আমিও তাঁর সম্মুখে। স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত কাতরভাবে পূর্ব্বেই বাবাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রটীকে প্রণাম করিতে বলিলেও বালক তাহা করিল না। মাতা যত তার মাথা নোয়াইয়া দিতেছেন, পুত্র ততই মাথা তুলিতেছে ও কাঁদিতেছে। আমার বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল বালকের কোন ফাঁড়া আছে। তাই মা প্রাণের দায়ে বাবার নিকট আসিয়াছেন। রমণী কাতরকণ্ঠে বাবাকে বলিতেছেন—"বাবা পায়ের ধুলা আমার ছেলেকে দিন"। বাবা ধীরভাবে আসীন। আমার প্রাণে দয়া আসিল। অবলার কাতরস্বরে আমি বাবার বিনানুমতিতেই তাঁর চরণধূলি আমার দক্ষিণকরে লইয়া বালকের শিরে দিলাম। বাবা অমনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"ব্যাটা! এত বড় স্পর্দ্ধা. আমার পায়ের ধুলি আমায় না বলিয়া দিলি। তো ব্যাটার ফটের ভয় নাই।" ফট্ শব্দ বাবা মৃত্যু হতে ব্যবহার করিতেন। আমি ভীত হইলাম কিছু বলিলাম না। মনে মনে বাবাকে জানাইলাম—আমি তোমার অনুমতি না লইয়া অন্যায় করিয়াছি ক্ষমা করুন। দয়াপরবশতাই আমার এই মর্য্যাদা লঙ্ঘনের প্রণোদক। করুণাময় গুরু তখনই শীতল হইলেন। মা এই দৃশ্যদর্শনে ভীতা হইয়া উঠিয়া গেলেন। কেন আসিয়াছিলেন কিছুই বলিলেন না। বাবাও ঐ বিষয় কোন ইসারা করিলেন না।

রাত্রে দুগ্ধাদি জলযোগের ব্যবস্থাই হইল। সুবোধ যোগী। তাঁর আহ্নিকাদি নাই। আমি ভোগী হইলেও সন্ধ্যাদি করিবার ইচ্ছা আমার হইল না। বাবার চরণসেবাই আমার সন্ধ্যা বাসনা নষ্ট করিয়াছে। রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্ত সাধকের দিব্যমাত্রই ঐভাব—

কিবা দিবা সন্ধ্যা দিবা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে দীপ জ্বালা হইয়াছে। শুনা গেল বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্কন্যা আটলা হইতে তারাপীঠে আসিয়াছেন। বাবার কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র খুড়া মহাশয় কিছু পূর্ব্বে দেহ রাখিয়াছেন শেষ জীবনে তিনি অনটনে পড়িয়াছিলেন। তাঁর প্রাচীন প্রভু ব্রজনাথ সাহা তাঁকে অংশী করিয়া সাহেবগঞ্জে যে দোকান করিয়া দেন ঐ দোকান রামকাকা রাখিতে পারেন নাই। ব্রজবাবুর পুত্র রামকাকার দোষ দিতেন। যাহা হউক ঐ দোকান উঠিয়া যাইবার পর রামের আর কোন চাকরি জুটে নাই। কয়েক বৎসর বাটীতে বসিয়াছিলেন। ধান জমি হইতে সচ্ছলে চলিত না। পরে রাম বিধবা পত্নী ও দুইটা কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বাবা সহোদরের জন্য কখন শোক করিতেন— "আহা রাম ভাই চলিয়া গেল।" আবার কখনও বলিতেন— "তা রামভাই পাপ করেছে তাই মরিয়াছে—আমার মরণ নাই।" রামের মৃত্যুর পর সংসারের অনটন বৃদ্ধি হয়। খুড়ীমা ইন্দুমতীর পক্ষে সংসার চালান দুর্ঘট। তাই তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কখনও বাবার নিকট সাহায্যের জন্য পাঠাইতেন। ভগ্নী আশ্রমে আসিয়া জেঠার নিকট আবদার করিলেন—"জেঠা বাবা! বড় শীত আমাদের গায়ের কাপড় নাই।" বাবা তাঁকে আদর করিলেন এবং সুবোধকে গাত্র-বস্ত্রের ব্যবস্থার জন্য ইশারা করিলেন। আমি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচেতাঃ। ভগ্নী আসিয়া গাত্রবস্ত্র চাহিলেই আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় হইয়াছে যে আমাকেই ঐ ব্যয় বহন করিতে হইবে। যে রাম আমার এত উপকর্ত্তা যাঁকে হৃদয়াধিকারী বলিয়া জানি তাঁর অনাথা ভ্রাতুষ্কন্যা কাতরে শীতের বস্ত্র চাহিতেছেন, মায়াতীত রামেরও প্রাণে মহামায়ার ঐ কাতর আবেদন লাগিয়াছে। সুবোধের প্রাণে ব্যাকুলতা আসিয়াছে। কিন্তু আমার হৃদয় এতই ক্ষুদ্র যে আমি তাহাতে গলিলাম না। বাবা তাই আমাকে ইঙ্গিত না করিয়া সুবোধকে ইঙ্গিত করিলেন। সুবোধ আমাকে বলিল—"হরিদা আমাকে ৪৲ টাকা ধার দাও।" আমি বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলাম—"ভাই! ধার লইবার প্রয়োজন নাই।" তহবিলে সামান্য টাকাই আছে। পথ খরচা রাখিয়া যাহা লইলে ভাল হয় লও।" সুবোধ ৪৲ টাকা লইয়া ভগ্নীকে দিলেন। টাকা দিয়াও আমার চিত্তপ্রসাদ আসিল না। কৃপণের ঐ দোষ। ঘটনাচক্রে ব্যয় করিতে হয়। ব্যয়জনিত ক্লেশই পায়; বাবা আমার মনের ভাব নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন ভাবিয়া আমি মনকে ধমক দিলাম এবং কিছু পরেই সঙ্কীর্ণতাও দূর হইল।

একপ্রহর রাত্র পরেই সুবোধ ও আমি সামান্য জলযোগ করিলাম। বাবা সন্ধ্যার পরই তারামার প্রসাদ পোয়াটাক দুগ্ধ পান করেন ও কয়েকখানি লাল আটার পুরি কুক্কুরদিগকে দেন। পূর্ব্ববৎ বাবা আশ্রমের দাওয়ায় উত্তরাংশে দক্ষিণদিকে মাথা করিয়া এবং আমরা দক্ষিণাংশে উত্তরদিকে মাথা করিয়া শয়ন করিলাম। প্রত্যূষে বাবা উঠিয়া আমাকেই ডাকিতেছেন—"বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগিয়াছ।" আমি শয্যা ছাড়িয়া বাবাকে তুলিলাম। দেখি বাবা শয্যায় প্রস্রাব করিয়া বালকের ন্যায় তাহাতে ভাসিতে-ছেন। চারি বৎসর পুর্ব্বে বাবার বালকবৎ মুগ্ধ সরল স্বভাব দেখিয়াছিলাম, এবার বালকের ন্যায় বাহ্য আচরণ দেখিলাম। পূর্ব্ববার বাবাকে সবল দেখি, এবার শরীর অপুট দেখায় বয়স অনুসন্ধান করিয়া জানি যে আন্দাজ ৭১ বৎসর হইয়াছে। এই বয়সে মহাপুরুষের দেহ কেন ভাঙ্গিল সুবোধকে বলায় সে বলিল —"বাবার শরীরে অধ্যাস নাই।" সে বুঝিয়াছিল বাবা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবেন। আমি স্থূলবুদ্ধি। আমার মনে তাহা আসে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিসঞ্চার

শৌচান্তে স্থির হইল যে অদ্য শিমুলতলায় ভোগ হইবে। ন্যুটুপাণ্ডা ভোগের ভার লইলেন। অর্থ দিয়া আমি স্নানে গেলাম। আশ্রমে আসিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধানে বাবার ইঙ্গিতমত শিমুলতলার বেদীতে আমি পূর্ব্বদিনবৎ পূজায় বসিয়াছি। বাবাও আমার উত্তর সাধকতার জন্য বেদীর নিম্নে বসিয়া "জয়তারা" রবে আমাকে উৎসাহিত করিতেছেন। আমার পূজার প্রধান অঙ্গ চণ্ডীপাঠ। তাহা আরম্ভ করিয়াছি। এমন সময় স্বরসংযোগে বুঝিলাম কোন প্রধান ভক্ত আসিয়া শিমুলতলায় বাবার সহিত মিলিত হইয়াছেন। বাবা গদ্গদ স্বরে তাঁকে পরমহংস দাদা বলিয়া আদর করিতেছেন। আমি শুনিলাম বাবা যেন বলিতেছেন—"পরেশ দাদা।" প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে হাওড়ায় জনৈক ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছিলাম—পরেশ নামে ক্ষ্যাপা বাবার এক উন্নত সন্ন্যাসী শিষ্য আছেন। ছোট ক্ষ্যাপাকে তখন আমি পাইয়াছি। পরেশ দাদাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই মনে হইল পরেশদা বোধ হয় আসিয়াছেন। অচিরে তাঁর সহিত মিলন হইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলাম।

পাঠান্তে বেদী হইতে নামিয়া বাবাকে প্রণাম করিলে বাবা শিরোদেশে দক্ষিণচরণ দিলেন। তখন তিনি কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছিলেন। মুড়ি ও ভাজাভুজি শুদ্ধি ছিল। আগন্তুক ভক্তের সহিত পরিচয় হইল। তিনি পরেশ দাদা নন তাঁর নাম জ্ঞানানন্দ পরমহংস। তাঁর বিবরণ

জ্ঞানানন্দ

স্থানান্তরে আছে। তাঁর দীক্ষাগুরু বেদানন্দ কিন্তু হৃদয়াধিকারী বাম। দীক্ষাগুরু চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর উপরে মেধসাশ্রম আবিষ্কার করিয়া তথায় দশমহাবিদ্যা স্থাপনে উদ্যত। ঐ কার্য্যে অর্থ সংগ্রহ জন্য তিনি জ্ঞানানন্দ দাদাকে কাশী হইতে বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছেন। বর্দ্ধমানে তখন জনৈক সাবজজ ছিলেন। তিনিও বেদানন্দের শিষ্য। জ্ঞানানন্দ তাঁর নিকট চাঁদা তুলবার জন্য যাইতেছেন। পথে চিত চোরাকে দেখিবার জন্য লুপলাইন দিয়া রামপুর হাটে নামিয়া তারাপীঠে ছুটিয়া আসিয়াছেন। বাবা তাঁর প্রাণের আশা বুঝিয়াছেন। তাঁকে আদর করিতেছেন। জ্ঞানানন্দ দাদা আমার পরিচয় পাণ্ডার নিকট পাইয়া আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করতঃ বাবাকে বলিলেন—"বাবা! এঁকে একটু প্রসাদ দিন।" বাবা তখন মানের ভাব তুলিয়া কহিলেন—"আমি মদ খাইতেছি। ইনি তো মদ খান না। ইনি কি আমার প্রসাদ লইবেন?" আমি গতকল্য বাবার কারণ প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করায় বাবার অভিমান হইয়াছে বুঝিয়া মরমে মরিয়া গেলাম। বাবা কারণ জানেন। আমার হৃদয় অনুতপ্ত বুঝিয়া আমাকে কিছু মুড়ি ও ভাজা প্রসাদ দিলেন। কারণ দিলেন না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিপ্রহরে শিমুলতলায় ভোগ আসিল। মাংস হয় নাই, মৎস্য জুটে নাই। বাবার এমন কি সুবোধেরও আপত্তি উঠিল না। বাবা তাঁর আশ্রমগৃহের চাবি আনিবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। আমি পাইলাম না। ঐ চাবির আবশ্যকতাও ছিল না। আমার ইচ্ছা প্রসাদান্তে চাবি খোঁজা যাইবে। বাবা তাহাতে আমার উপর কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"চাবি না পেলে ব্যাটার ভোগ কে খাবে? -তিনি শিখাইলেন যে—

আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া। রঘুবংশে ১৪ সঃ

গুরুজনের আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত ইহা শিষ্যের বিচার্য্য নহে। চাবি নুটু পাণ্ডা লইয়া গিয়াছিল। তাকে ডাকিয়া আনিলাম। শিমুলতলায় আমায় বাবাকে নিরামিষ দেওয়া হইল। তিনি দক্ষিণাস্যে বসিলেন আমি পূর্ব্বাস্যে, সুবোধ ও জ্ঞানানন্দ দাদা উত্তরাস্যে। আমাদের তিনজনের সালপাতায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি। একযন্ত্র দেশি কারণ ও ত্বরিতানন্দ আছে। গতবার তন্ত্রের চক্র দেখিয়াছিলাম এবার চক্রে বাবা স্থান দিলেন। আমার মনে হইল বিনা ভৈরবী চক্রানুষ্ঠান কিরূপে তন্ত্রসম্মত হয়। বাবা আমার ভ্রম ভাঙ্গাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—তারাই আমার আশ্চর্য্য ভৈরবী।

তারাই আশ্চর্য্য ভৈরবী

জ্ঞানানন্দ দাদা বলিলেন—"হাঁ. বাবা তাতো ঠিক।" বাবা বলিলেন—"দেখ না বাবা! বামে তো ভৈরবী বসিয়াছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার আঁখি অন্ধ তিমিরে তিমিরহরাকে দেখিতে পাইল না। বাবা চক্রেশ্বর। তিনি কারণপাত্র অগ্রে লইয়া জ্ঞানানন্দ ও সুবোধকে প্রসাদ দিলেন, আমাকে দিলেন না। আমি দুঃখিত হইলাম না। আমার প্রাণ উদাস, শিমুলতলায় শূন্যভাবে ভাবিত। নুটুকে একটু কারণ প্রসাদ দিলেন। অন্ন প্রসাদ সকলকেই বাবা দিলেন। আমার কারণ প্রসাদ

চক্র

আমা ব্যতীত বাকি কয়জন পাইলেন। নুটু তখন একটু চঞ্চল হইয়াছে। জ্ঞানানন্দ দাদার পদ ধরিয়া কাঁদিতেছে ও বলিতেছে—"তুমি আমার গুরু আমাকে প্রসাদ দাও।" জ্ঞানানন্দ বলিতেছেন—যে তিনি প্রসাদ দিবেন না। দিলে তাঁর শক্তি ক্ষয় হইবে। আমার শক্তি নাই। শক্তি আমি পাই নাই। সুতরাং আমি উহাঁদের ভক্তিকলহ মিটাইবার জন্য জ্ঞানানন্দ দাদার পাতা হইতে নুটুকে কিঞ্চিৎ অন্নপ্রসাদ দিলাম। উভয়েই তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন।

চক্র চলিতেছে। বাবা আমাকে আর প্রসাদ দিতেছেন না। সুবোধ ও জ্ঞানানন্দ দাদাকে মধ্যে মধ্যে প্রার্থনামত অন্ন কারণ প্রসাদ ও ত্বরিতানন্দ প্রসাদ দিতেছেন। আমি ধীরে ধীরে খাইতেছি। একঘণ্টার উপর কাল অতিবাহিত। আমার উদর পূর্ণ। আর বসিতে ভাল লাগিতেছে না। বিশেষ হাত শগ্‌ড়িতে কড়কড়াইতেছে। বাবা আমার মনোভাব বুঝিয়া আমাকে উঠিবার অনুমতি দিলেন। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবৎকুণ্ডে আচমন করিয়া পুনরায় শিমুলতলায় নিজস্থানে আসিয়াছি, অমনি বাবা বলিলেন—"তোকে তো প্রসাদ দেওয়া হয় নাই।" এই নে বলিয়া এক থাবা ভাত তরকারি আমাকে দিলেন। আমি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাহা লইয়া মুখে তুলিয়া খাইতেছি বাবা আমায় এক ভাব দিলেন। তখন দুটী বাবার অনুচর সারমেয় দুইদিক্ হইতে আসিয়া আমার অঞ্জলি হইতে আমার সঙ্গে প্রসাদের ভাগ লইতে লাগিল। বাবা আর এক থাবা প্রসাদ দিলেন। আমার ঘৃণা বা কোন সঙ্কোচ আসিল না। নুটু দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয় হরিবাবুর জয়. ধন্য গুরুভক্তি।" জ্ঞানানন্দ দাদা তাঁকে নিষেধ করিলেন—"দেখিতেছ না! বাবার কৃপায় হরি ভাবস্থ। তোমার চীৎকারে ভাবভঙ্গ হইতে পারে।" নির্ব্বিকার বাম নিজভাব আমার হৃদয়ে কিছু সংক্রামিত করিয়াছেন। চীৎকারে সে ভাব কি ভঙ্গ হয়? আমি পরমানন্দে বামের প্রিয়পার্শ্বচরগণের সহিত বামের প্রসাদ পাইলাম। বাম! ঐ ভাব ঐ আনন্দ কি বদ্ধমুল করিবে না? তখন বুঝি নাই পরে বুঝিতে পারি যে প্রভু পূর্ব্বদিন আমাকে বীরাচারের দ্বারা শক্তিসঞ্চার জন্য কারণ প্রসাদ দিয়াছিলেন। আমি তার অধিকারী নহি বলিয়া তাহা গ্রহণে আমার দ্বৈধভাব আনেন ও ঐ প্রসাদ ফিরাইয়া লন। অদ্য বেদাচারের নিরামিষ অন্ন প্রসাদ দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিলেন নচেৎ মাদৃশ পশু কখন

গুরুপ্রসাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শবভোজী সারমেয়ের সহিত নির্ব্বিকার চিত্তে ভোজন করিতে পারে না। শক্তি সঞ্চারের ব্যাপার বাম পরে ইঙ্গিতও করেন।

বরদান

প্রসাদ দানে এই অধম দাসে শক্তি সঞ্চার করিয়া বাম চক্র সমাপণ করিলেন। তিনি নির্ব্বিকার। আচমন করিলেন না। জ্ঞানানন্দ ও সুবোধ আচমন করিতে জীবৎকুণ্ডে গেলেন। বাবা আমার ও পাণ্ডার উপর ভর দিয়া শিমুলতলা হইতে উঠিয়া আশ্রমের উত্তর পার্শ্বে নিমতলায় বসিলেন। বামের দত্ত অন্নপ্রসাদে আমার হস্ত উচ্ছিষ্ট। আচমন করিবার প্রবৃত্তি আমার হইল না। জ্ঞানানন্দ দাদা আসিলে বাবা পশ্চিম-দিকে মাথা করিয়া শয়ন করিলেন। জ্ঞানানন্দ বাবা পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। সুবোধ তন্ময়ভাবে পার্শ্বে আসীন। আমি শূন্যভাবে ভাবিত। জ্ঞানানন্দ সন্ন্যাসী, ভক্ত। বামের সহিত চক্রে বিশেষতঃ বামের পদস্পর্শে তাঁর হৃদয়বীণায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিরাগিণী বাজিল। তিনি জ্ঞানী। সুতরাং জ্ঞান মিশ্র ভক্তির গীত মুক্তকণ্ঠে গাহিলেন—

জয় মা তারা আদ্যাশক্তি জয় মা তারিণী তোমারি জয়।
তোমাতেই স্থিতি তোমাতে উৎপত্তি তোমাতে
জীবের হয় মা লয়॥
জল বিম্ব যথা জলেতে উঠিয়ে
খনন্তরে তাহে ভাসিয়ে ভাসিয়ে।
ভোগ অবসানে শক্তিহীন হয়ে
পুনঃ সেইজলে মিশায়ে যায়॥
পূর্ণা শক্তি তথা ভবশক্তি বলে
জীবগণ ভবে চলে কলে বলে।
সে শক্তির অভাব হইলে মা ঘটে
মানুষে তাহারে মরণ কয়॥
কখন কি ঘটে কিরূপ মা কর
কিঞ্চিৎ মহিমা জানেন শঙ্কর
তাই শিরে ধরি শম্ভু গঙ্গাধর
কখন পতিতপদে শবের প্রায়॥
জ্ঞানানন্দরূপে এ ঘটে আসিয়ে
জ্ঞানে জ্ঞানে অজ্ঞানে অজপা জপিয়ে।
হংসমন্ত্র যেন শেষে উল্টাইয়ে
সোঽহংহয়ে তোমাতে মিশায়ে যায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গানটী জ্ঞানানন্দের না হইলেও প্রাণের আবেগে জ্ঞানানন্দ দাদা ভণিতা নিজেরই দিলেন। আরও একটী কলি আছে—

নৈশ সমীরণে প্রেম পরিচয়
ইসারা ইঙ্গিতে কি জানি কি হয়।
শাম্ভবী তারিণী তোমারি জয়॥

গীতটী বাবার প্রিয়। আমি ইহা প্রথম শুনিলাম। দেশ কাল ও পাত্র বশতঃ ইহা আমার অত্যন্ত মধুর লাগিল। আমার প্রাণ যেন গলিয়া গেল।

জ্ঞানানন্দ কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া গেলেন। আমি বাবার শ্রীচরণ ধরিলাম। বাবা পূর্ব্ববৎ শয়ন এবং সমাধিস্থ। মহানন্দে পদে হাত বুলাইতেছি। মন বাসনাশূন্য। হস্ত যে উচ্ছিষ্ট তাহা মনে নাই। আমাদের বাসনা অনাদি ও অনন্ত। তার বীজ দগ্ধ হয় নাই। সুতরাং মূহূর্ত্ত মধ্যে তিনটি বাসনা জাগিল। তবে তাহা অসৎ নহে। বাবাকে মনে মনে জানাইলাম—যেন ধর্ম্মজগতে স্থান পাই, দানজগতে স্থান পাই, সাহিত্য জগতে স্থান পাই। আরও নীরবে বলিলাম—"যদি এই বরত্রয় বাবা দিতে সম্মত হন তাহা হইলে তিনি তন্নিদর্শনস্বরূপ দুইটী চরণ তৎক্ষণাৎ আমার মুখে তুলিয়া দিবেন।" অন্তরজ্ঞ বাম তৎক্ষণাৎ একখানি করিয়া ক্রমে দুইটী চরণই আমার মুখমণ্ডলে স্থাপন করিলেন। আমি তাহা জিহ্বাদ্বারা লেহন করিলাম। ধূলি ধূসরিত পাদপদ্মের কি অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেহনের ফলে বিমলানন্দে বিভোর হইলাম। ঘণ্টা ভোর পদসেবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। পরে বাবা উঠিলেন। জ্ঞানানন্দও বিশ্রামান্তে বাসা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বাবাকে গাঁজা সাজিয়া দিলেন। আমাকে তাঁর পূর্ব্ব পরিচয় দিলেন। সৎকথায় শীতের সংক্ষিপ্ত দিবস অতিবাহিত হইল। রাত্রে বাবার জন্য তারামার প্রসাদ আসিল। আমাদের উদর পূর্ণ। যৎসামান্য জলযোগান্তে আশ্রমে পূর্ব্ববৎ বাবা, আমি ও সুবোধ রাত্রিযাপন করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাধি লাভ

অদ্য জ্ঞানানন্দ ফিরিবেন। আমাদেরও কর্ম্মসূত্রে গৃহে টানিয়াছে। আমরা তিনজনেই একত্র বেলা ২॥০ টার ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিব স্থির হইয়াছে। গোশকট স্থির আছে। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে তারাপীঠ হইতে না ছাড়িলে ট্রেণ ধরা অসম্ভব। সুতরাং বাবার ইসারামত খেচড়ান্ন ও শাকভাজাদি ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্নানান্তে পূর্ব্ববৎ শিমূলতলার বেদীতে বাবার ইঙ্গিতানুসারে পূজা পাঠ করিলাম। চণ্ডীপাঠে প্রফুল্লতা আসিল। পূজাশেষে বাবাকে প্রণাম করিলে বাবা আমার মস্তকে দক্ষিণচরণ দিয়া আমাকে ডাকিলেন—"শিমুলতলার ভট্টাচার্য্য বাবা।" আমি তাঁর কথার অর্থ তখন কিছুই বুঝি নাই। এক্ষণে অল্প অল্প বুঝিতেছি যে সিমুলতলার অর্থাৎ তারাপীঠের তারাতত্ত্বের ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ ব্যাখাতার পদ আমাকে তিনি দিলেন। আমি বাবার অত্যন্ত অধম অকৃতী সন্তান, কামের দাস, সত্যাপলাপ ব্যবসায় আছি। তথাপি আমার উপর তাঁর এত কৃপা? ইহা আমার গুণে নহে, তাঁর অপার দয়ার ফলে।

আমি অধম অকৃতি বলে
তুমি কম ক'রে কিছু দাও নি।
আমি অযোগ্য অপাত্র বলে কেড়েও তো কিছু লও নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেলা ১০টা হইয়াছে। খিচড়ি ভোগ আসিল। আশ্রমের পার্শ্বে রৌদ্রে পৃষ্ঠ দিয়া বাবা আহারে বসিলেন। আমরা তিনজনেও বসিলাম। তিন দিন আসিয়াছি। প্রথমদিন সুবোধদার বাক্যপূরণার্থ ছাগবলি হইয়াছে। সুবোধ উন্নত সাধক। তার বাক্য তো রক্ষা হইবে। আমি অধম। অভিমানভরে তারাপীঠ যাত্রাকালে আমি সুবোধকে বলিয়াছিলাম যে একদিনমাত্র আমিষ। বাবা আমার কথাও রাখিবেন। বাবা তাহাও পূর্ণ করিলেন। কাল ঠাকুরটীকেও একবার এইরূপ দুইভক্তের বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা রাখিতে হইয়াছিল। ভক্তপ্রধান সুধন্বার সহিত যুদ্ধে পার্থ প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি কৃষ্ণে আমার মতি থাকে এই বাণে সুধন্বার শিরশ্ছেদ করিব, সুধন্বাও প্রতিজ্ঞা করেন যে ঐ বাণ ছিন্ন করিব। সুধন্বা অর্জ্জুনের বাণ ছিন্ন করিলেন বটে কিন্তু ছিন্ন বাণ সুধন্বার শিরশ্ছেদ করিল। তাঁহারা উভয়ে ভক্ত। সুবোধ বাবার পরম ভক্ত। আমি তো ভক্ত নহি। তথাপি যে বাবা আমার অভিমানের বাণী শুনিলেন ইহা তাঁর বাঞ্ছাকল্পতরুত্বের পরিচায়ক।

এদিন পূর্ব্বদিনের ন্যায় বাবা চক্র করিলেন তবে অধিক বিলম্ব করিলেন না। একঘণ্টায় আহার হইল। জ্ঞানানন্দ দাদা ত্বরা দিতেছেন। বাবার নিকট বিদায় লইতে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। সুবোধ বাবার নিকটই বিচরণ করিতেছেন। তাঁর বদন সহাস্য। জ্ঞানানন্দ দাদা করযোড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাকে বলিলেন—"তুমিই কাশীতে পাঠাইয়াছ তাই গিয়াছি ও তথায় মন্ত্র লইয়াছি কিন্তু গুরু তুমিই তোমাকে আমি ছাড়িব না।" বাবা তাঁকে আদর করিলেন—"তুমি আমার পরমহংস।" জ্ঞানানন্দ বলিলেন—"হাঁ বাবা তোমার কৃপাতেই আমার সব।" বাবা এবার আমাকে "আবার আস্‌বি" বলিলেন না, সুবোধকে বলিলেন। ফলে আমি আর স্থূলে তাঁর সঙ্গ পাই নাই। সুবোধদা আরও বহুবার পাইয়াছিল। তার সৌভাগ্য ও তপস্যা প্রবল।

যেন হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়া বাবার নিকট বিদায় লইলাম। মন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ। কিন্তু বাবার কি অচিন্ত্য মহিমা শ্মশান পার হইয়া মাঠে শকটে উঠিলেই মন প্রফুল্ল হইল। তিন ভ্রাতায় বাবার কথোপকথন করিতে করিতে ষ্টেশনে আসিলাম ও অপরাহ্নে রেলগাড়িতে উঠিয়া রাত্রি ১১॥০ টার সময় কলিকাতার বাসায় পৌঁছিলাম। রাত্রে জলযোগ মাত্র হইল। তিনজনে একত্র বৈঠকখানায় শয়ন করিলাম—

প্রভাতে সুবোধ জনাই গেলেন। জ্ঞানানন্দ দাদা ও আমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম। পূজা পাঠ করিলাম। আমার অনূঢ়াকন্যাগণের মুখে শঙ্করকৃত অন্নপূর্ণাস্তবাদি শুনিয়া দাদা বড় প্রীত হইলেন। মধ্যাহ্নে একত্র প্রসাদ পাইলাম। তিনি আমাকে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সঙ্কেত বুঝাইলেন। বাবা শিমুলতলার ভট্টাচার্য্যপদের অধিকার দিয়াছেন। হৃদয়ে তন্ত্রতত্ত্ব প্রতিভাত করিতেছেন বটে। কিন্তু তন্ত্রের ভাষাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা চাই। জ্ঞানানন্দ দাদা পণ্ডিত। সেই জন্যই বোধ হয় আমার সহিত তাঁর যোগাযোগ করাইয়া তন্ত্রের অগ্রগণ্য মহানির্ব্বাণের ভাষার চাবি আমাকে দিলেন।

পরদিন জ্ঞানানন্দ দাদা বিদায় লইলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই! সন্ন্যাস লইয়াছি। গৃহস্থ ঘরে একদিনের অধিক অবস্থিতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। দেখ না তোমার সহিত কয়েকদিনের সঙ্গে তোমাকে তো ভালবাসিয়াছি। একদিনমাত্র তোমার পুত্রকন্যাগণকে দেখিয়া যেন মায়ামুগ্ধ হইতেছি। এবার কার্য্যে কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিব বটে কিন্তু এক গৃহস্থের আতিথ্য একদিনের অধিক লইব না। আমি তাঁকে ছাড়িয়া দিলাম; বাবার দেহরক্ষার পর রামপুরহাটে দুইবার তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হয় ও একত্র তারাপীঠ গিয়াছিলাম। আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সংবাদও পাই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রদর্শন

তং মৌনদীক্ষাংশুবিবুদ্ধপদ্মান্ শিষ্যান্ শরণ্যঃ খলু দর্শয়ন্তম্।
রূপাক্ষরারূপ তুরীয়তত্ত্বং বামাভিধানং পুরুষং নমামি ॥

তারাপীঠ হইতে দ্বিতীয়বার ফিরিবার পর বা'মর কৃপার পরিচয় পাইতে লাগিলাম। তাঁর প্রতি আকর্ষণ বাড়িল। অসৎ প্রবৃত্তি কমিতে লাগিল। ধ্যান ধারণা গাঢ় হইল। অলৌকিক চিত্র আলোক মধ্যে দেখিতে লাগিলাম। দীক্ষার পূর্ব্বেই বাম আমায় জননীর মূর্ত্তি ও স্বীয় মূর্ত্তি দেখান। দীক্ষার পর দেবীমূর্ত্তি ছায়া ছায়া দেখিতাম। তৎসম্বন্ধে পরে এই গীতরচনা করান—

ছায়া ছায়া দেখা দাও   ভাল দেখা দাও না,
আশে পাশে নিতি রও   কোলে তুলে লও না।
মা তোমারে আঁখিমুদে   সে শ্মশানে হৃদ্হ্রদে
হেরি প্রত্যালীঢ় পদা   ধূসরিত বরণা
যোগিজন মনোলোভা   নব কাদম্বিনী শোভা
সেই কি মা রূপপ্রভা   এ আঁখি হেরিবে না।
শান্তিসুধানিকেতন   রাতুল সে শ্রীচরণ
ছায়া ছায়া জাগে প্রাণে   উজল তো জাগে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কটি তটে বাঘছাল শোভে যেন সুবিশাল
গলে দোলা রুণ্ডমালা ভাল যে মা ভাসে না।
দুইকরে সুশাণিত অসি খড়্গ অবিরত
দেখাও আমারে কেন ভয় তাতে পাবো না।
করুণার প্রস্রবণ সন্তান জীবনধন
যে পীযূষ ময়স্তন বারেক মা দাও না।
কেবল তৃতীয় আঁখি ছায়া ছায়া কেন দেখি
সে শ্রীমুখ ঢলঢল আর মা লুকাও না।
কোথা সৌদামিনী ছটা সে পিঙ্গল একজটা
জড়িত কোথায় তাহে ভীম ফণিফণা।
চরণ কাতরে ডাকে কাঁদাও না আর তাকে
অন্তরে বাহিরে দেখা দিয়ে কর সান্ত্বনা॥

সন ১৩১২ সালে রুষ জাপান সংগ্রামে সন্ধ্যার পর সুষিমার জলযুদ্ধের চিত্র দেখাইয়া দূরদৃষ্টির কিঞ্চিদনুভূতি দেন। গয়া শ্রাদ্ধের দিন ট্রেণে প্রত্যূষে কালী ও তারার স্পষ্ট মূর্ত্তি অন্ধকারে চপলার ন্যায় চমকাইয়া যায়। বিষ্ণুপদ মন্দিরে স্থায়ী স্নিগ্ধনীলজ্যোতিতে নয়নমন মোহিত করেন। গণেশমূর্ত্তির শিরোদেশে ব্রহ্মনালের উপর কর্পূরগৌর শ্রীশঙ্কররূপ সুস্পষ্ট মানস নয়নে ভাসান। মেঘশ্যাম চতুর্ভুজ গদাপদ্মধারী এবং মুরলীবদন জ্যোতির্মণ্ডলে তৃতীয় নয়নের সম্মুখেও শ্রীগুরু ধরিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন ১৩১৬ সালের ভাদ্রমাসে শুক্লাচতুর্দ্দশীতে কলিকাতাতে পূজাকালে মুদিতনয়নে চিত্রের পর চিত্র বদলাইলেন।

কি অদ্ভুতদৃশ্য আজি দাসে পূজাকালে।
কৃপা করি কৃপাময় শ্রীরাম দেখালে॥
কোথা কাশী পুণ্যধাম আনন্দ নগরী।
কোথা রজোগুণ এই কলিকাতা পুরী॥
কত আবরণ মাঝে সকলি খসিল।
বিশ্বনাথ শ্রীমন্দির নয়নে ভাসিল॥
হেরিলাম উঠিয়াছে পীতকর্ণিকার।
শিবলিঙ্গ হতে পদ্ম দীর্ঘনালতার॥
তত্নপরি শোভে মূর্ত্তি কর্পূরধবল।
শিরে জটাজুট কর্ণে ধুস্তরযুগল॥
লোলজিহ্বা ফণি তাহে করে লক্‌লক্।
তৃতীয় নয়নে জলে বহ্নি ধক্‌ধক্॥
বামপাদ আকুঞ্চিত দক্ষিণলম্বিত।
বামাঙ্কেতে নীলা খর্ব্বা দেবী সংস্থাপিতা॥
ক্ষণপরে শিবপাশে বামভাগে আসি।
উঠিলা গরুড় পরে সেই কালশশী॥
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম আননে অলকা।
বিকসিত নেত্রত্রয় উন্নত নাসিকা॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভে চতুর্ভুজে।
হৃদে দোলে বনমালা অলি যাহে মজে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর দক্ষিণে হেরি পুন পরক্ষণে।
পদ্মযোনি সমমূর্ত্তি বসা পদ্মাসনে॥
চতুর্ব্বাহু শিরোভাগে কিরীট উজ্জ্বল।
কিন্তু চতুর্ম্মুখ ভাসে অস্পষ্ট কেবল॥
ক্ষণ পরে চতুর্ম্মুখ দিলা দরশন।
লম্বোদর গজানন সিন্দুরবরণ॥
সকল মূরত্তি তবে মিশিলা আকাশে।
হেরি পরে যোগাসনে পঞ্চানন বসে॥
শিরোদেশ হতে তাঁর উঠে পদ্ম:লাল।
তাহার উপরে শোভে স্থূল মহাকাল॥
যোগিরাজমূর্ত্তি পরে শূন্যেতে মিশিল।
কিরীট মালিনী মাভা নয়নে উদিল॥
সিংহাসনে চতুর্ভুজা কিরূপ মাধুরী।
ত্রিভুবন আলো করা শ্রীভুবনেশ্বরী॥
তাঁর বামে দেখা দেন দেবী যে বগলা।
পীতবাসা মনোরমা গলে দিব্যমালা॥
তাঁর বামে চতুর্ভুজা অতি মনোহরা।
সুনীল কাঁচলি পরা মুখে হাসিভরা॥
তাঁর বামে সিংহাসনে কমলা সুন্দরী।
গজচতুষ্টয় ঢালে ভক্তির লহরী॥
কিরীট মালিনী তবে শ্রীভুবনেশ্বরী।
গলিয়া ধরেন রূপ রাজরাজেশ্বরী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাকাল নাভিপদ্মে অরুণবরণ।
মস্তকে কিরীট চারি করে প্রহরণ॥
তাঁহার দক্ষিণে হেরি কাকধ্বজ রথে।
বৃদ্ধা ধূসরিতা দেবী শূর্প লয়ে হাতে॥
তাঁর বামে ছিন্নমস্তা মধুর ভীষণা।
ডাকিনী বর্ণিনীসহ আসি দিলা হানা॥
পদতলে শোভে রতি চম্পকবরণী।
মদনের বুকে রতা বিপরীতা ধনী॥
সকলের উর্দ্ধে রাজে নীল খর্ব্বাকৃতি।
চতুর্ভুজা একজটা ব্যাঘ্রাম্বরা সতী॥
তাঁর পাশে দাঁড়াইলেন কপাল মালিনী।
বরাভয় করা শ্যামা মধুর হাসিনী॥

বাম চিত্রদর্শনের ক্ষোভ বড় রাখেন নাই। সকল দেবদেবীর রূপ উজ্জ্বলালোকে মানস নয়নে ধরিয়াছেন। সুষুম্নার ও ষট্চক্রের চক্রে চক্রে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ও বীজ কিরূপ তাহা বুঝাইয়াছেন। বিদেহ হইবার পর মানস চক্ষু যেন অধিক খুলিয়া দিয়াছেন; পরচিত্তজ্ঞানও দিতেছেন। এই দাসের সান্নিধ্যে অপরকে জ্যোতিঃ এবং জ্যোতির্মণ্ডলে দেবদেবী চিত্র দেখাইতেছেন। সে লীলা এস্থলে প্রকাশ্য নহে। এই সূক্ষ্মদেহের লীলা প্রচারের জন্যই শ্রীবাম অনতিবিলম্বে তাঁর নরদেহের লীলা সম্বরণ করিলেন সে ঘটনা অতঃপর বর্ণিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

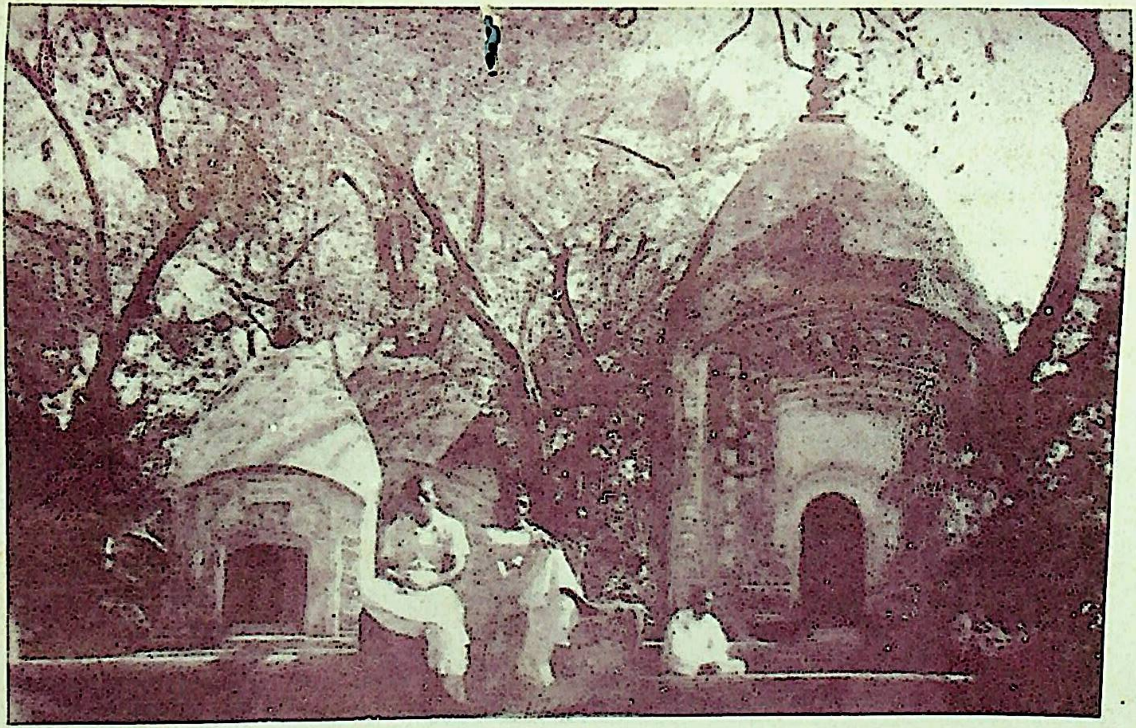

শিমূলতলার বেদী

ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবামলীলা

অন্ত্যলহরী

মহাপ্রস্থান ও সমাধি

ক্ষ্যাপাবাবার মহাপ্রস্থান ২রা শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী ১৩১৮ সালে। এই তিথির আটদিন পূর্ব্বে পূর্ণিমা তিথি রাত্র ১।৪৫ মিঃ সময় বাবার জন্য তারামার ভোগ যা রাখা ছিল ময়ুরভঞ্জের উকিল হরিভূষণ দাদা বাবার সামনে ধরিলেন। দিনের বেলায় আহারাদির ফলে বাবার দেহ বেশ সুস্থ ছিল না। আবার রাতে প্রসাদ খাবার জন্য হরিভূষণ দাদার পীড়াপীড়ি শ্রীনগেন্দ্র বাকচীর ভাল লাগিল না। তাঁর আশঙ্কা গুরুতর আহারে বাবা আরও অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। বয়স ত হইয়াছে ; শেষ জীবনে নগেন ছায়ার মত বাবার পাছে পাছে থাকিতেন ও ঘৃণা ও দ্বিধা ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক মনে বাবার বিষ্ঠা মূত্র পরিষ্কার ও অন্যপ্রকার যাবতীয় সেবা করিতেন। কিন্তু উপস্থিত ভক্তগণ, যথা ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের মুনসেফ অবিনাশ রায়, ময়ুরভঞ্জের পেসকার জয়চন্দ্র, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গী অমূল্য বাবু, ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য্য, ব্রজপাঠক ও এক পাগলা সাধু কেহই এর প্রতিবাদ করিল না। অবশ্য বাবা দু'চারটী ভাত ও মহাপ্রসাদ ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামমাত্র মুখে দিলেন। শ্বেতফুল ও কালু কুত্তা তুইটী তুইপাশে প্রসাদ পাইল। হঠাৎ তুই কুত্তা উন্মত্ত হইয়া তুইদিক হইতে পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল। মধ্যে বাবার থালা ও বাবা বসে আছেন। নগেন বাকচী হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া তুই ফাঁকে হাত দিয়া তুই কুত্তাকে সবলে তুইদিকে ঝটকাইয়া ফেলিয়া দিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাবার নাসারন্ধ্র হইতে কয়েক ঝলক তাজা রক্ত নির্গত হইতে দেখা গেল। বাগচী প্রমুখ সকলেই অনুমান করিলেন যে কুত্তাদের নখ বা অন্য কোনভাবে আঘাতের ফলে উক্ত রক্ত বাহির হইল। সেই রাত্রি সে ভাবেই কাটিল। উক্ত ঘটনা বাবার আশ্রম ঘরের সন্মুখ বাহির অঙ্গনে দোচালায় ঘটে। সেই চালের পাশেই এক বিরাটকায় কেলিকদম্ববৃক্ষ ছিল। এই কেলিকদম্বমূলেই তখন তিনি বসেছিলেন। কিন্তু ব্যাপার যা ঘটিল কুক্কুর তুটী নিমিত্ত মাত্র। আসলে বাবার ব্রহ্মচক্র ভেদ হইয়া রক্ত বাহির হইল। এ ব্যাপার তখন উপস্থিত কেহই বোধ হয় বুঝিলেন না। পরদিন তাঁকে একটু অসুস্থ দেখা গেল। ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁর সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। অবিনাশ দাদা অক্লান্ত পরিশ্রমে বাবার শুশ্রূষা করিয়া জীবন ধন্য করিলেন। এইরূপ ৪।৫ দিন কাটিল। বাবা একটু সুস্থ হইয়াছেন, বোধ হইল। পরে দেখা গেল আর একজন পাগলা সাধু খালি গা, ছোট কাপড় পরা বৈকালে আশ্রমে উপস্থিত হইল ও বাবার সামনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া মুচকি মুচকি হাঁসিতে লাগিল। বলিল—"আর কেন ওকে বত্রিশ বাঁধনে বেঁধে রেখেছিল, বার কর।" এ কথায় সকলে বিরক্ত বোধ করিলেন। তখন "আমার কথা বিশ্বাস হ'ল না। আচ্ছা, দেখতেই পাবি" বলিয়া নিরস্ত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এইদিন রাতে ১—৩৫ মি: সময় ৺তারামার অষ্টমী পর্ব্বের প্রসাদ মুখে দেওয়ামাত্র বাবা তিনবার "তারা, তারা, তারা" বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেহ রাখিলেন। তখন শ্মশান ভক্তগণের হাহাকার রবে গৃহস্থের অঙ্গনে পরিণত হইল। পাণ্ডাগণ ও তদঞ্চলবাসী সকলে আসিয়া নিজ প্রিয়জনের বিরহে আকুল হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কুত্তাগুলিও বাদ গেল না। একটী কুকুর সটান রামপুর হাটে গিয়া করুণ আর্ত্তনাদে মহেন্দ্র রুজকে সংবাদ দিল। পরে শ্রীবামের সমাধির স্থান লইয়া বিষম মতভেদ উপস্থিত হইল নগেন্দ্র বাকচীর সহিত। কেহ কেহ আশ্রম ঘরেই সমাধি দেওয়া উচিত বলিলেন। তখন বাকচী সকলকে জানান বাবার আদেশ—যা গত দু'মাস যাবৎ প্রত্যহ দু'তিনবার তিনি তাঁর শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছেন ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তিনি তাঁকে জানাইয়াছেন—"এই নিমতলায় মোক্ষদানন্দের সমাধির পাশে আমায় উত্তরমুখো বসাইয়া সমাধ দিবেন, বাবা!" যখন লোকে তাঁকে শ্মশানে পূজার জন্য লইয়া যাইত তখন তিনি ঐকথা বাকচীকে পূজায় বসিবার পূর্ব্বে দৈনিক দুই তিন বার বলিয়া ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশে স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইয়া তবে পূজায় বসিতেন। এ কথায় আর সকলে আস্থা দিলেন না। সমাধির ব্যাপার লইয়া বেশ দ্বিধা ও মতভেদ চলিল। পরদিবস সাহাপুর নিবাসী জমিদার মুরারীমোহন পাল ও পোপাড়ার জমিদার যোগীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাকচীর নিকট সবিশেষ শুনিয়া ক্ষ্যাপাবাবার আদেশমত পূর্ব্বোক্ত নিমতলায় সমাধি দেওয়াইলেন। এস্থানে উল্লেখ করা যায় যে পাগলা সাধু তুমাস যাবৎ আশ্রমে আসে সমাধি দেওয়ার পর মূহুর্ত্তেই কোথায় উধাও হইয়া যায়, তাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যখন নিমতলায় খনন করা হয়, তখন দেখা গেল এক প্রাচীন মন্দিরের ভিত মাটির নীচে আছে। তার উপরেই সমাধির মন্দির নির্ম্মাণ করা হইল। কিংবদন্তী আছে এই মন্দির ভিত প্রাচীন তারামার মন্দিরের। ক্ষ্যাপাবাবার প্রিয় ভক্ত ৺হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় অনূ্যন ২০০০৲ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দেহরক্ষার তু'দিন পূর্ব্ব হইতেই ক্ষ্যাপাবাবা বলিতে থাকেন—"ঘোড়া গাড়ী এল, পাল্কী বেহারা, ভাণ্ডারী খানসামা, ঘোড়া গাড়ী এল ?" তাঁর ভাষা বিচিত্র কিন্তু গভীর অর্থযুক্ত। স্বর্গীয় তারাক্ষ্যাপা বলিতেন— "তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন, যে বাবা সপ্তাশ্বযোজিত সূর্য্যলোকের পথে চলিলেন। রবের্মধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ হুতাশনাৎ পরমব্রহ্ম, সাক্ষাৎ ব্রহ্মক্ষরাক্ষরঃ।" শ্রীবাম বলিতেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মরব আর অমনি যাব ব্রহ্মে মিশায়ে
তারামার চরণে লুকায়ে
শিমূলতলায় লুকায়ে।"

তারামা "আকাশ তারা" শূন্যরূপ শশিভালী। শিমুলতলা অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী তলা, ঊর্দ্ধমুল অধঃশাখ, অর্থাৎ সহস্রারে। কে বুঝিবেন বুঝুন শ্রীবাম কি ছিলেন, কোথায় গেলেন। আমরা বলি তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। যে তাঁর ভক্ত, যে তদ্গত চিত্ত, সেই দেখে, সেই বুঝে, তিনি তারই সঙ্গে লীলায় রত। তাঁর বিদেহ লীলা-রহস্য তাই অনুভূতি সাপেক্ষ। চক্ষুষ্মান ভক্ত গেয়েছেন—

আনন্দচিৎসত্যমরূপমাদ্যং
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং।
লীলাময়ং ব্রহ্ম পরমং পূরাণং
বামাভিধানং পুরুষং নমামি।

জয়তারা, জয়বাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গান

(শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত)

(১)

একদিন এসেছিলে তুমি এ শ্মশানে দ্বারকাতীরে
গৃহবাস তুচ্ছ করি মাতৃআজ্ঞা ধরি শিরে। ১
মেটেনি তব পিয়াসা সংকীর্ত্তন ও গোচারণে
শালগ্রাম নিমজ্জনে আর পূজাধ্যান আনমনে। ২
ব্রজবাসী কৈলাসপতি দেখে তব শুদ্ধমতি
বেধ দীক্ষা দিল মন্ত্র-তন্ত্র-সারাৎসার। ৩
তারাপ্রেমে হ'য়ে আকুল ছুটে এলে "শিমুলমূল"
অনায়াসে "সিদ্ধাসনে" করলে অধিকার। ৪
সে দিন সে বর্ষাদিনে কে ছিল হে তবপাশে ?
এ ভীষণ মহাশ্মশানে বিভীষিকা অট্টহাসে ? ৫
কৌলাচার্য্য কৈলাসপতি সহসা ভৈরবী সনে
নিমেষে লুকাল শূন্যে অনন্ত মহাপ্রয়ানে। ৬
উলঙ্গ ভৈরব বেশে ধূলি উড়ে রুক্ষকেশে
শৃগাল কুকুর তব নিত্য সহচর। ৭
বাতাতপে নাহি ক্লেশ অন্নচিন্তা নাহি লেশ
চিন্তামাত্র তারামার চরণ দুস্তর। ৮
কিবা তব জপতপ কিবা পূজাবিধি
কে জানে গোপন কথা ওহে জ্ঞাননিধি। ৯
তারাপীঠ গুপ্তপীঠ এই সবে জানে
বামাচারে সিদ্ধক্ষেত্র বশিষ্ঠ আসনে। ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ভৈরবী কই? কে করে সন্ধান
"তারা মা" কি ভৈরবী হয়ে "তোষয়ে সন্তান"? ১১
এ বড় বিচিত্র লীলা কলিযুগে দেখাইলা
প্রেমভক্তি পরকাশে জগৎ মাতান। ১২
কভু দেখি নিরজনে বনফুল হাতে
দর বিগলিত ধার প্রেমাশ্রু অনিবার
বক্ষে বহিছে পাথার "জয় তারা" স্বরে। ১৪
(কভু) ধূলি ধূসরিত অঙ্গে দুই সারমেয় সঙ্গে
ভ্রমিছ শ্মশানে দেখি নিসঙ্গ শঙ্করে। ১৩
সে নাদের মোহন ছন্দে প্রাণ নাচে প্রেমানন্দে
ঘুচে ভ্রমদ্বন্দাদ্বন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার।
এ তারাপুর শ্মশানে আসি দেখেছিল জগদ্বাসী
ভক্ত আর ভক্তাধীনা তারা সারাৎসার।
উঠিতে বসিতে তারা খেতে শুতে তারা তারা
তারা বিনা এ ব্রহ্মাণ্ডে নাহি কিছু আর।
তারা ভিন্ন নাহি আশ তারাময় চিদাকাশ
ঘটে পটে একতারা বাজে অনিবার।
কভু বা আসনে বসি 'তারা' সনে হাসিখুসি
কভূ অভিমান সুরে দাও গালাগালি।
কভু কত অনুযোগ কভু বা মিনতি
কি তব বিচিত্র লীলা নৃকপালমালি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

বলরে তারাপুরবাসী কোথা শ্রীবামে দেখে আসি,
আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীবামে কোথা রেখেছিস লুকায়ে।
বলেদে বলেদে ওরে কোথা গেলে পাব তারে
এ তাপিত প্রাণ শীতল হবে তাঁর দেখা পেয়ে।
ওরে তারাপুর মহাশ্মশান, হেথা বাজে নাকি তাঁর বিষাণ ?
আর ওঠে নাকি নাদসিদ্ধের জয়তারার ভীমভৈরব তান।
যে নাদ শুনে মা ছুটে যেত বিহ্বল হয়ে তার পাছ নিয়ে
সে গোপনসুরে বাহির করে মনমাতান প্রাণ কাঁদান
তারা রবে দেরে শুনায়ে।
বলরে ওরে দ্বারকানদী, তুমি খ্যাপার খেলার সাথী
তব অঙ্গে তারা প্রেমের তপ্ত অশ্রু খ্যাপা দেছে মিশায়ে।
খ্যাপা অদর্শনে হায়, বুঝি তুমি শীর্ণকায়
তাই বুঝি কুলুনাদ গেছে ফুরায়ে।
এ নহে অলীক কথা বুঝেছিরে তব ব্যথা
বর্ষারম্ভে আকুলিত তরঙ্গ উচ্ছায়ে।
ওরে তারাপুর তরুলতা আমার শ্রীবামে রেখেছিস কোথা
তোরা তাঁর প্রেমের গানে কুসুমিতা আজও বনছায়ে।
বলরে বল অলি কুল তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল।
অনুরণে গুনগুণে, যাও শুধায়ে।
বলরে ওরে বনপাখী কুঞ্জে কুঞ্জে থাকি থাকি
সুখে যাস কি সুরধারা তারা নাম গেয়ে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে গান শুনে শ্রবণে মুগ্ধ জীব পায় চেতনে
কালুভুলু সারমেয় ডাকে উভরায়ে ?
ধন্য তারাপুর বাসী ধন্য মহাশ্মশান
ধন্য দ্বারকা নদী ধন্য তরুলতা বিতান
ধন্য পাখী অলিকুল ধন্য সারমেয় কালুভুল
ধন্য হইল কলি জীবকুল বাম সঙ্গ পেয়ে।
কে বুঝিবে মম দশা কহিতে নাহিক ভাষা
বাম অদর্শনে বুঝি জীবন বা যায়ে।
ওরে ঐ ধূলিকণা বুঝি বাম-পদ রেণুকণা
দাও মোরে মাখাইয়া আর সহন না যায়ে।
শীতল জানিয়া ও পদ সেবিব জুড়াইব সব জ্বালায়ে।

---

(৩)

নাইবা চিনিল কেহ নাইবা বুঝিল
পাগল খ্যাপা কত নাম অনাদরে দিল।
তাতে তোমার কি এল গেল প্রভু হে।
তারা নামামৃত পান করি তারা দিশি দিশি হেরি
পূর্ণন্যাস অহর্নিশ করিলে অভ্যাস হে।
তুমি তারাময় হ'লে তারা তোমাময়।
সাকার নির্ব্বাণ পেল নিরাকার হ'ল সাকার।
এ অপূর্ব্ব মিলন হ'ল তোমা দোঁহাকার।
কেই বা বুঝিবে কেই বা জানিবে তুমি না বুঝালে হে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪)

আমি অতি মূঢ়মতি বুঝিব কেমনে দাওহে দেখায়ে বুঝায়ে।
তব অপরূপ লীলা দাওহে জানায়ে
একদিন ধরা দিয়েছিলে প্রভু জননীর তব শ্রাদ্ধদিনে
যেদিন উঠেছিল মেঘ ঘনঘটা হয়ে
হাহাকার রবে কেঁপেছিল সবে
পণ্ড হলবা সব আয়োজন বিঘ্ন হ'ল ভোজনে।
সেদিন নীরবে দণ্ডহাতে দেখাইলে তব ভৈরব রূপ।
উড়ে গেল মেঘ থেমে গেল ঝড়
দূরে বরিষণ হল কড়মড়।
হেথা ব্রাহ্মণ ভোজন হল সমাপন গভীর আনন্দেতে।
ধন্য ধন্য উঠিল রে রব সিদ্ধ হয়েছে বামা।
করতলগতা হয়েছে রেতার "তারা" মনোরমা।
এ নহে পাগল চ্যাবা এযে ভৈরব প্রেমময়
ওরে ফুটেছে কুসুম এযে অন্তর মধুময়।
শ্মশানে বসিল আনন্দের মেলা দিকে দিকে ঘোষে বামের জয়।
কত রাজা মহারাজা আতুর ফকির
এল গেল কত নাহি পরিচয়।
তৃষিত তাপিত প্রেমাতুর কত ভরিয়া লইল ডালা।
তব চরণ পরশে ধন্য হইল জুড়াল কতই জ্বালা।
কত অজানারে জানাইলে তুমি কত অভাগারে দিলে ঠাঁই।
এ অধমের তরে তব চরণ প্রান্তে আর কিগো ঠাঁই নাই।
দেহি পদবল্লভমুদারম্
জয় বাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi